উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,৬০৬.৪৩ (+৩১৭.৯৩)

নিফটি : ২৩,৫৯১.৯৫ (+১০৫.১০)

বাংলাকে শাহি তোপ

ভুয়ো ভোটার নিয়ে বঙ্গে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর পালটা হিসেবে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের জন্যই কাঁটাতার দেওয়া যাচ্ছে না সীমান্তে। » ৯

ধান নেবে না কেন্দ্র

রাজ্যের কেনা ধান নেবে না এফসিআই। ধান কেনার মরশুমে কেন্দ্রের এই আচমকা সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিপাকে পড়ার আশঙ্কা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষকের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৮°	২৩°	৩৮°	২২°	৩৮°	২২°	৩৭°	২২°

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স » ১৩

১৪ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 28 March 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 307

উত্তরের খোঁজে

দার্জিলিং মেল আর রকেটের ইতিহাসের সম্মান প্রাপ্য

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কীভাবে যাচ্ছিস রে তুই নর্থবেঙ্গল? বছর পঁয়তিরিশ-চল্লিশ আগে কলকাতা বা শিলিগুড়িতে এমন প্রশ্ন বন্ধুমহলে উঠলে দুটো উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তার চোখ গোল গোল হওয়া অবধারিত ছিল। মুখেচোখের অভিব্যক্তিতে তখন বাড়তি সমীহ।

-দার্জিলিং মেলে যাচ্ছি।

-রকেটে যাচ্ছি।

রকেটে মানে রকেট বাসে।

এখন যেভাবে সাদা বিদ্যুৎরেখা হয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার মুহূর্তে পথে, খেতে, স্টেশনে, লেভেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সেলফি তুলতে আকুল হয়ে ওঠে, রকেট বাস যাওয়ার মুহূর্তেও অপলক তাকিয়ে থাকত অনেকে। এই রকেট মানে তখন যেন মহাকাশের রকেট। অত্যাশ্চর্য পথে তার চলা।

আর দার্জিলিং মেল? সন্ধেয় কাটিহার-মালদা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা বগি থাকত দার্জিলিং মেলে জোড়ার জন্য। সেটা জ্যোস্নারাতে পড়ে থাকত নির্জন কুমেদপুর স্টেশনে। পরের দিকে মালদায়। দার্জিলিং মেল মধ্যরাতে এলে লাগানো হত ইঞ্জিনের সঙ্গে। কত এগোনো, পেছোনোর খেলা সেই মাঝরাতের রেল কাব্যে। কলকাতা থেকে ফেরার সময় আবার একই দৃশ্য। মালদায় কেটে রাখা হত একটা বগি। সেটা ফিরত সকালে মালদা-কাটিহার লোকাল ট্রেনের সঙ্গে।

আমি তো আরও আগে, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মোহময় দৃশ্যমালার কথা বলছিই না। শিয়ালদা থেকে রানাঘাট-ভেরামারা-ঈশ্বরদি-সান্তাহার-হিলি-পার্বতীপুর-নীলফামারি-হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি। মাঝখানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরোনোর নস্টালজিয়া প্রবীণদের সম্পদ।

দার্জিলিং মেল ও রকেট উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের অংশীদার, আপাতত উপেক্ষিত। ইন্টারনেট-মোবাইল-সোশ্যাল মিডিয়াহীন পৃথিবী ছিল ছোট অনেক। এবং মানুষের অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতায় কোনও দোষ ছিল না। শুধু দার্জিলিং মেল নয়, কামরূপ এক্সপ্রেস বা গৌড় এক্সপ্রেস চালুর সময়ও তারা হয়ে উঠেছিল গতির প্রতীক। আজ ঘরেই উপেক্ষিত।

গ্রামের স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের ছেলে মৃণালদা তখন ফুটবল মাঠে উইং দিয়ে বিদেশ বসু-মানস ভট্টাচার্যের স্টাইলে গতিময় হয়ে উঠত। গ্রামীণ ফুটবলে মৃণালদার নামই হয়ে যায় 'কামরূপ'। বল তাঁর পায়ে পড়লেই মাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের মধ্যে আওয়াজ উঠত— কামরূপ, কামরূপ।

সকালের দিকে এনজেপি স্টেশনের ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো। কামরূপ কেন,

এরপর দশের পাতায়

'আমরা করব জয়'

বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে ভাষণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের আগে বিশ্রামের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি হোটেলে। সেখানকার লবিতে রাখা গ্র্যান্ড পিয়ানোর রিড বাজিয়ে তুললেন 'উই শ্যাল ওভারকাম', 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে'র মতো একাধিক কালজয়ী সংগীতের সুর।

১০ বিঘার পুকুর সাজাবে পুরসভা

ফালাকাটার এই পুকুরটিতেই শুরু হয়েছে সৌন্দর্যায়নের কাজ।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৭ মার্চ : ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড জবরদখল, অবৈধ নির্মাণের মতো নানা বিতর্কিত কাজে সংবাদ শিরোনামে। এবার সেই বিতর্কের স্রোতের বিপরীতে এগোচ্ছে পুরসভা। এই ওয়ার্ডে থাকা শহরের সবচেয়ে বড় পুকুরটি সংস্কার করে সাজিয়ে তুলছে তারা। মাছ চাষ, বোটিং সহ নানা পরিকল্পনা নিয়েই কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভার উদ্যোগকে সাধুবাদ দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'কলেজপাড়ায় বুড়িতোর্ষা নদী ঘেঁষে একটি সরকারি পুকুর আছে। প্রায় ১০ বিঘা এলাকায় থাকা এই পুকুরটিকে আমরা সাজিয়ে তুলব। এর জন্য ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এই পুকুরকে কেন্দ্র করে ছোট পর্যটনস্থল তৈরির পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কলেজপাড়ায় বুড়িতোর্ষার পাশে এই পুকুরটিতে শুখা মরশুমে অবশ্য তেমন জল থাকে না। এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সরকারি এই পুকুরটি সংস্কার করা হোক। জানা গিয়েছে, পুকুরের চারপাশ বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো হচ্ছে। পুকুরের চারপাশে হাঁটার জন্য থাকবে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। মাঝে মাঝে বসার জন্য কংক্রিটের চেয়ার থাকবে। সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে পুকুরের চারপাশ আলোকিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভগীরথ মণ্ডল বলেন, পুকুরটির সৌন্দর্যায়ন হলে সেখানে মাছ চাষেরও পরিকল্পনা আছে। এলাকার মানুষ যাতে পুকুরটি থেকে স্বনির্ভর হতে পারেন তার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে এখানে যাতে প্রকৃতি পাঠ শিবির করা যায় তার ব্যবস্থাও করা হবে।'

এলাকার বাসিন্দা সুজয় সরকারের কথায়, 'এমনিতেই আমাদের এই জায়গাটি অনেকটা পিছিয়ে পড়া। তাই একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে পুরসভা যে আশা দেখাচ্ছে তাতে আমরা খুশি। আশা করছি পুকুরের পাশাপাশি এলাকায় পাকা রাস্তা, ড্রেনও বানাবে পুরসভা।'

পুরসভা সূত্রে খবর, এলাকায় প্রচুর খাসজমি আছে। ওই জমিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে স্টল বানিয়ে দেওয়া হবে। বুড়িতোর্ষা নদীর পাশে ছোট ছোট কটেজ বানানো হবে। সব মিলিয়ে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে আগামীদিনে ৭ নম্বর ওয়ার্ড একটা আলাদা পরিচিতিলাভ করবে বলেই পুরসভা কর্তৃপক্ষের আশা।

জঙ্গলে গাছ কাটা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ বনমন্ত্রীর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : তাজ ট্রাপিজিয়াম অঞ্চলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৪৫৪টি গাছ কাটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন নির্দেশিকার পর উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গলের গা ঘেঁষে তৈরি হওয়া রিসর্টের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। মূলত জঙ্গলের গাছ কেটে সেই এলাকায় তৈরি হয়েছে ওই রিসর্টগুলি। তাই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বনকর্তাদের পাশে বসিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বীরবাহা। পরবর্তী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে তিনি নিজে ওই সমস্ত এলাকাগুলিতে পরিদর্শনে যাবেন বলে এদিন জানিয়েছেন বনমন্ত্রী। বীরবাহার ওই নির্দেশিকার পরেই হঠাৎ করে তৎপর হয়ে ওঠেন বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও রাজা এম। তাঁর এলাকায় কোথায় জঙ্গল ঘেঁষে এভাবে নির্মাণ হয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনে এই ধরনের একাধিক অবৈধ রিসর্ট রয়েছে। তবে শুধু ডিএফও নয়, মন্ত্রীর সঙ্গে থাকা উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল রাজেশ কুমারও তড়িঘড়ি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জঙ্গল ঘেঁষে রিসর্ট তৈরির বিষয়ে বনমন্ত্রীর বক্তব্য, 'জঙ্গলের গা ঘেঁষে বা জঙ্গলের মধ্যে কেউ রিসর্ট তৈরি করলে আমরা রেয়াত করব না। সে যেই হোক আমরা দল, রং দেখব না। আধিকারিকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলছি।'

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ফুসফুস বিভিন্ন জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড রুখতে এবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিতে চাইছেন বনমন্ত্রী। বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য সকলের সহযোগিতা নেবেন তিনি। জঙ্গলে আগুন লাগলে কী করতে হবে সেই সমস্ত বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ

এরপর দশের পাতায়

আলু জমিয়ে ফ্যাসাদে চাষিরা

দাম কমতে থাকায় বাড়ছে চিন্তা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ মার্চ : একেই বোধহয় বলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। একটা সময় সরকারি সহায়কমূল্যে আলু বিক্রি করতে রাজি হননি আলিপুরদুয়ারের আলুচাষিরা। সেসময় বেশি লাভের আশায় ছিলেন তাঁরা। এখন যখন পাইকারি বাজারে আলুর দাম ক্রমশ কমছে, তখন তাঁরা পড়েছেন বিপাকে। এখন তো আর চাইলেও সহায়কমূল্যে আলু বিক্রি করতে পারবেন না তাঁরা। কারণ, সহায়কমূল্যে আলু কেনার সময়সীমা শেষ। ফলে বিপাকে পড়েছেন জেলার আলুচাষিরা। কী করবেন ভেবেই পাচ্ছেন না।

৯ টাকা কেজি দরে সরকারি সহায়কমূল্য ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই দামে মাসখানেক ধরে আলু কেনার কথা ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে তো খোলাবাজারে আলুর দাম তার থেকে বেশিই ছিল। তাই চাষিরা কেউই সরকারি সহায়কমূল্যে আলু বিক্রি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেননি। গত ২২ মার্চ সহায়কমূল্যে আলু কেনার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও চাষি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। জেলায় সহায়কমূল্যে আলু কেনা হয়ওনি। এদিকে, হিমঘরে আলু রাখার জন্য বন্ড দেওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছে। গত দু'দিন ধরে আলুর দাম সাড়ে সাত থেকে আট টাকা কেজিতে পৌঁছে গিয়েছে। এই অবস্থায় যে সমস্ত চাষি হিমঘরে আলু রাখেননি বা ঘরে মজুত করে রেখে পরে বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তাঁরা পড়েছেন মুশকিলে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় এবছর ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। সাড়ে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৫টি হিমঘরের মধ্যে সহায়কমূল্যে আলু

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের একটি হিমঘরে আলুর গাড়ির লাইন।

বিক্রিতে বিপত্তি

- এবছর ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে
- সাড়ে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে
- জেলার ৪টি হিমঘরকে সহায়কমূল্যে আলু কিনতে বলা হয়েছিল
- কিন্তু কোনও চাষি আলু বিক্রি করতে আগ্রহ দেখাননি

কেনার জন্য ফালাকাটা ব্লকের দুটি এবং আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে দুটি, মোট চারটি হিমঘরকে সরকারি সহায়কমূল্যে আলু কিনতে বলেছিল জেলা প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, সরকারি সহায়কমূল্যে আলু কেনার ব্যাপারে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাখা হয়েছিল। ব্লক কৃষি আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করার কথা ছিল আলুচাষিদের। কৃষি বিপণন দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের জেলা আধিকারিক মন্টু মণ্ডল বলেন, 'সরকারি সহায়কমূল্যে আলু বিক্রি করার জন্য চাষিদের মধ্যে আগ্রহ আমরা দেখতে পাইনি।'

কেন আগ্রহ দেখাননি চাষিরা? আলুচাষি নিতাই দেবনাথ বলেন, 'আলুবীজের আকাশছোঁয়া দাম, রাসায়নিক সারের দামও চড়া। মজুরি সহ আলু চাষ করতে প্রতি বিঘায় খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু এখন আলুর যা দাম তাতে প্রতি বিঘার আলু বিক্রি করে হাতে পাচ্ছি ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। ফলে হয় লোকসান হচ্ছে, না হলে টেনেটুনে চাষের খরচটুকু উঠছে।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা ভারত কৃষকসভার আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক আতিউল হক দাবি করেছেন, 'যে সমস্ত কৃষকরা হিমঘরে আলু রাখতে পারেননি তাঁদের আলু সরকারি সহায়কমূল্যে কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সেব্যাপারে আশ্বাস দিচ্ছে প্রশাসন। কৃষি বিপণন দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের জেলা আধিকারিক মন্টু বলেন, 'সহায়কমূল্যে আলু কেনার নির্ধারিত সময় পার হয়ে গিয়েছে। এরপরেও কোনও চাষি সহায়কমূল্যে আলু বিক্রি করতে চাইলে অবশ্যই আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

জমিজটে থমকে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ মার্চ : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চাশ হাজার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লো ভোল্টেজ ও লোডশেডিংয়ের সমস্যায় ভুগছেন। সমস্যা মেটাতে প্রয়োজন পৃথক সাব-স্টেশন। এদিকে, পলাশবাড়িতে খাসজমি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের সাব-স্টেশনের জন্য জমি মিলছে না। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে। এজন্য দশ কোটি টাকার সাব-স্টেশনের কাজ হচ্ছে না। আগামীতে জমি না পেলে সেই টাকা ফেরতও চলে যেতে পারে।

জমিজট কাটাতে বৃহস্পতিবার দপ্তরের মেজবিল অফিসে তৃণমূল, বিজেপির জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আলিপুরদুয়ারের রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডল, ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান সরকার ও মেজবিলের স্টেশন ম্যানেজার জীবানন্দ রায়। রিজিওনাল ম্যানেজার জানান, এখন জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। আগামীতে রাস্তার পাশে ছোট-বড় শিল্পও গড়ে উঠবে। এজন্য যেমন দরকার তেমনি এইসব এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নতির জন্যও সাব-স্টেশন প্রয়োজন। পরে তিনি বলেন, '৩৩/১১ কেভির এই সাব-স্টেশনের জন্য দশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এজন্য বারবার খাসজমি দেখা হয়েছে। কিন্তু সব জায়গায় বাধা আসছে। এভাবে জমি না পেলে আগামীতে সাব-স্টেশনের টাকা ফেরত চলে যেতে পারে। তাই জমি পেতে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি।'

এই সাব-স্টেশনের জন্য ৬৬ ডেসিমাল জমি প্রয়োজন। রাস্তার পাশে সেই জমি হলে সুবিধা। পলাশবাড়ি ও মেজবিলে সেরকম দুটি খাসজমি দেখা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানলা

শেষ যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

ভালোবাসে না বাবা, বুকে চাপা যন্ত্রণা

কার কাছে কই মনের কথা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ মার্চ : অন্যরকম হোমওয়ার্কের কথা ভেবেছিলেন চড়কেরকুঠি জিপি স্কুলের শিক্ষক শংকর দেবনাথ। সেজন্য বাবার সম্পর্কে দু'চার লাইন লিখে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ছাত্রদের। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়া যে এমন হতভম্ব করে দেওয়ার মতো লিখবে, তা হয়তো ভাবেননি তিনি।

'আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না। আমাকে বই পড়তে দেয় না... বই পড়লে বই ফেলে দেয়।' নিজের বাবা সম্পর্কে ঠিক এই কথাগুলি লিখে স্কুলের শিক্ষকের কাছে জমা করেছে ওই ছাত্র। সেই লেখা দেখে হতবাক শংকর কাছে ডাকেন বছর দশেকের ওই ছাত্রকে। জানতে চান, 'বাবার সম্পর্কে এগুলি লিখেছ কেন?' জবাব দিতে গিয়ে কেঁদেই ফেলে ছাত্রটি। কাঁদতে কাঁদতেই সে জানায়, তাদের বাড়িতে প্রতিদিনই অশান্তি লেগে থাকে। মাকে মারধর করে তার বাবা। সে পড়াশোনা করুক সেটাও নাকি তার বাবা চায় না। বারবার তার একটাই অভিযোগ, 'বাবা আমাকে ভালোবাসে না।'

ছোট্ট পড়ুয়ার মুখে এই অভিযোগ শুনে তখন শিক্ষকের চোখও ছলছল। তিনি যোগাযোগ করেন ওই পরিবারের সঙ্গে। ছাত্রের পড়াশোনায় যাতে কোনওরকম বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য তৎপর হন তিনি। বাবাকে নিয়ে বিস্তর অভিযোগ কেন? ওই ছাত্রের পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, ১৩ বছর আগে তার বাবা-মায়ের বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীতে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ছাত্রটির মা বলেছেন, 'ওর বাবা চাইত না ছেলে পড়াশোনা করুক। সবসময় বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। নানা কারণে আমাদের মারধর করত। সহ্য করতে না পেরে কয়েকমাস হল বাপের বাড়িতে থাকছি। ছেলে মনে খুবই আঘাত পেয়েছে।'

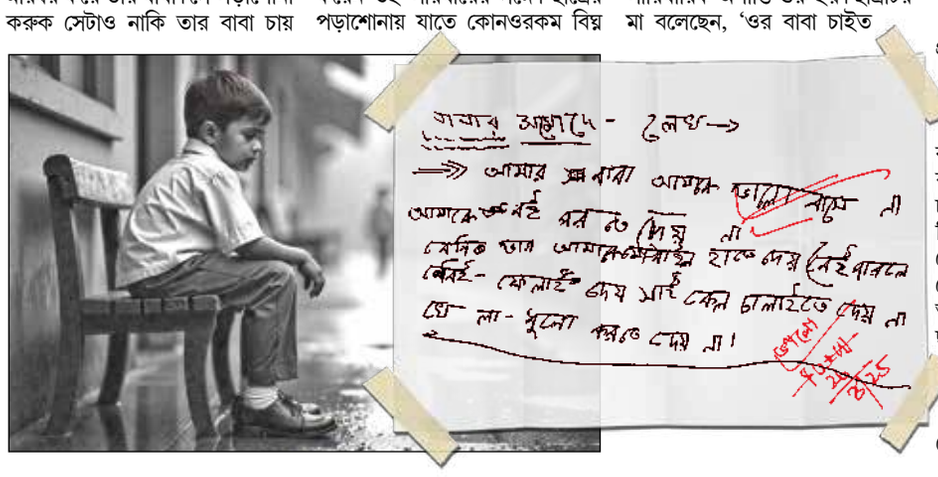

কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ওই চড়কেরকুঠি জিপি স্কুল। শংকর স্যারের দেওয়া সেই হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে অন্য পড়ুয়ারা অনেক কথাই লিখেছে। কেউ লিখেছে, তার বাবা তাকে অনেক ভালোবাসে, চকোলেট কিনে দেয়। আবার কেউ লিখে এনেছে, তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের খাতা দেখতে গিয়ে শংকরের হঠাৎ চোখ আটকে যায় বছর দশেকের ওই ছাত্রের খাতায়।

শংকর বললেন, 'এরকম লেখা দেখে ওর সঙ্গে কথা বলি। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কেঁদে ফেলে।

এরপর দশের পাতায়

এইমস নিয়ে সরব সাংসদ রাজু

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : ভোট আসলেই উত্তরবঙ্গের জন্য এইমসের দাবি ওঠে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বৃহস্পতিবার সংসদে দাঁড়িয়ে ফের একবার শিলিগুড়িতে এইমস তৈরির দাবিতে সরব হলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। কেন শিলিগুড়িতে এইমসের প্রয়োজন সে বিষয়ে রাজুর যুক্তি, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষ শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করেই দিন গুজরান করেন। বিভিন্ন দরকারে উত্তরবঙ্গবাসী শিলিগুড়িতে আসেন। তাছাড়া শিলিগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। সেই কারণে শিলিগুড়িতে এইমস তৈরি হলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষের চিকিৎসা পেতে সুবিধা হবে। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, সিকিম ও লোয়ার অসমের রোগীরাও উপকৃত হবেন।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

চর্চায় বোম্বে গ্রুপের রক্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : পজিটিভ, নেগেটিভের বাইরে 'বোম্বে গ্রুপ' নামে রক্তের আলাদা ভাগ যে রয়েছে, তা হয়তো অনেকের কাছেই অজানা। উত্তরবঙ্গের তিন বাসিন্দার চিকিৎসা চলাকালীন তাঁদের শরীরে বিরল বোম্বে গ্রুপের রক্ত মেলায় এ বিষয়ে জোর চর্চা শুরু হয়।

তাঁদের চিকিৎসায় মুম্বই থেকে বোম্বে গ্রুপের তিন ইউনিট রক্ত বিমানে করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে নিয়ে আসতে হয়। বিরল বোম্বে গ্রুপের রক্ত এই অঞ্চলের ঠিক কত মানুষের শরীরে রয়েছে, তার কোনও তথ্যভাণ্ডার না থাকা নিয়ে তারপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বোম্বে গ্রুপের রক্তের জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

ব্লাড ব্যাংকের ডিরেক্টর ডাঃ মৃদুময় দাসের কথায়, 'দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক রক্তের নমুনা নিয়ে কাজ করলেও বোম্বে গ্রুপের রক্ত আমি পাইনি। যে তিনজনের শরীরে এই রক্ত মিলেছে তাঁদের নাম, ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য আমরা নিয়ে রাখছি। পাশাপাশি এই গ্রুপের রক্ত কাদের শরীরে রয়েছে এবং তা কীভাবে জানা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।' কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে বিরল গ্রুপের রক্ত নির্ণয় করা যে কঠিন, তা মানছেন মৃদুময়। তাঁর সংযোজন, 'এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এমন রক্ত থাকতে পারে, তার ধারণা আমাদের কাছে ছিল না। এমন রক্তের প্রয়োজন হলে কীভাবে তা জোগাড় করা যাবে, তা নিয়েও কথা হচ্ছে।'

প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের শরীরে এই রক্ত পাওয়া যেতে পারে। এমনিতেই সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলি রক্তসংকটে ভুগছে। পজিটিভ গ্রুপের রক্ত মিললেও সেখানে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত মেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু সংস্থা নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপের রক্ত নিয়ে কাজ করে।

মুম্বই থেকে বোম্বে গ্রুপের রক্ত নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পম্পা সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'যে মানুষদের শরীর বোম্বে গ্রুপের রক্ত মিলেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই চা বাগানের বাসিন্দা। কয়েকজন আদিবাসী জনজাতির মানুষও রয়েছেন। চা বাগানের সিংহভাগ মানুষই তাঁদের ব্লাড গ্রুপ জানেন না। সেক্ষেত্রে এই এলাকায় রক্তের নমুনা যাচাইয়ের শিবির চালালে বিরল প্রজাতির রক্তের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

উত্তরবঙ্গে কতজনের শরীরে বোম্বে গ্রুপের রক্ত আছে, সেই তথ্য নেই সরকারের কাছে। ওই বিরল গ্রুপের রক্তের জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার চিন্তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের।

বোম্বে গ্রুপের রক্ত কী

বোম্বে ব্লাড গ্রুপ বা এইচএইচ রক্তের গ্রুপ হল একটি বিরল রক্তের গ্রুপ, যেখানে এইচ অ্যান্টিজেনের অভাব থাকে। যা সাধারণত এ, বি এবং ও রক্তের গ্রুপ তৈরিতে সাহায্য করে।

আবিষ্কার

১৯৫২ সালে মুম্বইয়ে (তৎকালীন বোম্বে) ডাঃ ওয়াইএম ভেন্ডে এই রক্তের গ্রুপটি প্রথম শনাক্ত করেন।

টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ই্টি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী নং. ১

টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ই্টি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী নং. ১।

এখন এইরকম পড়তে হবেঃ টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টার পরিবর্তে ১০-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়।

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমার জমির ডিড বুক নং. I 1156 তাং. 04-02-1999, মৌজা - খাপাইডাঙ্গা, থানা - পুন্ডিবাড়ি, জেলা - কোচবিহার, নাম ভুল থাকায় গত 17-03-2025, সদর কোচবিহার, J.M., 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি NAJRUL ISLAM এবং NAJRUL HOQUE এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর খাপাইডাঙ্গা, থানা - পুন্ডিবাড়ি, জেলা - কোচবিহার। (C/114664)

•

আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আমার ও আমার স্বামীর পদবি Poddar থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 24/03/25 এফিডেভিট বলে Nabanita Podder স্বামী Madan Mohan Podder হলাম। ওয়ার্ড নং-৬, দিনহাটা। (S/M)

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস সংখ্যা. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৪-পার্ট-II। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ২৭ টি স্টেশনের ৩৭ টি ইউনিটে "ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট যোজনা"র অধীনে অংশগ্রহণের হেতু স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীর সাথে লেনদেন করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (এসএইচজিএস), সমাজের অনুন্নত এবং দুর্বল শ্রেণী আদি থেকে নির্ধারিত ফর্ম্যাট এবং সিলবন্ধ প্যাকেটে (সিঙ্গল) আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। সিলবন্ধ লেফাফাটি (ইওআই) জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হলফনামা

আমি শ্রী অমিত ধনটিয়া, পিতা : শ্রী মোহন লাল আগরওয়াল, সোনা হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পোঃ শালুগাড়া, থানা : ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। ডাউয়াগুড়ি মৌজায় I-1442/19 নং দলিল মূলে সুব্রত পালের নিকট হইতে 579 ও 581 নং দাগের মধ্যগত 19 decimal জমি 06/05/2014 ইং তারিখে বুক IV-72/2014 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে লেলন রানী পাল ও কাঞ্চনর রানী পালের নিকট হইতে ক্রয় করিয়েছি এবং MN/0801/5344/2025 mutation case মূলে কোচবিহার-১ নং B.L.&L.R.O Office-এ রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়েছি, এই বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে কোচবিহর ১ নং B.L.&L.R.O Office-এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

বিনীত, অমিত ধনটিয়া

মাবনি ভারতীয় পটসন নিগম লিমিটেড

JCI

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
The Jute Corporation Of India Limited
(A government of India enterprise)
Patsan Bhavan, 3rd and 4th Floor, Block-CF, Action Area - 1, New Town, Kolkata - 700156
Web: www.jutecorp.in | E-Commerce: www.jciecommerce.in

বিজ্ঞপ্তি

পাট বা তন্তুজাতীয় সুতির কাপড়ের সরবরাহ

জেসিআই বিভিন্ন পাট উৎপাদক/সরবরাহকারীদের ৩৭৮০০ রৈখিক মিটারের পাট বা তন্তুজাতীয় সুতির কাপড় যেটি রঙিন স্তরিত অথবা রঙিন স্তরিতবিহীন অথবা উভয়ের সম্মিলিত প্রকার জেসিআই-এর ক্ষেত্রে সরবরাহের জন্য টেন্ডার গ্রহণের জন্য আহ্বানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। ইচ্ছুক উৎপাদক/সরবরাহকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এই টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত প্রকারের বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য জেসিআই-এর ওয়েবসাইট www.jutecorp.in-এ পরিদর্শন করার জন্য।
সমস্ত আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁদের টেন্ডারের প্রতিলিপিগুলি সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি স্পিড পোস্টের মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেডের মুখ্য কার্যালয়ের টেন্ডার বাক্সে সরাসরি জমা দিতে পারবেন, যেটির ঠিকানাঃ- পাটশান ভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক সিএফ, অ্যাকশন এরিয়া-১, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬। যে কোনও রকমের নথিপত্র অনলাইনে জমা প্রাপ্ত করাকে কোনওপ্রকারে পোষণ করা হবে না।

CBC 41122/12/0056/2425

ট্র্যাকে হাতি বাঁচানোয় সেঞ্চুরি রেলের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : এক বছরে একশোটির বেশি হাতির প্রাণ বাঁচানোর পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। রেলকর্মীদের তৎপরতায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১০১টি হাতিকে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচানো গিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রেল-হাতি সংঘাত এড়িয়ে চারটি হাতিকে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে। বিশেষ করে রেল ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি জানতে পেরে ট্রেন থামিয়ে হাতিকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে রেলের দাবি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেন, 'লোকো পাইলট ও রেলকর্মীদের তৎপরতার ফলেই হাতিদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে জঙ্গল রুটে রেল ও হাতির সংঘাত এড়াতে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম সংক্ষেপে আইডিএস প্রযুক্তি সহ নানা উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য।'

রাজাভাতখাওয়া-আলিপুরদুয়ার জংশন ও কালচিনির মধ্যে প্রায় ১১ বার হাতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। একইরকমভাবে সেবক-গুলমা ও বাগরাকোটের মধ্যে প্রায় ১৭ বার হাতি দুর্ঘটনার সম্ভবনা ছিল। তবে লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটের তৎপরতার ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

রেল সূত্রে খবর, গত বছর মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাতির রেল ট্র্যাক পারাপারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মে মাসে মোট তিনবার হাতির পাল রেল ট্র্যাক পারাপার করেছে। ওই ঘটনাগুলিতে ১২টি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে। জুন মাসে হাতির পালের রেল ট্র্যাক পারাপারের সাতটি ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনাগুলিতে নয়টি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে। একইভাবে জুলাই মাসে চারটি পারাপারের ঘটনায় শাবক সহ দশটি হাতিকে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে। অগাস্ট মাসে প্রায় ২১টি হাতিকে দুর্ঘটনার আগেই রক্ষা করা গিয়েছে। রেলের সঙ্গে ছ'বার হাতির সংঘাত এড়ানো গিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। ওই মাসে ১৮টি হাতি সুরক্ষিতভাবে রেল ট্র্যাক পারাপার করেছে। নভেম্বর মাসে আমন ধান পাকার সময় ছয়টি ঘটনায় সাতটি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে বলে রেলকর্তারা জানিয়েছেন।

ডুয়ার্সের রেলের ট্র্যাকের ওপর দিয়েই একাধিক হাতির করিডর রয়েছে। রেল ট্র্যাক পারাপারের সময় হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষের উদাহরণ রয়েছে অনেক। ২০২৩ সালে রাজাভাতখাওয়া এসকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় রেল ট্র্যাক পার করতে গিয়ে তিনটি হাতির মৃত্যু হয়। তারপরই রেল এমন সংঘাত এড়াতে বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা জারি করে। নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় লোকো পাইলটদের। হাতির আচার-আচরণ বুঝতে লোকো পাইলটদের বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। আইডিএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। সেইসবের সুফল হিসেবেই হাতির পাল সুরক্ষিতভাবে রেললাইন পারাপার করতে পেরেছে।

ছবি : এআই

পরিসংখ্যান

- ২০২৪ সালে ১০১টি হাতিকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানো গিয়েছে
- মে থেকে সেপ্টেম্বরে হাতির রেল ট্র্যাক পারাপারের সংখ্যা সর্বাধিক
- অগাস্টে ২১টি হাতিকে দুর্ঘটনার আগেই রক্ষা করা গিয়েছে
- ছয়টি ঘটনায় সাতটি হাতির সঙ্গে সংঘাত এড়ানো গিয়েছে নভেম্বরে

সুকান্ত ঘনিষ্ঠের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন পদ্ম শিবিরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ মার্চ : নিজের ও স্ত্রীর নামে প্রায় দুই বিঘে চাষের জমি এবং বালুরঘাট শহরে একটি ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব অজয়কান্তি সরকার। মূলত, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই জমিগুলির তথ্য দিয়ে হিন্দু সংহতির রাজ্য নেতা শান্তনু সিনহা এক পোস্ট করার পর থেকেই এনিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামতে হয়েছে সুকান্তকে।

সুকান্ত ঘনিষ্ঠ অজয়ের সম্পত্তির নথি সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু সংহতির নেতা দেওয়ায় হাতে যেন অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এনিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সাংবাদিক বৈঠক করার কথা জানালেও পারিবারিক কারণে তিনি তা বাতিল করেন।

তবে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'অন্যদের চোর চোর বলে চিৎকার করা বিজেপি নেতাদেরই এখন নিজেদেরই চোর সাজতে হচ্ছে। ওদের লোকই তো প্রশ্ন তুলেছে। সুকান্তবাবুর উচিত তাঁর ঘনিষ্ঠর কাছে এত সম্পত্তি কোথা থেকে এল, তার প্রকৃত তদন্ত দাবি করা।'

প্রসঙ্গত, একসময়ের গাড়ি ব্যবসায়ী অজয়কান্তি সরকার ২০১৯ সাল থেকেই সুকান্তের প্রথমে আপ্তসহায়ক ও বর্তমানে মন্ত্রীর সরকারি অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব। আপাতত তাঁর বেতন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। এই অজয়ের বিরুদ্ধে চাষের জমি কেনা নিয়েই অভিযোগ তুলেছেন হিন্দু সংহতির নেতা শান্তনু সিনহা। তিনি এ বিষয়ে ফেসবুকে একাধিক জমির দলিল প্রকাশ করেছেন। দলিলে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরমানাথ মৌজায় অজয়ের নামে ১ একর ১৫ শতক জমি ও ওই বছরই পাশের মৌজায় তাঁর স্ত্রীর নামেও আরও ১২ শতক জমি কেনা হয়েছে।

অজয়কান্তি কিছু বলতে চাননি। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, গ্রামের ভেতরে চাষের জমিগুলি অত্যন্ত কম দামে কিনেছিলেন। তবে এনিয়ে ব্যাট করতে নেমেছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আপ্ত সহায়ক হওয়ার আগে অজয়ের গাড়ির ব্যবসা ছিল। ওই টাকাতেই গ্রামে চাষের জমি কিনেছে। স্টেট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি ফ্ল্যাটও কিনেছে। আসলে ওর মাধ্যমে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার জংশনে ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পাজু-১২। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম. নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	ধূপগুড়ির পিএফ নম্বর ১-এ পে এন্ড ইউজ টয়লেট।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **বিবরণঃ** দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি- পার্কিং-পিআরএনএ-; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘন্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বাগডোগরা
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৩৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফোর্বসগঞ্জ
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এসএম-এমএক্স-১৪২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	সামসি
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	মালদা কোর্ট
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	পূর্ণিয়া
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)	নিউ জলপাইগুড়ি
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-পিসিসিভি-১৪৫-২৫-১ (পার্কিং-যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)	পূর্ণিয়া

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, ১০.০০ সুদ আসল, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ ছোট বউ, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ দেবতা, ১.০০ মাস্টারমশাই

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অনুসন্ধান, বিকেল ৪.২৫ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.২০ হাবজি গাবজি, রাত ৯.৫০ বরবাদ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.৩০ আশা ও ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ প্রতিশোধ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দি বলাকা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী, রাত ৯.০০ লভ ম্যারেজ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লাল পাহাড়ি

জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৬ খাকি, বিকেল ৪.৪৬ সাহো, রাত ৮.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ১০.৫২ ব্লক

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩৬ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.২৭ জিগর, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, রাত ১০.১৪ মিশন রানিগঞ্জ : দ্য গ্রেট ভারত রেসকিউ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৩ বদলা, ২.১৪ মিশন মজনু, বিকেল ৪.২৬ খুবসুরত, সন্ধে ৬.৪০ হাফ গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ অ্যাটাক, ১০.৫৯ জওয়ানি জানেমন

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৩০ চিল্লড় পার্টি, বিকেল ৪.০০ গুড্ডু রঙ্গিলা, সন্ধে ৬.১৫ কলংক, রাত ৯.০০ বরফি

রমেডি নাউ : দুপুর ২.৫০ মন্টে কার্লো, বিকেল ৪.৪০ ড্যাডি কে ক্যাম্প, সন্ধে ৭.৩৫ মিউন, রাত ৯.০০ ডেক দ্য হলস, ১০.৩০ ম্যানহাটন

স্নেহের প্রতিদান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কলংক সন্ধে ৬.১৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

মিউন সন্ধে ৭.৩৫ রমেডি নাউ

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস রাত ৮.৫৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা উত্তরের প্রশান্তর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : জেদ ও অধ্যবসায় থাকলে কোনও প্রতিবন্ধকতাই যে বাধা হয়ে উঠতে পারে না, তা প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ির এক তরুণ। কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তেলিপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত হালদারের একমাত্র নেশা হল দৌড়ানো। ২০ বছরের ওই তরুণ মূক ও বধির। তবে তিনি সেই বাধাকে তেমন আমল দিতে রাজি নন। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স অ্যান্ড সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ অফ দ্য ডেফ-এর সিনিয়ার বিভাগে ১০ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি সোনা জিতেছেন। কেরলের তিরুবনন্তপুরম চন্দ্রশেখর নায়ার স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় প্রশান্ত বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

প্রতিযোগিতার জন্য প্রশান্ত প্রথমে জলপাইগুড়িতে ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ৫ হাজার ও ১০ হাজার মিটার দৌড় বিভাগের জন্য রাজ্য দলে মনোনীত হন।

প্রশান্ত হালদার

প্রশান্তর বাবা সুশীল হালদার পেশায় কৃষক। একান্নবর্তী পরিবারে তিনি অতিকষ্টে সংসার চালান। ছেলের জয়ের খবর পেয়েও সুশীলের গলায় এদিন আক্ষেপের সুর ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে জাতীয় স্তরে সোনা পেয়েছে বলে আমি খুব খুশি। কিন্তু ছেলেকে কখনও প্রয়োজনীয় কিছুই কিনে দিতে পারি না। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় প্রথম সিমেস্টারের পর আর পড়াতেও পারিনি। শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই প্রশান্তর এই জয়।'

সেইসঙ্গে সুশীল মেনে নিয়েছেন ছেলের এই সাফল্যের পিছনে তাঁর প্রশিক্ষক রূপন দেবনাথের অনুপ্রেরণা ও ভূমিকা অনেকখানি। কৃতজ্ঞতার সুরে সুশীল জানান, জাতীয় স্তরে খেলার ক্ষেত্রে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা ও কামাখ্যাগুড়ি ওসি প্রদীপ মণ্ডল প্রশান্তকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া সরকারি সাহায্য পেলে ছেলে আগামীদিনে আরও উন্নতি করবে বলেই তাঁর মত।

গত প্রায় তিন বছর ধরে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম সেরা দৌড়বিদ রূপনের কাছে প্রশান্ত বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রূপনের কথায়, 'নিজের অধ্যবসায়েই প্রশান্তকে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সে আগামীদিনে আরও সাফল্য পাক, সেটাই চাই।' অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসিও এদিন প্রশান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রশান্তর মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় এলাকার ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা সবসময় তাঁর পাশে থাকব।'

কর্মখালি

B.Tech/ Diploma in civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email :raiganjoffice309@gmail.com M-115323

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। দিনটি খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কাটবে। বৃষ : কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের পরিকল্পনা। মিথুন : বেহিসাবি খরচে সমস্যায় পড়তে পারেন। চোখের রোগে ভোগান্তি। কর্কট : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। নিজের ভুলে কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সিংহ : আপনার সরল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে ঠকাতে পারে। ভাইয়ের কৃতিত্বে আনন্দ। কন্যা : নিজের বুদ্ধির বলে কঠিন কাজের সমাধান করে ফেলতে পারবেন। লটারিতে অর্থযোগের সম্ভাবনা। তুলা : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। অনেক টাকা ঋণ করতে হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাবার চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। ধনু : সামান্য পেয়ে খুশি থাকাই ভালো। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। মকর : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। শরীর নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : নতুন কোনও সম্পর্কে যেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে পারেন। মীন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ চৈত্র ১৪৩১, ৭ চৈত্র, ২৮ মার্চ, ২০২৫, ১৪ চ'ত, সংবৎ ১৪ চৈত্র বদি, ২৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৪৭। শুক্রবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।১। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৩৮। শুক্রযোগ রাত্রি ২।০। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৫৮ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৭।১ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৩।৫৬ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৩৮ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৩৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে রাত্রি ৭।১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৪১ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

4 STATES
45 STORES

PREMIUM
MENSWEAR

SINCE 1989

Zedd®

STUDIO

Mega Fashion Festival

সম্পূর্ন নতুন শোরুম নিয়ে
এখন দিনহাটা-তে

*শর্ত প্রযোজ্য

₹২৪৯৯ এর উপরে কেনাকাটা করলে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার!

শার্ট | টি-শার্ট | জিন্স | ট্রাউজার | স্যুট | ব্লেজার | কুর্তা | এক্সেসরিজ

উত্তর বাংলায় আমাদের শোরুমগুলির ঠিকানা: **আলিপুরদুয়ার** (মারোয়াড়ি পট্টি, ☎ 9641959183) • **বালুরঘাট** (লেনিন সরণি, ☎ 8250372326) • **চাঁচল** (গ্রামপঞ্চায়েতের বিপরীতে, ☎ 9563830613) • **কোচবিহার** (রুপ নারায়ন রোড, ☎ 9434483972) • **দিনহাটা** (রংপুররোড, ☎ 7550873144) • **গঙ্গারামপুর** (তপন রোড, ☎ 8918728148) • **জলপাইগুড়ি** (দিনবাজার, ☎ 7718500713) • **মালদা** (নেতাজি মোড়, ☎ 8515874493) • **রায়গঞ্জ** (উকিলপাড়া, ☎ 8250145850) • **শিলিগুড়ি** (বিধান রোড, ☎ 9641046066) • **তপন** (মোহন টকিজ সিনেমা হলের নিকটে, ☎ 9832754769)

SCAN TO FIND STORES

FOR FRANCHISE ENQUIRY, VISIT: ZEDDSTUDIO.IN/FRANCHISE OR CALL — +918825176620

info@zeddstudio.in | www.zeddstudio.in | /zeddstudio.in

টুকরো খবর

প্রস্তুতি

ফালাকাটা ও পলাশবাড়ি, ২৭ মার্চ : রামনবমী উপলক্ষ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও বিজেপি নেতা-কর্মীদের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এজন্য একাধিক রাস্তাঘাটে বানানো হচ্ছে তোরণ। রামনবমী উদযাপন কমিটির সহ সভাপতি দীপক তরফদার জানান, বৃহস্পতিবার ফালাকাটার শিশাগোড়ে একটি বিশাল বড় তোরণ তৈরি করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় পলাশবাড়ির পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুলের মাঠে প্রস্তুতি সভা করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা, প্রতিনিধি উত্তম সরকার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক

কালচিনি, ২৭ মার্চ : শান্তিপূর্ণভাবে ইদ পালনের লক্ষ্যে কালচিনি থানার পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার দশটি মসজিদের ইমাম, মৌলবি ও মসজিদ কমিটির সদস্যদের বৈঠক হল। কালচিনি থানায় ওই বৈঠক হয়। থানার ওসি গৌরব হাঁসদা বলেন, 'ওপার বাংলায় অশান্তির ঢেউ যাতে এখানে না আছড়ে পড়ে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সভা

সোনাপুর, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূলের সংগঠনিক সভা হয় পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলে। এদিন ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। প্রতি অঞ্চলের নেতাদের ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা তৃণমূলের দুই সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ কর ও মনোরঞ্জন দে।

সাহায্য

পলাশবাড়ি, ২৭ মার্চ : এক সপ্তাহ আগে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারপাতলাখাওয়ার কালীচরণ মুন্ডার বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। বৃহস্পতিবার জলদাপাড়ার শালকুমার সাউথ যৌথ বন পরিচালন কমিটির প্রতিনিধি সুবল বর্মন, তসবির আহমেদ ওই বাড়িতে আসেন। তাঁরা অসহায় কালীচরণ মুন্ডাকে চাল, ডাল সহ অন্য খাদ্যসামগ্রী দান করেন।

থানার দ্বারস্থ

বারবিশা, ২৭ মার্চ : রায়ডাক নদীতে যাতে বালি-পাথর খনন না করা হয়, সেই আবেদন নিয়ে বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম থানার দ্বারস্থ হন কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চ্যাংমারির নদীভাঙন কবলিত এলাকার মহিলারা। আইসিকে না পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে সমস্যার কথা জানান। অভিযোগ, গ্রাম ঘেঁষে রায়ডাক নদীর পশ্চিম পাড়ে বালি-পাথর খনন এবং পরিবহণ বন্ধ থাকলেও নদীর পূর্বদিকে তা অবাধে চলছেই।

বস্তায় ভরে শ্রমিক দিয়ে মহাসড়কের ধারে নিয়ে আসা হচ্ছে আলু। ফালাকাটার রাইচেঙ্গায়।

ফসল পরিবহণে বাড়তি খরচ

মহাসড়কে 'উঠতে' সমস্যায় চাষিরা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৭ মার্চ : ভালো আলু ফলেছে। দাম খুব খারাপ নয়। তবে একটু বেশি লাভের আশায় জল ঢেলেছে নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। ওই পথে মাটি ফেলানো সহ অন্যান্য কাজের ফলে চাষের জমিতে ট্র্যাক্টর-ট্রলি নামাতে পারছেন না চাষিরা। বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত শ্রমিক দিয়ে জমি থেকে মহাসড়ক পর্যন্ত ফসল বয়ে আনতে হচ্ছে। এক বিঘা জমির আলু নিয়ে আসতে বাড়তি খরচ হচ্ছে চার হাজার টাকা। যদিও সড়ক কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে এই সমস্যা থাকবে না।

মহাসড়কের এই এলাকার সাইট ম্যানেজার বিজয় গুপ্তার বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট নকশা মেনেই রাস্তার কাজ এগোচ্ছে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুটা অসুবিধা হবেই। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে কোনও সমস্যা থাকবে না।'

রাইচেঙ্গার বাসিন্দা মতিলাল বিশ্বাস এবার আলুর চাষ করেছেন। তাঁর চাষের জমি মহাসড়ক থেকে কয়েকশো মিটার দূরে। অন্য বছরগুলিতে ট্র্যাক্টর-ট্রলি বা ছোট চারচাকার গাড়ি তাঁর জমি পর্যন্ত চলে যেত। কিন্তু এবার মহাসড়ক জমি থেকে অনেকটাই উঁচু হয়েছে। ফলে কোনও গাড়ি সরাসরি আর জমিতে নামতে পারছে না। মতিলালদের মতো অনেক চাষিকেই বাড়তি খরচ করে আলু নিয়ে আসতে হচ্ছে। আশা থাকলেও একটু বেশি অর্থ তাঁদের হাতে আসছে না।

ফালাকাটা থেকে সলসলাবাড়ি পর্যন্ত নির্মীয়মাণ মহাসড়কের ৪১ কিমি রাস্তার দু'পাশেই চাষের জমি। ওই এলাকায় প্রধান অর্থকরী ফসল আলু। কয়েকদিন ধরে আলু তোলার কাজ চলছে। চাষিদের কেউ আলু বিক্রি করছেন, কেউ আবার হিমঘরে রাখছেন। সবক্ষেত্রেই আলু পরিবহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে নির্মীয়মাণ মহাসড়ক। চাষের জমিতে নামতে না পারা তো বটেই পাশাপাশি লিংক রোডগুলিও অনেক জায়গায় অবরুদ্ধ।

চাষিরা জানিয়েছেন, এবার বিঘা প্রতি আলু চাষে খরচ হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। গড়ে বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ ৪০ কুইন্টাল। যে দাম চলছে তাতে এক বিঘা আলু বিক্রি করে ৩৬ হাজার টাকা পাচ্ছেন চাষিরা। কিন্তু মহাসড়কের ধারের চাষিদের ক্ষেত্রে লাভের ছয় হাজার টাকার অনেকটাই আলু পরিবহণে বাড়তি খরচ হচ্ছে। মতিলাল বলেন, 'দশজন শ্রমিক লেগেছে এক বিঘা জমির আলু বস্তায় ভরে রাস্তায় আনতে। একজন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা হিসেবে আমার বাড়তি খরচের পরিমাণ চার হাজার টাকা।'

আগে এই বাড়তি খরচ হত না বলে জানালেন রাইচেঙ্গার আরেক চাষি রবীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, 'এখন বাড়তি খরচ না করলে আলু জমি থেকে নিয়ে আসা যাচ্ছে না।' সাইনবোর্ড এলাকার বাসিন্দা সহদেব বিশ্বাস মহাসড়কের দু'পাশে সার্ভিস রোড তৈরির দাবি তুলেছেন। এতে ফসল সহ অন্য পণ্য লোডিং-আনলোডিংয়ে সুবিধা হবে। তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজ শেষ হোক চাইছেন সকলেই।

ভোগান্তি

- বিঘা প্রতি আলু বিক্রি করে আয় ৩৬ হাজার টাকা
- ফসল ফলাতে মোট খরচ প্রায় ৩০ হাজার টাকা
- কিন্তু মহাসড়কে কাজ চলায় জমিতে গাড়ি নামানো যাচ্ছে না
- ১ বিঘা জমির আলু তুলতে বাড়তি খরচ চার হাজার টাকা

সুমনের কথায় হস্তক্ষেপ করলেন মন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : বিধানসভায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের বেহাল অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরতেই ডায়ালিসিস ইউনিটের কাজ দ্রুত শেষ করতে হস্তক্ষেপ করলেন মন্ত্রী পুলক মিত্র। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন। তারপরেই পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। বাজেট অধিবেশন শেষে বিধায়ক ডায়ালিসিস ইউনিট দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে দেখাও করেন।

জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন জানিয়েছেন, মন্ত্রী প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তিন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের দ্রুত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি নিজে এই জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। প্রতিনিয়ত ডায়ালিসিস মেশিনের বিষয়ে সাধারণ মানুষ খোঁজ নিতে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ১০টি নতুন ডায়ালিসিস মেশিন এলেও বিভিন্ন দপ্তর নিজেদের কাজ সময়মতো শেষ করতে না পারায় সেগুলো এখনও বসানো সম্ভব হয়নি। আমি বিধানসভায় বিষয়টি তুলে ধরতেই মন্ত্রী সরাসরি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল জানিয়েছেন, ডায়ালিসিস ইউনিটের সমস্ত মেশিনপত্র তৈরি রয়েছে। জল, বিদ্যুৎ এবং বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁরা ওই ইউনিট চালু করে দিতে পারবেন। তাঁর কথায়, 'নতুন দশটি মেশিন বসানো হয়ে গেলে জেলায় ১৫টি নতুন মেশিন থাকবে। তখন আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের পাঁচটি মেশিনের মধ্যে তিনটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। জেলা হাসপাতালে দ্রুত এই সমস্যা মিটলে রোগীদের সমস্যা আরও অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছেন সকলে।

জেলা পরিষদ অফিসে ল্যাব

নির্মাণে অনিয়ম রুখবে যন্ত্র

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : ঠিকাদারদের দুর্নীতি রুখতে এবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদে বসেছে অত্যাধুনিক মানের যন্ত্রাংশ। ঠিকাদারদের নিম্নমানের কাজ হাতেনাতে ধরতে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ অফিসেই তৈরি হয়েছে একটি আধুনিকমানের ল্যাবরেটরি। সেই ল্যাবেই রাস্তা কিংবা কংক্রিটের কোনও নির্মাণ, সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করে এনে পরীক্ষা করতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে দুর্নীতির সমস্ত ছবি।

গত সপ্তাহেই আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়ায় জেলা পরিষদ নতুন অফিসের ল্যাবরেটরিতে এসে পৌঁছে গিয়েছে অত্যাধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে যেমন রয়েছে মোল্ড টেস্টিং মেশিন, তেমনি রয়েছে বিটুমেন এক্সট্রাকটর, ডাকটিলিটি মেশিন, টোটাল স্যাম্পেল মেশিন।

এই মোল্ড টেস্টিং মেশিনে কংক্রিটের কাজে শিডিউল অনুযায়ী বালি, পাথর এবং সিমেন্টের সমপরিমাণ মিশ্রণের বিষয়টি ধরা পড়বে। বালি, সিমেন্ট ও পাথরের গুণগতমান ঠিক আছে কি না, তাও ধরা পড়বে ওই মেশিনে।

ধরা যাক, একটি সেতু নির্মাণে জেলা পরিষদ টেন্ডার দিয়েছে। অথচ সেই কাজে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠে এসেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সেই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হবে জেলা পরিষদের ল্যাবে। সেখানে থাকা উন্নতমানের মেশিন থেকেই প্রমাণিত হবে কাজের গুণগতমান ঠিক আছে কি না। শুধু তাই নয়, ওই ল্যাবে পরীক্ষা করে এটাও জানা যাবে যে সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করা পাথর, বালির গুণগতমান কেমন।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, 'ঠিকাদারদের দুর্নীতি রুখতে এবং স্বচ্ছভাবে কাজ করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। আমাদের ল্যাবে আরও বেশ কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হবে। ঠিকাদারকে বাগে আনতেই আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কংক্রিটের কাজের দুর্নীতি রুখতে মোল্ড টেস্টিং মেশিন রয়েছে। তাছাড়া রাস্তার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আনা হয়েছে বিটুমেন এক্সট্রাকটর। এই মেশিনে রাস্তার কাজে ব্যবহার করা পিচের নমুনা দিলেই কত পরিমাণ পিচ ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রমাণ মিলবে।

এছাড়াও জেলা পরিষদের এই ল্যাবে বসানো হচ্ছে ডাকটিলিটি মেশিন। ওই মেশিনের সাহায্যে রাস্তার কাজে ব্যবহার হওয়া পিচের গুণগতমান মুহূর্তেই ধরা পড়বে। জানা গিয়েছে, সেতু তৈরির কাজেও জেলা পরিষদ ভবনে আনা হচ্ছে টোটাল চেকিং মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে নদীবাঁধের কাজ, নদীর নাব্যতা, সেতুর কাজের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের টেকনিকাল ইঞ্জিনিয়ার অর্ঘ্য সেনগুপ্ত বলেন, 'আমাদের ওই ল্যাব থেকেই ঠিকাদারদের কাজের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। কোথাও কোনও অভিযোগ এলে আমরা নমুনা সংগ্রহ করে এনে ল্যাবে পরীক্ষা করে গোটা বিষয়টি জানতে পারব। এতে কাজ স্বচ্ছভাবে তো হবেই, তাছাড়া কেউ নির্মাণকাজে দুর্নীতি করলে খুব সহজেই সেসব ধরা পড়বে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের অফিসে এসেছে যন্ত্রপাতি।

কী কী এল

- মোল্ড টেস্টিং মেশিন
- বিটুমেন এক্সট্রাকটর
- ডাকটিলিটি মেশিন
- টোটাল স্যাম্পেল মেশিন

ভিজুয়াল আর্ট প্রশিক্ষণ

বীরপাড়া, ২৭ মার্চ : ছবি কথা বলে! তবে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা জীবনযাত্রা তুলে ধরাই নয়, ছবি দিতে পারে সমাজসচেতনতার বার্তাও। সভ্যতার বিকাশে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি জায়গা, একটি সম্প্রদায়, একটি গোষ্ঠীর কী অবদান তাও নীরবে তুলে ধরা যেতে পারে ছবির মাধ্যমেই। অঙ্কনে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাই সমাজসচেতনতার বার্তা দিতে বুধবার থেকে বীরপাড়ার 'পথের সাথী' ভবনে শুরু হয়েছে তিনদিনের কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির। বিভিন্ন এলাকার চিত্র বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ৪০ জন শিক্ষার্থীকে।

নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত এআই ইনস্টিটিউট এবং ডুয়ার্স ত্রিবেণি কলাদর্শন নামে একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ডিজাইনিং এবং ভিজুয়াল আর্টের শিবিরটিতে আবেশবিভোর মিত্র, শিলাদিত্য বসাক, হেমরাজ বিশ্বকর্মারা ভিজুয়াল আর্ট এবং ডিজাইনিংয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। চিত্রাঙ্কনের বিষয় ডুয়ার্স। আবেশবিভোরের বক্তব্য, পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজকে উপস্থাপিত করে চিত্র। সমাজকে উপস্থাপনার মাধ্যমেই বর্তমান প্রজন্মকে সমাজসচেতন করে তোলা সম্ভব। সমাজসচেতনতার প্রচার ছবি আঁকার মাধ্যমে হলে তা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

ছোট্ট তারা

আট বছরের ভাষ্যজ্যোতি বর্মন বারবিশা ওপেন ট্রুথ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকায় এই খুদে সবার নজর কেড়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি এক নম্বর অঞ্চলের মধ্য নারারথলি থেকে সঞ্জয় রাভা নামে এক ২২ বছরের তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার শোয়ার ঘর থেকে সকালবেলা তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানায় কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ।

পিএফ-পেনশনের সমস্যা মেটাতে শিবির

জয়গাঁ, ২৭ মার্চ : চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন পাওয়ার পদ্ধতিতে জটিলতা আটকাতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হল। বৃহস্পতিবার জয়গাঁ সংলগ্ন বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠনের তরফে এই শিবির হয়। প্রভিডেন্ট ফান্ড সংগঠনের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ অফিসার এলকে মারান্ডি সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মারান্ডি বলেছেন, 'আমরা চাই শ্রমিকরা তাঁদের সমস্যা নিয়ে সরাসরি আমাদের কাছে আসুক। দালালদের ফাঁদে যেন কেউ না পড়েন।' প্রতি মাসের ২৭ তারিখে বিভিন্ন চা বাগানে এই শিবির আয়োজন করা হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিএফ বা পেনশনের টাকা পেতে গিয়ে চা বাগানের শ্রমিকরা দালালদের ফাঁদে পড়েন। পিএফ অফিসার নিজেই এদিন স্বীকার করে নেন যে চা শ্রমিকরা অনেক সময় দালালদের ফাঁদে পড়ে যান। কেন? কারণ, পিএফ অফিস জলপাইগুড়িতে হওয়ায় বিভিন্ন বাগান থেকে সেটি অনেক দূরে। শ্রমিকরা অনেকেই নিরক্ষর। ফলে দালালদের পক্ষে তাঁদের বোঝানো অনেক সহজ।

এদিনের শিবিরে দলসিংপাড়া ছাড়াও আশপাশের ভার্নোবাড়ি, তোর্ষা সহ বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা আসেন। কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা শিবিরে ছিলেন।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

শামুকতলা, ২৭ মার্চ : স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই মহিলাকে বিয়ে করার কথা বলে আরও তিন বন্ধুর সহযোগিতায় একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মোট চারজনের নামে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বক্সিরহাট এলাকার ওই মহিলা। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, বক্সিরহাট থানা এলাকার এক মহিলা শামুকতলা থানায় চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই মহিলা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ব্যক্তি দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছেন। বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় তার তিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একটি রিসর্টে নিয়ে যায় এবং বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে তাকে একটি ঘরে রাখা হয়। এরপর তিন বন্ধুর সহযোগিতায় ওই ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। এই কথা যাতে কাউকে না বলা হয় তার জন্য তাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সাহায্যে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

হাতি মেরে সাথি।। *জলদাপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাদক কারবারের মূল মাথার খোঁজ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : মাঝেরডাবরিতে মাদক কারবার যেন থামার নামই নিচ্ছে না। মাদক কারবারের পান্ডা হিসেবে পরিচিত মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু রায় ধরা পড়েছে। কিন্তু তারপরেও এলাকায় মাদক কারবারে ভাটা পড়েনি। এই ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে পুলিশের। মাঝেরডাবরিতে মাদক কারবারের পিছনে আরও বড় কোনও মাথা রয়েছে কি না, উঠে আসছে এই তত্ত্বও।

বিষ্ণুর গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ পরেও উত্তর মাঝেরডাবরির একাধিক জায়গায় মাদকের ঠেক বসার অভিযোগ সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে দুটি ঠেক ভাঙতে অভিযানও চালিয়েছে পুলিশ। সেই তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারির পরেও মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি রোড এলাকায় প্রায় ১০ কেজি গাঁজা ও জাল টাকা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। ধৃতদের ফোন থেকে একাধিক নম্বর যাচাই করছে পুলিশ। সেই ফোন নম্বরের সূত্র ধরেই তদন্ত এগোচ্ছে। মনে করা হয়েছিল এই কারবার নিয়ন্ত্রণ করে বিষ্ণুই। কিন্তু তার গ্রেপ্তারির পরে এখন সেখানে মাদকের কারবার কে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার খোঁজ করছে পুলিশ। বিষ্ণু ছাড়াও এর পিছনে শাসকদলের বড় মাথারা যুক্ত রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। ধৃত বিষ্ণুকে মাদক কারবারে আর্থিক সহযোগিতা করত শাসকদলের প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা। আবার সেই নেতার সঙ্গে জেলা স্তরের প্রভাবশালী অন্য নেতাদেরও যোগাযোগ রয়েছে বলে খবর। ফলে বিষ্ণুর গ্রেপ্তারের পরেও মাঝেরডাবরি সহ আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় মাদকের একাধিক ঠেকের খোঁজ মিলেছে।

এবিষয়ে শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'মাদক কারবার নিয়ে আমাদের তদন্ত চলছে। নতুন করে কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি।' মাদক কারবারে বিষ্ণুর সঙ্গে শাসকদলের অনেক রাঘববোয়াল যুক্ত রয়েছে তা একরকম স্পষ্ট। তবে পুলিশের কর্তারা এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

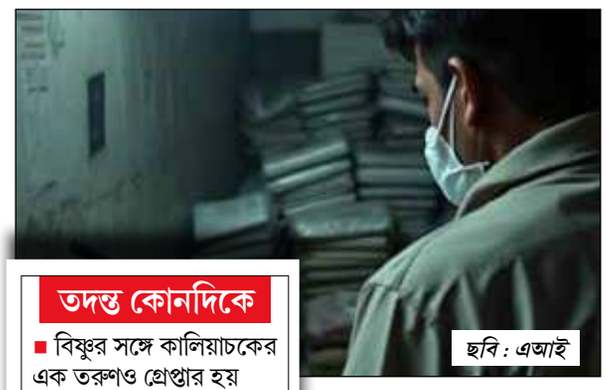

ছবি : এআই

তদন্ত কোনদিকে

- বিষ্ণুর সঙ্গে কালিয়াচকের এক তরুণও গ্রেপ্তার হয়
- ওই তরুণ মাঝেরডাবরিতে এক সপ্তাহে দু'বার আসত
- বিষ্ণুর গ্রেপ্তারের পরে মাঝেরডাবরিতে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা ও জাল নোট সহ ধরা পড়ে তিনজন
- তাদের ফোন থেকে একাধিক নম্বর যাচাই করছে পুলিশ

ব্যাট-বল হাতে মাঠে নামলেন ডাক্তাররা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : সারাবছর সাধারণ মানুষের পরিষেবায় ব্যস্ত থাকেন ডাক্তাররা। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁদের দেখা গেল ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন রূপে। কামাখ্যাগুড়ি গজেন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুলের মাঠে ক্রিকেটে মেতে উঠলেন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রথম কামাখ্যাগুড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হল। মোট সাতটি দল খেলবে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার সিএমওএইচ অফিস, কুমারগ্রাম বিএমওএইচ অফিস, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক বিএমওএইচ অফিস, আলিপুরদুয়ার-১ বিএমওএইচ অফিস ও কালচিনি বিএমওএইচ অফিস। ২৭, ২৯, ৩০ মার্চ ও ১ এপ্রিল পর্যন্ত ম্যাচ চলবে।

প্রথম দিন পরপর তিনটে ম্যাচ হয়। আলিপুরদুয়ার সিএমওএইচ বনাম কালচিনি বিএমওএইচ, যেখানে কালচিনি জেতে। দ্বিতীয় কালচিনি বিএমওএইচ বনাম আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের খেলায় কালচিনিই জেতে। এদিন শেষ খেলা হয় জেলা হাসপাতাল বনাম সিএমওএইচ, যেখানে জেতে জেলা হাসপাতাল।

বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিলেন কালচিনির বিএমওএইচ ডাঃ শ্রীকান্ত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'গত বছর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজিত হচ্ছে। ছাত্রজীবনে কিছুটা সময় বের করতে পারতাম খেলার জন্য। তারপর আর হয়ে ওঠেনি। তবে গত বছর থেকে এই আয়োজন হচ্ছে। ভালো উদ্যোগ।'

কুমারগ্রামের বিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য গায়েন অবশ্য এদিন না খেললেও মাঠে নেমে সবকিছুর তদারকি করেন। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে দেখা যায় তাঁকে। শনিবার তিনি খেলতে নামবেন, তাই একরকম অনুশীলনও সেরে ফেলেন মাঠে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেই ম্যাচ দেখতে আসেন অনেকে। তাঁদের মধ্যেই একজন কামাখ্যাগুড়ির শিক্ষক অমিত সাহা। বলেন, 'চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্রিকেট খেলা দেখে খুব ভালো লেগেছে। আগামীদিনে যুবসমাজ এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠমুখী হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মানবেন্দ্র কুণ্ডু আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের হয়ে মাঠে নামেন। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে পরিষেবা দিয়ে থাকি। ছুটির দিন খুবই কম। তাই এমন একটা আয়োজন সত্যি পুরোনো দিনগুলিকে যেন চোখের সামনে নিয়ে আসে।' আলিপুরদুয়ার সিএমওএইচ অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফিসার অশ্বিনীকুমার শা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আলিপুরদুয়ার সিএমওএইচ অফিসের অধিনায়ক ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট এপিডিমিওলজিস্ট প্রশান্ত চক্রবর্তী। ২৯ রান করার পাশাপাশি বিরোধী দলের ২ উইকেট তুলে নেন তিনি।

ম্যাচ চলাকালীন কুমারগ্রামের বিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য গায়েন মাঠেই ছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমরা এই খেলার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে খেলার মাঠে আসার জন্য আহ্বান জানাই। নিজেকে ভালো রাখা অত্যন্ত জরুরি। দরকারি খেলাধুলোও। এই খেলার মাধ্যমে জেলাজুড়ে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চাইছি।'

> চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্রিকেট খেলা দেখে খুব ভালো লেগেছে। আগামীদিনে যুবসমাজ এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠমুখী হবে।
>
> **অমিত সাহা** *স্থানীয় বাসিন্দা*

কামাখ্যাগুড়ি গজেন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুলের মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

পুনর্বাসন নিয়ে জটিলতা

পলাশবাড়িতে জায়গা নিয়ে সমস্যায় ক্লাব-ব্যবসায়ীরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ মার্চ : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কারণে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন নিয়ে জটিলতা যেন কাটছেই না। এতদিন ঠিক ছিল যে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলনকারী বিভিন্ন এলাকার ১২৯ জন ব্যবসায়ীকে পলাশবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সম্প্রতি সেখানে একটি নীচু জায়গা ভরাটের কাজও শুরু হয়। কিন্তু এখন নিজ নিজ এলাকাতেই ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হতে পারে। কারণ, পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি আরও দুটি ক্লাবকে জায়গা দিতে হবে। এ নিয়ে বাকি ব্যবসায়ীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তবে যেখানেই হোক, পুনর্বাসন দিতে হবে বলেই ব্যবসায়ীদের দাবি। বৃহস্পতিবার গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র দ্বারস্থ হন তাঁরা।

কয়েক বছর ধরে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্বে শালকুমার মোড়, কদমতলা, পলাশবাড়ি, নিউ পলাশবাড়ি, পুঁটিমারি মোড় ও মেজবিলের ব্যবসায়ীরা পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন করছেন। মহাসড়কের কাজ চলায় প্রশাসন কয়েকটি দোকানঘর ভেঙেছে। আবার অনেক ব্যবসায়ী নিজে থেকেই দোকান ভেঙে ফেলেছেন। কিন্তু দাবি থেকে সরেননি তাঁরা। সম্প্রতি পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে জেলা পরিষদের এক নীচু জায়গায় মাটি ফেলে ভরাট করা শুরু হয়। প্রথমে ঠিক ছিল সেখানেই সব এলাকার ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মনোরঞ্জন দে। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

জানা গেল, পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডেই ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ৮৫। আবার এখানে রয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও উদয়ন সংঘ। ব্যবসায়ী ও ক্লাব দুটিকে জেলা পরিষদের জায়গায় পুনর্বাসন দিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু অন্য এলাকার ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে জায়গার সংকট হতে পারে। সেজন্য নিজ নিজ এলাকাতেই বাকি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভাবছে প্রশাসন।

মহাসড়ক জট

- পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডেই ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ৮৫
- সেখানেই ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও উদয়ন সংঘ
- ব্যবসায়ী ও ক্লাব দুটিকে জেলা পরিষদের জায়গায় পুনর্বাসন দিতে অসুবিধা না হলেও বাকিদের হতে পারে জায়গা সংকট
- নিজ নিজ এলাকাতেই বাকি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভাবছে প্রশাসন

বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'ব্যবসায়ীরা আমার কাছে এসেছিলেন। পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী ও দুটি ক্লাবকে তো সেখানেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তবে বাকি ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওই সব এলাকায় জেলা পরিষদের জমি নেই। তাই বিষয়টি ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে।'

নিজ নিজ এলাকায় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারও সহমত। তাঁর কথায়, 'অন্য এলাকার ব্যবসায়ী পলাশবাড়িতে জায়গা পেলেও নিজ এলাকার মতো ব্যবসা তো এখানে নাও হতে পারে। তাই নিজ নিজ এলাকায় ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হলে ভালোই হবে। কিন্তু আন্দোলনকারী প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দিতেই হবে।'

একই দাবিতে অনড় বাকিরা। বরং তাঁরা পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়েছেন। কয়েকদিন আগেই পুঁটিমারি মোড়ের ব্যবসায়ী ভবতোষচন্দ্র বর্মন নিজের দোকানঘর ভেঙে ফেলেন। এখন তিনি দোকান করতে পারছেন না। ভবতোষ বলেন, 'যেখানেই হোক, পুনর্বাসন দিতেই হবে। কারণ, দোকানঘর ভেঙেছি। এখন তো ব্যবসাই বন্ধ।' শালকুমার মোড়ে পানের দোকান ভাঙা পড়ে অভিজিৎ রায়ের। তিনিও দ্রুত পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি তোলেন।

সূর্য ডোবার বেলায়, ঘুড়ি ওড়ায় ওরা।। *পশ্চিম জিতপুরে প্রসেনজিৎ দেবের ক্যামেরায়। বৃহস্পতিবার।*

পরপর গোরু চুরিতে উদ্বেগ

শামুকতলা, ২৭ মার্চ : বুধবার গভীর রাতে কীর্তনের আসর থেকে ফিরেছিলেন শামুকতলা থানায় দক্ষিণ ডালকার গ্রামের হাবলু সরকার। ভালো করে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে যান তিনি। সকালে উঠে দেখেন গোয়ালের দরজা হাঁ করে খোলা। একটি গাভি এবং দুটি বাছুর উধাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসে প্রতিবেশী সন্দীপ চৌধুরীর বাড়ি থেকেও একটি লাল রঙের গাভি দড়ি কেটে চুরি হয়ে গিয়েছে। এছাড়া যোগেন মাহাতো নামে আরেক কৃষকের দুটি হালের গোরু চুরি হয়ে গিয়েছে। একরাতে পরপর এভাবে গোরু চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই গ্রামে।

যে বাড়িগুলি থেকে চুরি হয়েছে, সেগুলো ৩১সি জাতীয় সড়ক লাগোয়া। পুলিশের অনুমান, জাতীয় সড়কে গাড়ি রেখে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা গোয়াল থেকে চুপিসারে গোরু নিয়ে এসে সেই গাড়িতে তুলে চম্পট দিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, গত প্রায় নয় মাস ধরে এলাকায় কোনও গোরু চুরির ঘটনা ঘটেনি। ফের এমন ঘটনায় আবার উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেছেন, 'বুধবার রাতে একাধিক গোরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনটি বাড়ি থেকে মোট ছয়টি গোরু চুরি হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি। দুষ্কৃতীদের ধরার সব রকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গোরুগুলি যাতে উদ্ধার করা যায় সে ব্যাপারেও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।'

এদিকে, গোরু হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন মালিকরা। হাবলু সরকার বলেন, 'গোরুর দুধ বিক্রি করে আমাদের উপার্জন হয়। এবার কী হবে?'

২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক বীরপাড়ায়

বীরপাড়া, ২৭ মার্চ : বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধের দাবিতে আগামী ৯ এপ্রিল ২৪ ঘণ্টার জন্য বীরপাড়ায় বনধ ডাকল 'ভয়েস অফ বীরপাড়া'। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই অরাজনৈতিক সংগঠনটির কার্যনির্বাহী কমিটি একটি বৈঠক করে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি চতুর পানোয়ার বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালন করব। কাউকে জোর করার কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ডলোমাইট দূষণ থেকে মুক্তির স্বার্থে বীরপাড়ার প্রতিটি মানুষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধে শামিল হবেন বলেই আমরা আশাবাদী।'

ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং জন্য বীরপাড়ায় দূষণের পাশাপাশি ডলোমাইটবোঝাই ট্রাক, ডাম্পারগুলির কারণে যানজট ও দুর্ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। যদিও গত বছর নভেম্বর থেকে বীরপাড়ায় দিনে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ। কিন্তু ডলোমাইটবোঝাই গাড়ি রাতে চলাচল করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন,

প্রসঙ্গ ডলোমাইট

বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারণে কোনও দূষণ নেই। এছাড়া এবিষয়ে রেলের কাছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্রও রয়েছে বলে তিনি জানান।

একথার পর এলাকাবাসীরা ধরেই নেন, রেলমন্ত্রকের তরফে ডলোমাইটের কারবার বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনাই নেই। বরং সম্প্রতি নাংডালা রোডে ডলোমাইট ডাম্পিং গ্রাউন্ড পর্যন্ত এবং বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোডে রেলের জমির সীমানা পর্যন্ত ডিভাইডার বসিয়ে রাস্তাগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ডলোমাইটবোঝাই ডাম্পার চলাচলের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতেই রেল ওই পদক্ষেপ করেছে। এরপরই এলাকার ভুক্তভোগীরা ভয়েস অফ বীরপাড়ার সাহায্যে তাঁদের প্রতিবাদ জোরালো করেন। সেই কারণেই এদিন বনধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ২০ মার্চ সংগঠনটি সাধারণ মানুষকে নিয়ে একটি প্রকাশ্য বৈঠক করে। সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শান্তজ্যোতি বসু বলেন, 'সাধারণ মানুষ বনধকে হাতিয়ার করে রেলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন।'

এর আগেও একই দাবিতে ওই সংগঠনের উদ্যোগে গত বছর ৬ অগাস্ট একটি মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২১ অগাস্ট দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। তাঁর সঙ্গে ২৩ অগাস্ট আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম এবং ৩০ অগাস্ট জেলা শাসককে এবিষয়ে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। গত ৯ নভেম্বর ১২ ঘণ্টার বীরপাড়া বনধের ডাক দেওয়া হলেও ১৩ তারিখ মাদারিহাট বিধানসভায় উপনির্বাচন থাকায় তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ, স্বস্তি চা বাগানে

জটেশ্বর, ২৭ মার্চ : কাকভোরে চা বাগানে ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় চিতাবাঘটি ধরা পড়ায় এখন কিছুটা স্বস্তিতে চা বাগানের শ্রমিকরা। তবে এখনও কয়েকটি চিতাবাঘ দলগাঁও চা বাগানে রয়েছে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

সপ্তাহ তিনেক আগে দলগাঁও চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হামলার শিকার হন দুই চা শ্রমিক। অবশ্য বরাতজোরে দুজনেই প্রাণে বেঁচে যান। তারপরই চিতাবাঘ ধরতে দলগাঁও চা বাগানের শাল লাইন সংলগ্ন এলাকায় খাঁচা পাতে বন দপ্তর। দিন কয়েক অপেক্ষার পর বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। চা বাগান থেকে চিতাবাঘটি ধরা পড়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তির হাওয়া চা মহল্লায়। চিতাবাঘকে খাঁচায় বন্দি করা হয়েছে খবর ছড়িয়ে পড়তেই খাঁচার সামনে ভিড় জমায় আট থেকে আশি সকলেই। খবর পাওয়ার পরেই চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বন দপ্তরের কর্মীরা।

বীরপাড়া-ফালাকাটা জাতীয় সড়কটি দলগাঁও ও তাসাটি চা বাগানের বুক চিরে বীরপাড়া পৌঁছেছে। চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই চার কিলোমিটার রাস্তাটি যেমন চা গাছ ঘেরা, তেমনই চা বাগানের পেছনে উঁকি দেয় দলগাঁও জঙ্গল। চা বাগান বন্যপ্রাণীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল হলেও দলগাঁও জঙ্গলই প্রধান আশ্রয়ের জায়গা। সেখান থেকে গত দুই বছর ধরে চিতাবাঘ বের হয়ে একের পর এক হামলা চালিয়েছে। এমনকি চিতাবাঘের হামলায় চা বাগানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। আবারও সেইসব এলাকায় চিতাবাঘের হামলা শুরু হওয়ায় আতঙ্ক গ্রাস করে চা শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর পেয়ে কিছুটা আতঙ্ক কাটল বলে জানান এলাকার বাসিন্দা বন্দনা কুজুর, সরিতা খালকোরা।

দলগাঁও চা বাগান এলাকার বাসিন্দা শুভ্রা চক্রবর্তী বলেন, 'দলগাঁও চা বাগানে একটি নয়, এখনও একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে। আমরা মনে আতঙ্ক নিয়ে চলাচল করি। তবে একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ায় আমরা খুশি।'

জীবন এক্কা নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'দলগাঁও চা বাগানে বেশ কয়েকটি বড় চিতাবাঘ দেখা যায়। সন্ধ্যা হলেই পাড়া-মহল্লার পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফলে আতঙ্কে থাকি।' এবিষয়ে দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'একটা চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করা হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষা করে তাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

হাতির তাণ্ডবে নষ্ট ফসল

শামুকতলা, ২৭ মার্চ : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ছিপরা জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ মহাকালগুড়ি গ্রামে তিনটি বুনো হাতি তাণ্ডব চালাল। বৃহস্পতিবার রাতে ওই হাতির দলটি সুখেন গোস্বামী, স্বপন গোস্বামী, জগদীশ দেবনাথ, দুলাল গোস্বামী, সঞ্জয় শর্মাদের পাঁচ বিঘা ভুট্টাখেত নষ্ট করে। খবর পেয়ে দক্ষিণ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা হাতির দলটিকে জঙ্গলমুখো করতে সমর্থ হন। রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা যাতে ক্ষতিপূরণ পান সে ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

মাঝেরডাবরি চা বাগানে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের পড়ুয়ারা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চা বাগানের কাজ শিখছেন ছাত্রীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : ডুয়ার্সের অর্থনীতি চা বাগানের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। চা বাগানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জেলাবাসীর একটা বড় অংশ যুক্ত রয়েছে। বিশেষ করে নার্সারি থেকে শুরু করে চা পাতা তোলা, তা কারখানায় নিয়ে যাওয়া, তারপর প্যাকেটজাত করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন পড়ে। এবার মাঝেরডাবরি চা বাগানে গিয়ে খুঁটিনাটি কাজ হাতেকলমে শিখলেন আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। প্রথম ধাপে দশজন পড়ুয়া চা বাগানের কাজকর্ম সরেজমিনে দেখছেন। প্রায় সাতদিন ধরে নির্দিষ্ট সময় মেনে কর্মীদের সঙ্গে চা বাগানের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কীভাবে কাজকর্ম হয় সেসব খুঁটিনাটির নোটও রাখছেন।

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় বলেন, 'চা বাগানের কাজ হাতেকলমে শিখতে ধাপে ধাপে পড়ুয়াদের পাঠানো হবে। এছাড়াও বিউটি পার্লার, কম্পিউটার সেন্টার সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়েও হাতেকলমে কাজ শিখবে ছাত্রীরা।'

হঠাৎ কেন এই উদ্যোগ? কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন শিক্ষানীতিতে এই হাতেকলমে শিক্ষার নির্দেশ রয়েছে। ফোর্থ সিমেস্টারের মধ্যে যে কোনও বিষয়ে প্রায় ৩০ ঘণ্টার হাতেকলমে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেকথা মাথায় রেখে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ কর্তৃপক্ষ চা বাগান সহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ধরে দশজন করে ছাত্রী কখনও চা বাগান, কখনও বিউটি পার্লার, কম্পিউটার সেন্টার সহ বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, কাজ শিখছেন। কাজ করছেনও।

> চা বাগানের কাজ হাতেকলমে শিখতে ধাপে ধাপে পড়ুয়াদের পাঠানো হবে। এছাড়াও বিউটি পার্লার, কম্পিউটার সেন্টার সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়েও হাতেকলমে কাজ শিখবে ছাত্রীরা।
>
> **অমিতাভ রায়**, প্রিন্সিপাল
> আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে চতুর্থ সিমেস্টারে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রী রয়েছে। একসঙ্গে এত ছাত্রীর হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুশকিল। তাই ভাগে ভাগে পাঠানো হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার মাঝেরডাবরি চা বাগানে গিয়ে দেখা যায় চতুর্থ সিমেস্টারের পাপড়ি সাহা, স্নিগ্ধা দাস, অঙ্কিতা ঘোষ, দীপা বর্মন, বণালি রায়, দীপশিখা দাস, বৃষ্টি রায়, গার্গী ধর, দেবী দাস, কোয়েল বর্মনরা কাজ করছিলেন। ছাত্রীদের দেখভালের জন্য একজন শিক্ষিকাও রয়েছেন সঙ্গে। চা চারা রোপণের জন্য কীরকম মাটি প্রয়োজন, কীরকম আবহাওয়ায় গাছের বাড়বৃদ্ধি ভালো হয়, বিভিন্ন মরশুমে চা চাষে কতটা জল লাগে, কতটা দূরত্বে চা চারা রোপণ করা হয় বা কোন পদ্ধতিতে চা পাতা তুললে গুণমান বজায় থাকে, সেসবই শিখছেন তাঁরা।

ওই চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়রাম রায় জানান, ছাত্রীদের চা বাগানের সব রকমের কাজকর্ম হাতেকলমে শেখানো হচ্ছে। কয়েক ধাপে ছাত্রীরা অংশ নেবেন। এব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে।

গাছ কাটা নিয়ে তর্জায় ঘাসফুল-পদ্ম

পলাশবাড়ি, ২৭ মার্চ : বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য জলদাপাড়া বনাঞ্চলের তিনটি গাছ কেটেছেন। বন দপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। তা নিয়েই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়ে গেল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল, পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নিজের এলাকায় ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে জঙ্গলের গাছ কেটেছেন। বন দপ্তর একদম উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্যদিকে, যৌথ বন পরিচালন কমিটির প্রসঙ্গে পালটা শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের কথায়, 'ওই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত। তাই ওদের পঞ্চায়েত সদস্য জোরপূর্বক এই কাজ করেছেন। জঙ্গলের গাছ কাটার বিষয়টি দণ্ডনীয় অপরাধ। বন দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। আগামীতে বিষয়টি নিয়ে ওই এলাকায় দলের তরফে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারও করা হবে।' যদিও বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা বলেন, 'বিষয়টি এখনও জানি না। ওই পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা বলব।' তৃণমূলের দাবি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এখানে রাজনীতি করার কিছু নেই। বন সংলগ্ন গ্রামে যৌথ বন পরিচালন কমিটির নির্বাচন তৃণমূলই করতে দেয় না। শাসকদলের মদতে যৌথ বন পরিচালন কমিটিগুলি পরিচালিত হয়।'

এদিকে, ওই পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূল এখানে জোর করে রাজনীতি করতে চাইছে। আমি জঙ্গলের গাছ কাটিনি। সীমানার এক পাশের জমি আমারই। সেখানকার গাছই কেটেছি।' ২০১১ থেকে ক্ষমতায় থাকলেও কখনও এই গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে জিতে দখল করতে পারেনি তৃণমূল। তাই বিজেপির কোনও দুর্বলতা পেলেই সেটাকে ইস্যু করে স্থানীয় স্তরে প্রচারের কৌশল নিয়েছে শাসকদল। তবে এই বিষয়টি প্রচারে কতটা গ্রহণযোগ্য হয় সেটাই এখন দেখার।

আবগারি দপ্তরের অভিযানে বাজেয়াপ্ত বিলিত মদ ও বিয়ার। বৃহস্পতিবার।

লাখ দুয়েকের ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত

বারবিশা, ২৭ মার্চ : ইন্দো-ভুটান সীমান্তের কালিখোলা লাগোয়া ধুমপাড়ার জঙ্গলকে করিডর করে ভুটানি মদ পাচারের কারবার দীর্ঘদিন ধরে চলছে। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিলিতি মদ পাচারের এই অবৈধ কারবার রুখতে তৎপর আবগারি দপ্তর এবং সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানরা। এদিকে, প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে ঘনঘন বক্সার জঙ্গলের রুট পালটে ফেলে মদের কারবারিরা। বৃহস্পতিবারও চেনা রুটের বাইরে গিয়ে ভুটানি মদ এবং বিয়ার পাচারের ছক কষেছিল তারা। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। গোপনে খবর পৌঁছে যায় আবগারি দপ্তরের কুমারগ্রাম সার্কেল অফিসে। সেইমতো কাকভোরে নিউল্যান্ডস চা বাগানের নির্জনপথে ঘাপটি মেরে বসেন আবগারি দপ্তরের কর্মী এবং নিউল্যান্ডস ক্যাম্পের এসএসবি জওয়ানরা। যৌথ অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য মেলে। ৩টি মোটরবাইক সহ ১৯ লিটার ভুটানি হুইস্কি এবং ৭১ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য কম করেও ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩০০ টাকা। পাশাপাশি এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে আবগারি দপ্তর।

ধৃত মোহন লামা কুমারগ্রাম বনবস্তির বাসিন্দা। সে কয়েকজন শাগরেদকে নিয়ে এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিলিতি মদের চোরাকারবার চালাচ্ছিল। এরাজ্যে ভুটানি মদ এবং বিয়ার আমদানি করার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়। সবকিছু শুনে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, পলাতক দুই পাচারকারীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে আবগারি দপ্তর।

আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং বলেন, 'মদ পাচার রুখতে এমন অভিযান লাগাতার চলবে।'

জেলাজুড়ে বারুণী স্নানের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৭ মার্চ : আর কয়েকদিন পরই অষ্টমী স্নান। প্রতি বছর আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় মহাধুমধামের সঙ্গে এই স্নানের আয়োজন করা হয়। তবে তার আগে বৃহস্পতিবার জেলার বিভিন্ন এলাকায় বারুণী স্নানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্নানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে বিভিন্ন নদীতে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্নানের সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছিল মেলারও।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দক্ষিণ কামসিং পূর্বপাড়ায় যেমন প্রতি বছরের মতো এবারও বারুণী স্নান ও মেলার আয়োজন করা হয় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে। ভোর থেকেই সেখানকার কুমাই নদীতে স্নান করার হিড়িক দেখা যায়। এছাড়া দক্ষিণ কামসিং, উত্তর কামসিং, পাঁচকোলগুড়ি গ্রামের অনেকেই নদীতে স্নান করেন। স্নান শেষে নদীর পাশেই গঙ্গা মন্দিরে পুজো দিতেও দেখা যায় গ্রামবাসীদের। পুজোর আয়োজকদের মধ্যে নিমাই রায় বলেন, 'গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় মেলার আয়োজন করা হয়। এটা অনেক পুরোনো রীতি। সেই রীতি মেনেই এই পুজোর আয়োজন করা হয়। এই তিথিতে স্নান করলে পুণ্যলাভ হয়, এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে।' এদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের পাশে যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার আবার ওখানেই হবে বিচিত্রানুষ্ঠান। গ্রামে মেলা বসেছে ওই বারুণী স্নান ঘিরে। অন্যদিকে, ব্লকের তপসিখাতা এলাকায় কালজানি নদীতে বারুণী স্নানের আয়োজন করা হয়। তপসিখাতা, পাটকাপাড়া গ্রামের অনেকেই সকালে নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন।

বারুণী স্নানের হিড়িক কুমাই নদীতে।

এছাড়াও প্রতিবছরের মতো এবারেও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পূর্ব চেপানি গ্রামে ১ নম্বর রায়ডাক নদীর পাড়ে স্নানের মেলা বসেছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পুণ্যস্নান করতে প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে আসেন। ২০০৫ সালে মেলা শুরু করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আশিসচন্দ্র দাম। গত কয়েক বছর ধরে ওই এলাকার বাসিন্দা মদন দাস, বাবলু দে, ফণী রায়দের মতো তরুণরা এই মেলা আয়োজন করে আসছেন। এছাড়া শামুকতলা থানার দক্ষিণ মহাকালগুড়ি গ্রামে ধারসি নদীর পাড়ে বারুণী স্নানের একদিনের মেলা হয়েছে।

আবার অসম-বাংলা সীমানা ঘেঁষা পাকরিগুড়ি নামাপাড়ায় বারুণী স্নান মেলা উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। সংকোশ নদীতে পুণ্যস্নান সেরে গঙ্গাপুজো দেন ভক্তরা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষিতিন বিশ্বাস জানান, মিলন সংঘের পরিচালনায় এই মেলা এবারে ৩২ বছরে পড়ল। বিকেল হতেই উৎসাহী মানুষের ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে ওঠে। মেলায় উভয় রাজ্যের সীমানা ঘেঁষা গ্রামের মানুষের ঢল নামে। ভালো ব্যবসা হওয়ায় রকামারি পসরা সাজিয়ে বসা দোকানিরা বেজায় খুশি। মেলার নিরাপত্তায় স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা ডলি কেওরা - কে 29.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 37D 64962 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যেহেতু আমার সমস্ত বোঝা সরে গেছে আমি স্বস্তির এক অনুভূতি পাচ্ছি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কারণে। আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ চৈত্র ১৪৩১

পদ্মাপাড়ে গণতন্ত্র

সংবিধানে যাই থাকুক, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। শেখ হাসিনার দীর্ঘ দেড় দশকের শাসনে প্রশ্নটা আরও তীব্র হয়। ভোট, সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকলেও গণতন্ত্রের মূল শর্তগুলি লঙ্ঘিত হচ্ছিল। পদদলিত হচ্ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক তৎপরতার পরিসর। নানা কায়দায়, হয় সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ অথবা ভয় বা লোভ দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বশে রাখার প্রয়াস ছিল সর্বাত্মক। হাসিনা সরকারের পতনেও সেই পরিস্থিতি আমূল বদলায়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশ বেশ কয়েকবার সেনা শাসনের আওতাতেও ছিল। আবার নির্বাচিত সরকার যে দলেরই থাকুক না কেন, একনায়কতন্ত্রের ছোঁয়া অনুভব করা গিয়েছে বারবার। ফলে সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের শর্ত ও মূল স্তম্ভগুলি বাংলাদেশে কখনও ঠিকঠাক বিকশিত হতে পারেনি। শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক থাকায়, রাজনৈতিক দলগুলির সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা তৈরিতে খামতি থেকে গিয়েছে। যার প্রভাব জনসাধারণের একাংশের মধ্যেও প্রকট ছিল।

রাতারাতি এই ঝোঁকের মূল উৎপাটন সহজ নয়। গণতন্ত্রের যেখানে যথোপযুক্ত অনুশীলন হয়নি, সেখানে মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদির নিশ্চয়তা আশা করা যায় না। গতবছরের জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা বৈষম্য বিরোধিতার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিরোধিতা যদি শুধু শিক্ষা বা কর্মসংস্থানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আটকে থাকে, তবে মূল বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নতুন বাংলাদেশ গঠনের ডাক দিলেই হবে না, নতুন অ্যাজেন্ডাগুলি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

দেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস কিছু আশার বাণী শুনিয়েছেন। দাবি করেছেন, যে নির্বাচন তিনি করাতে চান, তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক অবাধ ও সুষ্ঠু। কিন্তু তাঁর সরকারের সমর্থক ও নিয়ন্ত্রক দলের ভাবনায় অবাধ গণতান্ত্রিক পরিসরের ভাবনাটিই নেই। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার দাবি সে কারণেই।

অথচ আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ দল নয়। যে যুক্তিতে দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে, সেই একই যুক্তি বিএনপি সম্পর্কেও তোলা উচিত। কেননা, খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে বিএনপি'র শাসনেও গণতান্ত্রিক পরিসর মারাত্মকভাবে সংকুচিত করা হয়েছিল। বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতায় আওয়ামি লিগ ও বিএনপি'র চরিত্রে মূলগত ফারাক করা যায় না। দুই দলের শাসনে সেটা প্রমাণিত হয়েছে বারবার।

সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতাকে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে একসারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মূল জায়গায় আঘাত করছে। এতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, মুজিবুর রহমানের অবদান ইত্যাদির শিকড় ধরে টান দেওয়া হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে দাবি তোলার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা স্পষ্ট। ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সে দেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৈরি তথ্যচিত্রে মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করা হয়নি।

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযোদ্ধার তকমা কেড়ে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক বলার মধ্যে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করার মনোভাব বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণেও মুজিবুরের নাম উচ্চারণ করেননি ইউনূস। মুজিবুরের শাসনকাল বা গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তাতে অন্যায় নেই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকাকে অস্বীকার করার অর্থ দেশের ইতিহাসকেই বিকৃত করা।

বিএনপি অবশ্য অন্তত স্বাধীনতার মূল ইতিহাসে অনড় থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু অন্য দলগুলির বেশ কয়েকটি স্বাধীনতার শিকড় ধরে নাড়ানাড়ি করছে। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার মানসিকতা একেবারেই গণতন্ত্র সম্মত নয়। বরং আওয়ামি লিগকে মুছে ফেলতে হলে তা ভোটের মাধ্যমে করা উচিত। সেই ভার কোনও রাজনৈতিক দলের হতে পারে না। দায়িত্বটা জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাতে বরং রক্ষা পাবে গণতন্ত্র।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

বাঙালি মুসলিম কন্যার ইদের ভাবনা

ইদের আনন্দ সবার, তবে পরিশ্রমের সিংহভাগ মেয়েদের। পারিবারিক পরিচয়ের আড়ালেই আজও আছেন মেয়েরা।

রুবাইয়া জুঁই

অরিন্দম বাগ

ইদ একেকজনের কাছে একেকরকম, অনেকটা জীবনকে দেখার মতোই। সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে যে লাল-কালো ঢেউ খেলানো ফ্রকটা বাবা নিয়ে এসেছিল, সেই ফ্রকের নাম দিয়েছিলাম 'ইদ ফ্রক'। কারণ ঠিক ইদের আগের দিনই অচেনা অতিথির মতো সেটি হাজির হয়েছিল আমাদের বাড়ি। ওই ইদ ফ্রক পরে একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা মেয়ে বাবার আঙুল ধরে ইদের মাঠে যায়।

তখনও এত জাঁকজমক কিংবা এত বৈরিতা কিছুই ছোঁয়নি সমাজকে। সাদামাঠা একটা ভাঙাচোরা বাঁশের বেড়ার মসজিদ। ঘাসের উপর বড় একটা ত্রিপল পাতা। সামনে সুবিস্তৃত মাঠ। সবুজ ঘাসের ওপর মানুষের নিত্যযাতায়াতের ছাপ। ইদ এলেই নীল, লাল, কমলা, সাদা, সবুজ সব রঙের ছোট ছোট কাগজের নকশায় সেজে ওঠে ইদগাহ, মসজিদের সামনের সেই প্রাচীন মাঠ।

ইদের মাঠে প্রতিবছর জিলিপির দোকান দিতেন নিমাই কাকা, ঠিক তার পাশেই মোতালেব চাচা আর শিবেন দাদুর পাঁপড়-চপ-সিঙ্গাড়ার দোকান। সেসব ঠোঙায় ভরে রওনা দিতাম বাড়ির পথে। ফিরতি পথে শত্রু-মিত্র সকলের সঙ্গে বাবার কোলাকুলি।

বাড়িতে একে একে এসে পড়েছে মিষ্টু, অণিমা, ফিরোজারা। ইদের লাচ্ছা সেমাইয়ে ম-ম করছে গোটা বাড়ি। এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত, আদানপ্রদান চলছে। বসন্তের মিষ্টি বাতাস এসে বাগানের টগরফুলগুলো ছুঁয়ে যায়। কচিকাঁচারা সাদা পাঞ্জাবি পরে পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়, যেন সারা পাড়াটাই আতর গন্ধের টগর বাগান। কোনও জমকালো আয়োজন না করেও কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। ছোটমামা ব্যাগ ভর্তি খুশি নিয়ে আসেন ইদের বিকেলে। তখন থেকেই অনুভব করি ছোটমামা মানেই ইদ, ছোটমামা মানেই ব্যাগ ভর্তি খুশি।

তবে ইদ মানে কি শুধুই খুশি! না, এর অন্য রূপও আছে। রূপকথার গল্পে রাক্ষস আসার মতো। একটু বড় হতেই বুঝলাম, ইদের ঠিক পরদিন স্কুলে গেলে অনেক পরিচিত মুখ বদলে যায়। পরিচিত চোখগুলো ইঙ্গিতে কত শব্দ চালাচালি করে। পুরো বেঞ্চটা ফাঁকা পড়ে থাকে। একঘর লোকের মধ্যেও নিঃসঙ্গতায় শ্বাস নেয় বাঙালি মুসলমানের কন্যা।

মেঘ ছেয়ে যায়। ক্ষত রেখে কেটেও যায় ধীরে ধীরে। এক টুকরো আলো নিয়ে কোনও এক লক্ষ্মী পাশে এসে বসে। এ কিন্তু সিনেমার দুই ইয়ারির কথা নয়, এ বাস্তব জীবনের চরিতাভিধান। রেডিওতে বাজে নজরুল ইসলামের গান-'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ...'। বাবা রেডিওর কান মুলে দেন, যত জোরে দেওয়া যায়।

একটা সাদাকালো স্থির ছবি ধীরে ধীরে পালটে যায়। সময়ও আপন বেগে ছুটে চলে। ইদের মাঠে যাওয়া বন্ধ হয় সেই কিশোরী বয়স থেকেই। কারণ ইদগাহে গিয়ে নমাজ পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা আজও ব্রাত্য। মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় মেয়েদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা ধরনের অন্তরায় রয়েই গিয়েছে। তবুও বাড়ির পুরুষদের নতুন পোশাক দিয়ে, তাতে সুগন্ধি আতর মাখিয়ে অতি যত্নে খাইয়েদাইয়ে ইদগাহে পাঠানোর মধ্যেই মহিলারা আনন্দ খুঁজে পান।

এই ছবিই দেখে আসছি ছোটবেলা থেকে। ইদে যে এত বিপুল রসনাতৃপ্তির আয়োজন, সেই আয়োজনের মূলে কিন্তু থাকেন বাড়ির মহিলারাই। ইদের উপহার মানে জামা, শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি থেকে শুরু করে, শিশু হোক বা অশীতিপর সবার মনের খবর সামলান বাড়ির মেয়েরা। তাঁরাই

ইদগাহে গিয়ে নমাজ পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা আজও ব্রাত্য। মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় মেয়েদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা অন্তরায় রয়েই গিয়েছে। তবুও বাড়ির পুরুষদের নতুন পোশাক দিয়ে, তাতে সুগন্ধি আতর মাখিয়ে অতি যত্নে খাইয়েদাইয়ে ইদগাহে পাঠানোর মধ্যে মহিলারা আনন্দ খুঁজে পান।

ইদের ভোরে সবার আগে ওঠেন। আবার ঘুমোতেও যান সবার শেষে। মেয়েদের জীবনের বদল নেই। অবশ্য তাঁরা সবার জন্য করে, সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে আগলে রেখেই আনন্দ পান।

ইদের আনন্দ সবার, তবে পরিশ্রমের সিংহভাগই মেয়েদের। শুধুমাত্র পারিবারিক পরিচয়ের আবডালেই আজও মেয়েরা রয়ে গিয়েছে।

যুগের পর যুগ ইদ এলেই সঙ্গে আসে 'ইদি'। বাড়ির মহিলারা আজও ছোটদের জন্য 'ইদি' জমা করেন তোরঙ্গে। ইদি অর্থাৎ ইদের উপহার দেওয়ার জন্য জমানো টাকা। অনেক মমতায় জড়ো করা সেই অর্থ ছোটদের হাতে দিতে পারলে যে কী ভীষণ সুখ। আজও দাদির মুখ মনে পড়ে। বার্ধক্যের চামড়ায় ভাঁজ পড়া সেই মুখ যেন খুশি-উৎসব আর স্নেহের মানচিত্র। তোরঙ্গ থেকে বেরোচ্ছে দাদির গাছের ফল, পুকুরের মাছ বিক্রি করা জমানো সঞ্চয়। ভাইবোনেরা অতি আগ্রহে ঘিরে ধরেছি তাঁকে।

তবে এখন অবশ্য অনেক মেয়েই অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী।

সময় তো প্রবহমান, তাকে আটকে রাখা যায় না। না হলে জীবন থেমে যায়। তবুও মা সামান্য সাদাকালো জলছবিও স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রাখেন যত্নে। পুরোনো পাঁচ পয়সার কড়ি, দাদির সুরমাদানি, ছোটমামার শেষবারের আনা আমার জন্য বাজনা জুতো।

সাদাকালো আলোকচিত্র, কাগজের নকশা, প্যান্ডেল, ত্রিপল সব বদলে গিয়েছে। এসেছে জাঁকজমক-চাকচিক্য। বসা দোকানের জায়গা দখল করছে শপিং মল।

হ্যাঁ, তবে বদলে যায়নি অনেক কিছু। বিপত্নীক অমলেশ কাকা এখন সোজা হয়ে আর হাঁটতে পারেন না, কিন্তু এখনও তিনি লাচ্ছা সেমাইয়ের আবদার নিয়ে ইদের দিন চলে আসেন মায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় বৌদির কাছে। শুধুই কি তিনি সেমাই খেতেই আসেন? না, তিনি আসেন একটা প্রতিবেশীর উৎসবে শরিক হতে।

এই আবেগগুলো আছে বলেই হয়তো উৎসব আনন্দের হয়ে ওঠে। কয়েকটা যুগ কেটে গেল। সেই সবুজ অরণ্য, যার মধ্যে দিয়ে বাবার আঙুল ধরে ইদগাহের মাঠে যেত পাঁচ বছরের শিশুকন্যা, সেই সবুজ অরণ্য আর নেই। গজিয়ে উঠেছে চওড়া রাস্তা, বাড়িঘর, দোকান, অফিস-কাছারি। গ্রামও ক্রমশ আলো ঝলমলে।

সম্প্রতি ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস, আমাদের মহাকাশমানবী পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। প্রযুক্তি তরতর করে এগোচ্ছে। কিন্তু একটা ছবি আজও একই আছে। ইদের পরদিন এখনও স্কুলে গেলে পাশে কেউ বসে না রেশমার। আড়চোখে তাকায় সকলে।

আসলে এতকাল পাশাপাশি থেকেও আমরা একে অন্যকে জানার চেষ্টাই করিনি কখনও।

প্রায় হাজার বছর একসঙ্গে বসবাস করেও সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী দুটি সম্প্রদায়ের পরস্পরকে আপন করতে না পারার বাস্তব চিত্র ব্যথিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকেও। তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন- 'আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনওরকমের স্বাধীনতাই পাব না।'

এই স্বাধীনতাই তো মুক্তির। সৌহার্দ্যের। আত্মীয়তার।

ইদ মানে কি শুধুই বিরিয়ানি, লাচ্ছা সেমাই, একগাদা আতর মাখা, সুরমা পরা? ইদ মানে তো সেই মেহেন্দি। যেখানে মিশেছে সব রং, যেন 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'। ওই যেমন দুর্গাপুজোর দিন আয়েশাকে কুমারীপুজো করলেন তারই পাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাবের সদস্যরা।

বাঙালির জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার স্বপ্ন বুনেছিলেন, তারই সুতো ধরে এগোতে হবে আগামী প্রজন্মকে। ইদ মানেই তো খুশি। এ খুশি হোক সকল সম্প্রদায়ের, ইদ হোক মেয়েদেরও, ইদ হোক পাখিদেরও। আর এই উত্তরণের পথ আমাদের হাতেই। শুধু শক্ত করে হাতে হাত রাখতে হবে। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় যদি বলা হয়- 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/ সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়।' তবে কঠিনও নয়। বাঙালির ইদ, বাঙালি মুসলিম কন্যার ইদ আরও রং পাবে, যদি ইদের খুশি দিক ছাড়িয়ে প্রসারিত হয় দিগন্তের পথে, উৎসবের মায়া আলোকিত করে পড়শির উঠোন।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৬৮

বিশ্ববিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না।

আলোচিত

আমাদের আয়ু রয়েছে ভগবান কিংবা আল্লার হাতে। যতটা আয়ু লিখিয়ে এনেছি, ততটাই বাঁচব। হাঁটুর বয়সি নায়িকাদের নিয়ে কাজ করি বলে এত কথা! নায়িকার কোনও সমস্যা নেই। নায়িকার বাবার কোনও সমস্যা নেই। তাহলে আপনাদের সমস্যাটা কোথায়?

- সলমন খান

ভাইরাল/১

থাইল্যান্ডের আঁটিছাড়া আমের ভিডিও ইদানীং সমাজমাধ্যমের হট টপিক। ঝুড়ি ভর্তি মহাচানোক আম নিয়ে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। বড় সাইজের একটি আম ছুরির সাহায্যে মাঝখান দিয়ে কাটেন তিনি। আঁটি ছাড়া আমে শুধুই শাঁস।

ভাইরাল/২

মারাঠি না জানায় মহারাষ্ট্রের এক দোকানের কর্মচারীর কান ধরার ভিডিও ভাইরাল। কিছু লোক দোকানে ঢুকে মারাঠি না জানা ওই কর্মীকে চড় মারেন। কান ধরে ভুল স্বীকার করান। বলা হয়, মহারাষ্ট্রে কাজ করতে হলে মারাঠি জানতে হবে।

জনমন জনমত

হলদিবাড়ির উন্নয়নে কিছু প্রস্তাব

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে শহর। বাড়ছে দোকানপাট, বাড়িঘর ও সর্বোপরি মানুষের সংখ্যা। শহরের রেললাইনের ওপর ফ্লাইওভার বা বিকল্প পথের প্রয়োজন হলদিবাড়িতে। প্রয়োজন হলদিবাড়ি হাসপাতালে আরও ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর জোগান। খুবই দরকার হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে উন্নত করে সুপার হসপিটালিটি পরিষেবা শুরু করা। অনেক দিন আগেই ভবন প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু পরিষেবা শুরু কবে হবে, উত্তর জানা নেই কারও। প্রাথমিক এই দাবিগুলি দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষ করে আসছেন বছরের পর বছর।

হলদিবাড়ি জনপদের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক। কৃষিপ্রধান এই জনপদের সব ফসল হলদিবাড়ি বাজারে নিয়ে আসেন কৃষকরা। হলদিবাড়ি সুপার মার্কেটে ওঠা টমেটো ও লংকা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্য ও দেশজুড়ে বিখ্যাত। তবুও শাকসবজির জন্য বিখ্যাত এই হলদিবাড়ি বাজারের নেই কোনও হিমঘর। অনেকেই মনে করছেন যদি এই ব্লকের শাকসবজি সহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসল সংরক্ষণ করা যেত, তাহলে অনুসারী অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারত।

ভোট আসে, ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতা পায় শাসক। কিন্তু যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতা পাক, হলদিবাড়িবাসীর এইসব প্রাথমিক উন্নয়ন কোনও শাসকের হাতেই পরিপূর্ণতা পায় না।

পূর্ণেন্দু রায়
উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ি।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন মানুষজন

প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পথ দুর্ঘটনার খবর জানতে পারি। সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে একটি বড় সমস্যা, যা মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ও কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

সেইসঙ্গে চলাচলের সময় সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। যেমন, ট্রাফিক সিগন্যাল, জেব্রা ক্রসিং, ফুট ওভারব্রিজ ইত্যাদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, হেলমেট ও সিট বেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে, সেইসঙ্গে পথচারীদের জন্য নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ নজরে রাখা প্রয়োজন। সাইকেল ও মোটরবাইকচালকদের অবশ্যই নির্দিষ্ট লেন ব্যবহার করা উচিত এবং অতিরিক্ত গতি এড়ানো উচিত। পাশাপাশি গাড়ির নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে। ওভারলোডিং এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা একদম ছেড়ে দিতে হবে।

পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা অনেক মূল্যবান জীবন বাঁচাতে পারি।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনীতি ও সত্যজিতের ছবির সংলাপ

সাম্প্রতিককালে বাংলা থেকে দুজন নোবেলজয়ী। অথচ উত্তরবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অর্থনীতি পড়ার পড়ুয়া পাওয়া কঠিন।

সুমন্ত বাগচী

বছর তিনেক আগে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক বেসরকারি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দ্বাদশ স্তরে অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষকের শূন্যপদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। একই বিজ্ঞাপন বারবার প্রকাশিত হওয়ার অর্থ একটাই। পছন্দসই প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম কিছু চোখে পড়েনি।

কাট টু ১২ই মার্চ ২০২৫। উচ্চমাধ্যমিকের ইকনমিক্সের পরীক্ষা ছিল সেদিন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য কম। এমন একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল যেখানে একজন পরীক্ষার্থীও ছিল না। শহরের স্কুলগুলোর পরিস্থিতি কিছুটা ভালো।

শিক্ষকতায় আছি বলে ব্যাপারটা ভাবায়। কেন এমন হয়? পরে মনে হল, আসলে কলেজ স্তরে অর্থনীতি পড়তে গেলে অঙ্ক বিষয় হিসাবে থাকতেই হবে। যে ছাত্র অর্থনীতি পড়ার জন্য অঙ্ক নিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে, সে হয়তো ভাবছে, যদি অঙ্কই পড়তে হয়, তবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা নিয়ে পড়াই ভালো। স্কুলে শুধুমাত্র দ্বাদশ স্তরে ইকনমিক্স পড়ানো হয়। ফলে সেখানে সাধারণত একজন ইকনমিক্সের শিক্ষক হলেই চলে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা বা অঙ্ক দশম এবং দ্বাদশ উভয় স্তরেই পড়ানো হয় বলে এই বিষয়ের শিক্ষকের অনেক বেশি প্রয়োজন। অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার সুযোগ বেশি। ভবিষ্যৎ চাকরি বাজারের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নির্বাচন সরাসরি সম্পর্কিত।

আবার এ বছরই উচ্চমাধ্যমিকে সারা রাজ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা সায়েন্সের মতো অতি আধুনিক বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। এবার বাংলায় এআই নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ৩০ জন এবং ডেটা সায়েন্স নিয়ে ৯ জন। ২০২৩ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়গুলি চালু করা হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিএসসি, বিই বা বিটেক ডিগ্রিধারী যে কেউ বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয় পড়ানোর যোগ্য। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা বা অঙ্কের স্নাতকদের এআই বা ডেটা সায়েন্স নিয়ে মান্য কোর্স করা থাকলে তাঁরাও এই বিষয়ের শিক্ষকতার যোগ্য।

উচ্চমাধ্যমিক সংসদের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আগামীদিনে বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয় পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিলে পদক্ষেপ সার্থকতা অর্জন করবে। অমিত সম্ভাবনাময় বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ যেমন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আসবে, তেমন নতুন শিক্ষক পদ তৈরি হবে।

ইকনমিক্সের মতো বিষয়গুলির কী হবে? একেবারে হারিয়ে যাবে না। অল্প কিছু ছাত্র নিশ্চয়ই থাকবে। কী করে ভোলা যায় যে অর্থনীতি বাঙালিকে দু'দুটো নোবেল পুরস্কার দিয়েছে।

একটা পরিস্থিতি খুব ভাবায়। ছাত্রজীবনে দশম ও দ্বাদশ স্তরে যে বিষয়গুলি পড়তে হয়েছিল, বছর পনেরো পরে শিক্ষক হিসাবে সেই বিষয়গুলি পড়াতে গিয়ে দেখি, পাঠক্রমের খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। এদিক দিয়ে সর্বভারতীয় বোর্ডগুলো কিন্তু অনেক সক্রিয়। বছর তিনেক পরপরই বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রমে নতুনত্বের ছোঁয়া থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ যেমন তৈরি হয়, তেমন পুরোনো অনেক বিষয়ের প্রতি টান কমে যেতে পারে। পাঠক্রম তৈরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমার সেই সংলাপ মনে রাখা দরকার। এন বিশ্বনাথন যেখানে অলকনন্দা রায়কে বলছেন, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার যদি কখনও মনে হয়, প্রেমের চাইতে সিকিউরিটি বড় কিংবা সিকিউরিটি থেকেও প্রেম গ্রো করতে পারে, তখন তুমি আমাকে জানিও।'

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০০

পাশাপাশি : ১। প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, নির্দিষ্ট সময় ৩। আল্লার বাণী যিনি নিয়ে আসেন,পয়গম্বর ৫। ননদ ৬। নদীর পাড়, সৈকত,তীর ৮। পচে যাওয়া, পচন ১০। দুরন্ত, অশান্ত ১২। ভয়, ভীতি, ত্রাস ১৪। আল্লা ঈশ্বর ১৫। কাঠ,মদ ১৬। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ২। উপাসনা, দান ও ধর্মাচরণ ৪। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় ৭। শূন্য আকাশ বা অন্তত মহাকাশ ৯। নৌকা, জাহাজ ১০। হুড়োহুড়ি, লাফালাফি ১১। খাবারের লোভের বশে লালামিশ্রিত জিভের কম্পন ১৩। বড় কাটারি।

সমাধান ■ ৪০৯৯

পাশাপাশি : ১। ওস্তাদ ৩। বালকৃষ্ণ ৪। শান্ডিল্য ৫। ভোলানাথ ৭। শপ ১০। নথ ১২। মাতগুড় ১৪। মদদ ১৫। হড়বড় ১৬। মিহির।

উপর-নীচ : ১। ওয়ারিশ ২। দশাহ ৩। বাল্যভোগ ৬। নাদান ৮। পরাত ৯। কড়মড় ১১। থরথর ১৩। আদমি।

বিন্দুবিসর্গ

বোমাবাজি

বোমাবাজি ও গুলিচালনার ঘটনায় উত্তপ্ত হল জগদ্দল। এক তৃণমূলকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকে এই ঘটনায় তলব করেছে পুলিশ।

আদালতে মা

বাবার সরকারি চাকরি পেয়েই মাকে বিতাড়িত করেছে ছেলে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার দাবি, ১৩ দিন হল ছেলে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুরু বারুণী মেলা

ঠাকুর হরিচাঁদের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে মতুয়া উৎসব বারুণী মেলা শুরু হয়েছে। এদিন থেকেই শুরু হয় পুণ্যস্নানও।

তথ্য তলব

রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজ্যকে দু'সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে পদক্ষেপ জানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

বারুইপুরের এসপি-কে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ মার্চ : আদালতের অনুমতি নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের বারুইপুরে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিউটনের তৃতীয় সূত্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর কার্যত 'দেখে নেওয়ার' হুমকিও দিলেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের প্রায় এক বছর বাকি থাকলেও '২৬-এর বিধানসভা ভোট নিয়ে টানাপোড়েন এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই লক্ষ্যে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে চাপে রাখতেই এই কৌশল শুভেন্দুর।

২০ মার্চ শুভেন্দুর নেতৃত্বে বারুইপুর অভিযান করেছিল বিজেপি। সেই কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার হয়েছিল। বারুইপুরে ঢুকতে গিয়ে কালো পতাকা দেখতে হয়েছিল শুভেন্দুকে। কর্মসূচি কার্যত কাটছাঁট করে ফিরে আসতে হয়েছিল শুভেন্দুকে। সেইদিনই শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে ফের তিনি বারুইপুরে এসে সভা করবেন। এদিন সেই ঘোষণা মতোই কার্যত এসপি অফিসের নাকের ডগায় সভা করে তোপ দাগলেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, বারুইপুর সহ গোটা জেলায় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য

> নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে আছে? প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবীটা গোল। সব হিসেব হয়ে যাবে।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

দায়ী জেলার পুলিশ সুপার ও পদস্থ পুলিশ কর্তাদের একাংশ। তাঁদের জন্যই গোটা জেলা কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'সাধারণ পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে আমাদের মান-অভিমান কিছু নেই। এই চোর আইপিএস অফিসার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাইপোর জন্য এই জেলাকে জতুগৃহে পরিণত করেছে।'

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'পলাশ ঢালিদের মতো পা-চাটা আইপিএসদের জন্যই গোটা জেলায় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে।' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে আছে? প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবীটা গোল। সব হিসেব হয়ে যাবে।' সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ লক্ষ্মণ শেঠকে হারিয়ে সিপিএমের হাত থেকে হলদিয়া সহ গোটা জেলাকে তৃণমূল করেছিলেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'লক্ষ্মণ শেঠ একসময় বলত, নদীর এপারে এলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে। এখন সে কোথায়? সুশান্ত ঘোষকে দেখতে পাওয়া যায় না। পলাশ ঢালি আপনি ইতিহাস হবেন।'

সভায় দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, বিধানসভা ভোটের আগে সেই পরিবেশ আমরা তৈরি করে দেব। যাঁরা জেলে যাওয়ার তাঁরা জেলে যাবেন। শুধু ভোটের দিনে বেরিয়ে ভোট দেওয়ার সাহস দেখান।' অনেকেই মনে করছেন, নাম না করে শুভেন্দুর এই ইঙ্গিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। যদিও '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। রীতিমতো দিনক্ষণ ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেকের জেলযাত্রার কথা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই হিসেবে মেলেনি। মাঝখান থেকে রাজ্যে বিজেপির আসন ১৮ থেকে কমে হয়েছিল ১২।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে সুন্দরবনের থিমে সেজে উঠেছে ট্রাম। বুধবার কলকাতায়। -এএফপি

প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদের পথে সিবিআই

পার্থর নির্দেশেই ওএমআর শিট নষ্ট

কলকাতা, ২৭ মার্চ : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মূল চক্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই চাকরি প্রার্থীদের ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। বৃহস্পতিবার পার্থর জামিন মামলার শুনানিতে একাধিক তথ্য সামনে এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এই প্রথমবার তারা দাবি করেছে, দুর্নীতির মূল কারিগর ছিলেন পার্থ। তাঁর নির্দেশেই দুর্নীতি হয়েছে। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এই ঘটনায় যে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা চাকরির সুপারিশ করেছিলেন, তাঁদেরও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে বলে জানায় আদালতে। বিকাশ ভবনের গুদাম থেকে ৩২১ জন চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা উদ্ধার করে সিবিআই।

ওই তালিকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের মধ্যে আদানপ্রদান হয়েছিল। সেই তালিকা থেকে তাঁরা জানতে পারেন, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চাকরির সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে ১৩৪ জন চাকরিও পেয়েছেন। অর্থের বিনিময়ে সেই সুপারিশ কি না তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ওই প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি রয়েছে। তাই পার্থর জামিনের বিরোধিতা করা হয়।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এদিন আদালতে জানায়, পার্থর প্রাক্তন ওএসডি যে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, পার্থর নির্দেশেই এই দুর্নীতি হয়েছে। পালটা পার্থর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী জানান, ২ বছর ৮ মাস ধরে পার্থ জেলে রয়েছেন। এর মধ্যে সিবিআই, ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেননি তদন্তকারীরা। তাঁর বয়স ৭৩ বছর। তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। তাই পার্থর জামিনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এই ঘটনায় চার্জশিটে ১১ জনকে অভিযুক্ত দেখানো হয়।

ইতিমধ্যেই ৮ জনের জামিন হয়েছে। তাহলে পার্থর ক্ষেত্রে কেন জামিন নয়, সেই প্রশ্ন করেন তাঁর আইনজীবী। তবে সিবিআইয়ের দাবি, যে প্রভাবশালীদের সুপারিশে চাকরির তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে।

সিবিআইয়ের উদ্ধার করা নথিতে সুপারিশের তালিকায় দিব্যেন্দু অধিকারী, ভারতী ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর, শওকত মোল্লা সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেছিলেন বলে দাবি সিবিআইয়ের। এবার তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে আদালতে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

অস্ত্র নিয়ে মিছিলে সমর্থন সংঘের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রামনবমী নিয়ে ফের সুর চড়ালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মিছিল করতে না দিলে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন পুলিশের অনুমতি না পেলে হয় আদালতে যেতে হবে, না হলে 'প্রতিরোধ' করতে হবে।

বেশ কিছুদিন চুপ থাকার পর রামনবমী উদযাপন নিয়ে আবার স্বমহিমায় দিলীপ। বুধবার অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল করার কথা বলেছিলেন তিনি। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মিছিলে পুলিশ অনুমতি না দিলে বৃহস্পতিবার তাঁর দাওয়াই হিসেবে থানা ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছেন তিনি। দিলীপ বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল করতে চাই। পুলিশকে জানিয়েই সেই মিছিল করতে হবে। কিন্তু পুলিশ যদি তার দায়িত্ব না পালন করে, অনুমতি না দেয় তাহলে থানা ঘেরাও করুন।' থানা ঘেরাও করার ব্যাপারে দিলীপের সাফাই, 'পুলিশের দায়িত্ব শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব যদি পুলিশ পালন না করে তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। তারজন্যই থানা ঘেরাও করার কথা বলেছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন, মিছিলে কত লোক থাকবে সেই সংখ্যা বেঁধে দিচ্ছে পুলিশ। এটা কীভাবে মানা সম্ভব? রামনবমীর মিছিল একটি ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। সেখানে কত মানুষ যোগ দেবেন সেটা কীভাবে ঠিক হবে? উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে শুভেন্দুর নির্দেশ, 'পুলিশের অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। পুলিশ অনুমতি না দিলে আদালতে যান। আর মিছিল আটকালে পালটা প্রতিরোধ করুন।' শুভেন্দুর ব্যাখ্যা, ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। সেটা পুলিশ কেড়ে নিতে পারে না।

আরএসএসের পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু কার্যত অস্ত্র নিয়ে মিছিলের পক্ষেই সওয়াল করে বলেন, 'রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল হতেই পারে। মহরমেও তো হয়। তবে এটা আইনশৃঙ্খলার বিষয়। পুলিশ প্রশাসন যদি মনে করে মহরমে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করলে কোনও অশান্তি হবে না, তাহলে তাদের উচিত রামনবমীতেও অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া উচিত।'

কেন খরচ হল না, জানতে চেয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা

গ্রামীণ উন্নয়নের ১১২২ কোটি পড়ে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : সময়মতো টাকা খরচ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১ মার্চের আগে বরাদ্দ টাকা খরচের বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে সব দপ্তরকে নিয়ে বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কিন্তু রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে পারল না একাধিক জেলা। অর্থবর্ষের শেষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১১২১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হল না।

মূলত গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই টাকা খরচ করা হয়। পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে অর্থ দপ্তরের কাছে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে, তাতেই এই হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন এই টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি, তা পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে জানতে চেয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের দিক থেকে পিছিয়ে আছে সাতটি জেলা। এই সাতটি জেলায় টাকা খরচের হার প্রথম থেকেই কম ছিল। সেই কারণে এই জেলাগুলিতে এই কমিশনের টাকা খরচের দিকে বিশেষ নজর দিতে আগেই জেলা শাসকদের সতর্ক করে দিয়েছিল অর্থ দপ্তর। কিন্তু তারপরও জেলাগুলি গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই টাকা খরচ করেনি।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ টাকা দ্রুত খরচ করার জন্য বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে সাধারণ মানুষের মন জয় করা সহজ হত। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তাদের ঢিলেমির জন্য তা সম্ভব হল না।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ না করতে পারার তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই জেলা বরাদ্দের ৫০ শতাংশ টাকাও খরচ করতে পারেনি। অর্থবর্ষের শেষে এই জেলায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১৭১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পড়ে রয়েছে। এরপরই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এই জেলাতেও ১৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। মালদা ৯৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও টাকা খরচের হার অত্যন্ত কম।

তবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলা টাকা খরচের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই খরচ না হওয়া টাকা কীভাবে খরচ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে খুব শীঘ্রই বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব ও অর্থসচিব।

পিছিয়ে যারা

- সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ না করতে পারার তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা
- এরপরই রয়েছে মুর্শিদাবাদ, এখানে ১৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি
- মালদা ৯৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি
- উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও টাকা খরচের হার অত্যন্ত কম।

প্ল্যাটফর্মে ইফতারের আয়োজন। বৃহস্পতিবার কলকাতার একটি স্টেশনে। -পিটিআই

মোদির শুভেচ্ছায় বিপাকে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রামনবমীর মুখে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইদ শুভেচ্ছায় বেকায়দায় গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বরং প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পর ইফতার ইস্যুতে সুর নরম করতে হল বঙ্গ বিজেপিকে।

হিন্দু ভোট একজোট করে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাজিমাত করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের সূত্রে রাজ্যে মন্দির ও হিন্দুদের ধর্মস্থানের ওপর আক্রমণকে ইস্যু করে তুষ্টিকরণের রাজনীতির অভিযোগ তুলে ক্রমশই সুর চড়াচ্ছিল বিজেপি ও গেরুয়া শিবির।

আসন্ন রামনবমী উদযাপনকে ঘিরে যখন বঙ্গের গেরুয়া শিবিরে সাজোসাজো রব, ঠিক সেইসময় বাদ সাধল মোদির ইদ শুভেচ্ছা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৩২ লক্ষ গরিব মুসলিম পরিবারের হাতে ইদের উপহার তুলে দিতে পথে নেমেছে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা। মনোগত ইচ্ছা না থাকলেও, মোদির গুঁতোয় এরাজ্যেও নামতে হচ্ছে রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চাকে। মোদির এই শুভেচ্ছার নাম 'সওগাত-এ-মোদি'।

সোজা কথায়, মোদির উপহার। স্বাভাবিকভাবেই মোদির এই কৌশল নিয়ে সারা দেশের সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে বঙ্গ বিজেপিতেও। '২৬-এর আগে, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির রাশ আলগা হতে না দিয়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইদের উপহারের মোকাবিলা কোন পথে করা হবে তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে বঙ্গের পদ্ম শিবির। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কার্যত পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে।

দিল্লিতে সুকান্ত বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।' কলকাতায় শুভেন্দু বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতারের অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভাইরাল ভিডিওকে নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি। সরস্বতীপুজো বন্ধ করার অভিযোগকে মনে করিয়ে দিয়ে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুধবার এই ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল বেশ নরম। শুভেন্দু বলেন, 'যেখানে যেখানে হয়, সেখানে হোক। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নতুন করে আবার শুরু করছেন কেন?'

পরে এর ব্যাখ্যা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবর ইফতার উদযাপন হয়। সেখানে হোক। কিন্তু এবার যাদবপুর এমনকি আশুতোষ কলেজ সহ বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতার হয়েছে।' তবে অনুযোগ থাকলেও, প্রধানমন্ত্রীর ইদ উপহারের আবহে ইফতার ইস্যুতে শুভেন্দু ও বিজেপি নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে নতুন করে কোনও তোপ দাগেননি। বরং ইফতার নিয়ে নতুন করে হইচই জুড়ে দেওয়ার জন্য তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতাদেরই দুষেছে বিজেপি। শুভেন্দুর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতে, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের মুসলিম নেতারা এসব কাজ করছেন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে ১০০ শতাংশ মুসলিম ভোট তৃণমূলের পক্ষে আনতেই এই উদ্যোগ।

মুসলিমদের উদ্দেশে শুভেন্দুর আর্জি, সমগ্র মুসলিম সমাজ একে নিজেদের করে গায়ে টেনে নেবেন না। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুসলিম ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাবে না। এবিষয়ে নিশ্চিত হলেও, কৌশলগত কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজকে বিজেপির শত্রুতে পরিণত করতে চায় না বিজেপি। বরং, তৃণমূলি মুসলিমদেরই দায়ী করে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ থেকে তাদের বিভাজনের চেষ্টা করেছেন শুভেন্দু।

যাদবপুরে প্রবেশ নয় রাজনীতিবিদদের

নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়ে অনুষ্ঠান বা সেমিনারে নিষেধাজ্ঞা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত পড়াশোনার বিষয় ছাড়া এমন কোনও অনুষ্ঠান বা সেমিনার করা যাবে না, যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার এই মামলায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নাম না করে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় জেনেও কেন শাসকদলের কোনও রাজনৈতিক নেতা সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, সেটা আদালতের কাছে স্পষ্ট নয়।'

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'প্রাক্তনীরা এখনও মেসে থেকে যাচ্ছেন কি না সেটা দেখতে হবে।' তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনীকে কেন রাখেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে যাঁরা থাকেন, তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও প্রশিক্ষণ আছে?' তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

শনিবার ছুটি বাতিল রাজ্যে

কলকাতা, ২৭ মার্চ : চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে চলেছে। ইদের কারণে ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ছুটি দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে অর্থবর্ষের কাজ শেষ করতে শনিবার ছুটি বাতিল করল অর্থ দপ্তর। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে অর্থ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনের কারণে রাজ্যে ওই দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার অফিস খোলা থাকলেও শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত টানা ছুটি থাকার কথা। কিন্তু অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার কারণে যাবতীয় কাজ শেষ করতে শনিবার দপ্তরের কর্মীদের কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ২৯ মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে। রাজ্য সরকার গত কয়েক বছরে অনলাইনে যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করেছে। অনলাইনে ৩১ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাজ করা যাবে। তবে অফলাইনে কাজের জন্য শুক্রবার বিকাল ৪টের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সোম ও মঙ্গলবার ইদের ছুটি থাকার কারণে নতুন অর্থবর্ষের কাজ শুরু হবে ২ এপ্রিল থেকে। টানা ছুটির কারণে বেশকিছু কাজে অসুবিধা হতে পারে। সেই কারণেই শনিবার অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে আধিকারিক ও কর্মীদের কাজ করতে বলা হয়েছে। যদিও সরকারি আধিকারিকরা বলেছেন, 'এই ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। কারণ প্রতিবারই অর্থবর্ষের শেষ দিন গভীর রাত পর্যন্ত কাজ চলে। কিন্তু ইদ উৎসবের কারণে ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ছুটি রয়েছে। ৩০ মার্চ রবিবার। তাই ২৯ মার্চের মধ্যে অর্থবর্ষের যাবতীয় হিসাবনিকাশ শেষ করে ফেলতেই হবে। সেক্ষেত্রে শনিবার রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের কর্মীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হবে।'

জগন্নাথের উন্মাদনায় ঘর অমিল দিঘায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার আগে থেকেই দিঘার অধিকাংশ হোটেলের ঘর 'বুক' হয়ে গিয়েছে। উদ্বোধনের দিন মন্দির দর্শনের সুযোগ ছাড়তে চান না কেউই। তাই চাহিদা বাড়ছে হোটেলের রুমের। সুযোগ বুঝে কোপ মারছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। রেটের থেকে বহুগুণ বেশি টাকা চাইছেন ঘর বুক করার ক্ষেত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘর চেয়েও মিলছে না পর্যটকদের।

সৈকত নগরী দিঘার আকর্ষণ বৃদ্ধিতে তৈরি হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নতুন মন্দির। ইতিমধ্যেই এই মন্দির ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। এপ্রিলের ৩০ তারিখ অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা

মন্দির উদ্বোধন ৩০ এপ্রিল

মুখ্যমন্ত্রীর। আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল মন্দিরের উদ্বোধনের আগে যজ্ঞ হওয়ার কথাও আছে। মন্দির উদ্বোধনে শুধু রাজ্য নয়, দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আসার কথা। ইতিমধ্যেই এই কর্মযজ্ঞ নিয়ে সাজো সাজো রব দিঘায়। উদ্বোধনের সেই মুহূর্তে মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চান না। এজন্য এক মাস আগে থেকেই হোটেলে ঘর বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে অধিকাংশ হোটেলের ঘর বুক হয়ে গিয়েছে। ওল্ড দিঘা ও নিউ দিঘা মিলিয়ে ৩ হাজারেরও বেশি ছোট-বড় হোটেল আছে। এর অধিকাংশই সরকারি তরফে বুক করা হয়েছে। সরকার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যই ওই সমস্ত হোটেলের ঘর বুক করা হয়েছে। দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্রদাস চক্রবর্তী অবশ্য বলেছেন, 'এখনও প্রচুর হোটেলের ঘর ফাঁকা আছে। যা বুক হয়েছে, তা প্রশাসনিক স্তরেই হয়েছে।'

ঘরের চাহিদার সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ হোটেল মালিকই ঘরের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হোটেল মালিকদের বক্তব্য, 'বছরের বেশ কিছু সময় হোটেল ফাঁকাই থাকে। অথচ কর্মীদের বেতন থেকে শুরু করে সব কিছু দিতে হয়। এইসময় তাই খানিকটা লাভ করে সেই লোকসান মেকআপ করা হয়।'

জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘায় যাওয়ার রাস্তার ওপর বিশাল একটি তোরণ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে এই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। তাতেই সমস্যায় পড়েছেন ওল্ড দিঘার ব্যবসায়ীরা। অধিকাংশ পর্যটকই ট্রেনে বা বাসে-গাড়িতে বাইপাস দিয়ে নিউ দিঘায় চলে যাচ্ছেন। ফলে ওল্ড দিঘার হোটেলগুলি কার্যত খাঁখাঁ করছে। শুধু হোটেল নয়, অটো, টোটো, রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে খাবারের দোকানগুলিতেও ভিড় হচ্ছে না। হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বাইপাসের পরিবর্তে ওল্ড দিঘা দিয়ে বাস ও গাড়ি যাওয়ার দাবি জানিয়েছে। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন দপ্তরকে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ২৪ মার্চ থেকে ওই রাস্তা বন্ধ হয়েছে। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকার কথা। হোটেল মালিকরা বলেছেন, ব্যবস্থা না নিলে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

ধান নেবে না এফসিআই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রাজ্যের কেনা ধান নেবে না এফসিআই। ধান কেনার মরশুমে কেন্দ্রের এই আচমকা সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিপাকে পড়ার আশঙ্কা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষকের। তাঁদের অভাবী বিক্রি থেকে বাঁচাতেই রাজ্য সরকার সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে থাকে। মহাজন, ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে রাজ্য সরকার প্রতিবছর কয়েকশো শিবির খুলে তাঁদের ধান কেনে। এবারও সরকারের ধান কেনা চলছে। তার মাঝেই কেন্দ্র রাজ্যকে এই বার্তা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের আচমকা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, 'এই সিদ্ধান্ত আমাদের ধান কেনার মাঝে সত্যিই বিস্ময়কর। আমরা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া এফসিআইয়ের জন্যও কৃষকদের কাছে ধান কিনি। এবার কেন্দ্র হঠাৎ জানাচ্ছে, এফসিআইয়ের গুদামগুলিতে বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিমধ্যেই মজুত রয়েছে। তাই এবার এফসিআইয়ের জন্য রাজ্যকে ধান কিনতে হবে না।'

খাদ্যমন্ত্রী এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়ে দেন, রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কর্মসূচি আমরা বন্ধ করছি না। সরকারি শিবিরগুলি থেকে যেমন ধান কেনা চলছিল, তেমনই চলবে। কোনওভাবেই তা বন্ধ হবে না। এফসিআইয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয় পরিচিতি এবং আরও খুঁটিনাটি

অর্থনীতি

ডঃ আনওয়ারুল হক
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

দেশকে জানতে হলে, নাগরিকের জীবনযাত্রার মান জানতে হলে অর্থনীতি বোঝা দরকার। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ ও সম্পদের বণ্টন, বিনিয়োগ এবং মানুষের আয়-সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে সেখান থেকেই।

বিষয়টিকে ভালোবাসতে না পারলে শেষপর্যন্ত টিকে থাকা ভীষণ কঠিন।

এই কথা সব বিষয়ের জন্য সত্যি হলেও, অর্থনীতির জন্য আরও বেশি বাস্তব। কারণ, অর্থনীতি পড়ে সফল হতে গেলে বিষয়টির মতো করে ভাবতে হয়। তোমার ভাবনা যদি অর্থনীতির ভাবনার খাত ধরে চলতে পারে, তার থেকে বেশি মজা আর কোথাও পাবে না।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মূলত অর্থনীতির মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়। মাইক্রো ইকনমিক্সে ভোগ, উৎপাদন, চাহিদা, জোগান, বণ্টন এবং বাজারদরের মতো ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রয়েছে। অন্যদিকে, ম্যাক্রো ইকনমিক্সে মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক লেনদেনের ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

কলেজে অর্থনীতির অনার্স ক্লাসে পরিচিতি হয় হোমো ইকনমিকাস-এর সঙ্গে। এই ধারণাটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল, বিশেষত মাইক্রো ইকনমিক্সে ভোক্তাদের আচরণ, বাজারের গতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের আচরণ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

তোমার আগ্রহ এবং ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে, তার ওপর ভিত্তি করে স্নাতক স্তরে উন্নয়ন, আর্থিক, আন্তর্জাতিক, শ্রম বা পরিবেশগত অর্থনীতির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারো।

মাথায় রাখতে হবে

অঙ্ক দেখলে ভয়ে লুকিয়ে পড়া চলবে না। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যদি অঙ্কে অসুবিধা না হয়, তাহলে স্নাতক স্তরে অর্থনীতির অঙ্ক কষতে আশা করি সমস্যা হবে না। ক্যালকুলাস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রা ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয় ইকনমিক্স-এ। তাই অঙ্কের ভিত শক্তপোক্ত হওয়া চাই। পাশাপাশি ইংরেজির ওপর দখল থাকতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষায় প্রায় সবক'টি পাঠ্যবই ইংরেজিতে লেখা। তাছাড়া,

ভাষার ওপর দখল না থাকলে একজন পড়ুয়া কতটা বুঝেছে, সেটা সে নিজেই ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। দরকার, আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের ওপর স্বাভাবিক আগ্রহও।

পড়ার সুযোগ

স্নাতকস্তরে বিএ বা বিএসসি ডিগ্রি দেওয়া হয়। পুরোটাই নির্ভর করছে আনুষঙ্গিক বিষয় বাছাইয়ের ওপর। 'মাইনর' হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স বা অঙ্কের মতো বিষয় থাকলে বিএসসি এবং ইতিহাস বা পলিটিকাল সায়েন্সের মতো বিষয় থাকলে বিএ। বিএ বা বিএসসি-র পর এমএ বা এমএসসি। গবেষণাক্ষেত্রে পিএইচডি করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ মেলে।

অনেকে আবার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে (WWW.ISICAL.AC.IN) মাস্টার অফ সায়েন্স ইন কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স কোর্সটি পড়তে যায়। সেখানে ভর্তি হতে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়। এছাড়া জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধীনে সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিং (WWW.JNU.AC.IN/SSS/CESP), দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স (ECONDSE.ORG), ইন্দিরা গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ (WWW.IGIDR.AC.IN)-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকেও উচ্চশিক্ষা করা যেতে পারে।

কাজের খোঁজ

স্নাতকোত্তরে ফিন্যান্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমেট্রিক্স, ইন্ডিয়ান ইকনমি, গেম থিওরি ও ব্যাংকিং ইত্যাদি পড়ানো হয়। বর্তমানে ডেটা মাইনিং, বিগ ডেটা অ্যানালিসিস, কম্পিউটেশনাল ইকনমিক্স, প্রেডিকটিভ অ্যানালিসিস-এর মতো নতুন নতুন বিষয়ের চাহিদা বাড়ছে। মূলত শিল্পক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। ফলে চাকরির বাজার তৈরি হচ্ছে। দক্ষ পড়ুয়াদের নিয়োগ করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো।

স্নাতক স্তরে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার পর অন্য বিষয় নিয়েও এগোনো যেতে পারে। ক্যাট, ম্যাট, জ্যাট-এর মতো পরীক্ষায় বসে আইআইএম, আইআইএফটি, এক্সএলআরআই, আইআইএসডব্লিউবিএম-এর মতো প্রতিষ্ঠানে এমবিএ পড়া যায়। কিছু ছেলেমেয়ে পরবর্তীতে ফিন্যান্স, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড নিয়ে পিএইচডি করে। অনেকে আবার স্নাতকের পর সিএ, আইনবিদ্যা নিয়ে পড়ে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি, বিমা, ফিন্যান্স বা বাণিজ্যিক সংস্থার অ্যানালিটিক ডিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির সুযোগ মেলে এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে।

সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেও অর্থনীতির বেশ গুরুত্ব। ইউপিএসসি'র সিভিল সার্ভিস বা পিএসসি'র ডব্লিউবিসিএস-এর সিলেবাসে অর্থনীতির ওপর অনেক প্রশ্ন আসে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের আরও নানা পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডিজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। কলেজে শিক্ষকতার বড় সুযোগ থাকলেও স্কুলে সেটা একেবারে কম। রেল বা ব্যাংকের চাকরিতেও যেতে পারে ছেলেমেয়েরা। এছাড়া ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস, রিজার্ভ ব্যাংকের রিসার্চ অফিসারের মতো উঁচু পদে আবেদনের অন্যতম শর্তই হল অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর।

পুষ্টিবিদ্যা

ডঃ অনিন্দিতা রায় (চক্রবর্তী)
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ, মহারানি
কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা সারাদিনে কখন কী খাচ্ছি, সেটা কতটা সঠিক নিয়ম মেনে হচ্ছে- ভেবে দেখেছ কখনও। খাবারের তালিকা এবং খাওয়ার নিয়ম যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জেনে নেওয়া যায়, তবে সুস্থ থাকবে শরীর। হজম গড়বড়, গ্যাসের মতো সমস্যা এড়ানো যাবে। কার কী খাদ্যাভ্যাস হওয়া উচিত, সেটা ঠিক করে দিতে পারেন এক পুষ্টিবিদ।

আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যস্ততায় আমাদের নানারকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয়। চিন্তা যখন দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী, তখন শরীর সুস্থ রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এখানেই একজন নিউট্রিশনিস্ট বা পুষ্টিবিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুষ্টিবিদরা তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সকলকে স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেন।

পড়াশোনা

পুষ্টিবিদ্যা বিষয় হিসেবে একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ানো হয় বিভিন্ন স্কুলে। তবে স্নাতকে ভর্তি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পুষ্টিবিদ্যা নিয়ে পড়া আবশ্যক নয়। দ্বাদশ শ্রেণিতে পিওর সায়েন্স বা বায়ো সায়েন্স থাকলেও ভর্তি হওয়া যায়। অনার্সের পাশাপাশি জেনারেল কোর্সে পুষ্টিবিদ্যাকে বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি হতে গেলে দ্বাদশে কেমিস্ট্রি থাকা আবশ্যক, বাকি প্রতিষ্ঠানে এমন নিয়ম নেই। তবে দ্বাদশের সাবজেক্ট কম্বিনেশনে পুষ্টিবিদ্যার পাশাপাশি রসায়ন বা কেমিস্ট্রি থাকলে বিষয়টির গভীরতা বুঝতে সুবিধা হয় পড়ুয়াদের।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের কোর্সে খাদ্যবিজ্ঞান, খাদ্যের রাসায়নিক গঠন, মানব শরীরবিদ্যা ও খাদ্যের মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয় পড়তে হয়। আরও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ থাকলে পিএইচডি করা যেতে পারে।

(মনে রাখবে : দ্বাদশে পিওর বা বায়ো সায়েন্স না থাকলেও স্নাতক করা যায়, তবে সেটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে করা যায় না।)

বিশেষজ্ঞ

পুষ্টিবিদ্যা নিয়ে পড়ে পরবর্তীতে নিউট্রিশন ও ডায়েটিক্স, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন, স্পোর্টস নিউট্রিশন, পেডিয়াট্রিক্স নিউট্রিশন- এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়।

কাজের সুযোগ

হাসপাতাল, নার্সিংহোম কিংবা ক্লিনিকে ডায়েটিসিয়ান পদে নিয়োগ পেতে পারো। বেতন বেশ ভালো। একাধিক ভাগ নিয়ে আলোচনা করছি-

ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট- চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে এঁরা কাজ করেন। রোগীদের পুষ্টির ওপর নজর রাখেন।

পেডিয়াট্রিক নিউট্রিশনিস্ট- শিশুদের রোগমুক্তি ও তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সুষম খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেন।

স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট- খেলোয়াড়দের শরীর সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করেন।

পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনিস্ট- নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেন। কীভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো যায়, তা নিয়ে কাজ করেন।

এছাড়া মেট্রোপলিটান শহরে বড় রেস্তোরাঁ, জিমনাসিয়ামে ডায়েটিসিয়ান নেওয়া হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়। শরীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের জন্য ডায়েটিসিয়ানদের নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও নিজেদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পুষ্টিবিদদের নিয়োগ করে। তাঁদের কাজ মূলত, কমিউনিটি সার্ভে, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসের মূল্যায়ন ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারি চাকরিতে নিয়োগ মেলে। যেমন, ফুড সেফটি অফিসার। অনেকে আবার চাকরির বদলে নিজেই নিজের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই বিকল্পও রয়েছে এক্ষেত্রে। একটি চেম্বার খুলে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারো খেয়ালখুশিমতো।

ভেজাল খাবারে ছেয়েছে বাজার। তাই সেসবের দোষ-গুণ বিচার করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পুষ্টি নিয়ে পড়াশোনা করলে সুষম খাদ্যের সাহায্যে মানুষকে ভালো রাখার মতো গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছ তুমি। খুব কম ছেলেমেয়ে এই বিষয়টি নিয়ে উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়ায়। সুতরাং কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রতিযোগিতারও মুখোমুখি হতে হবে না তোমাকে।

হাত পেতে বেত্রাঘাত নিলেন প্রাক্তনীরা

ভাস্কর শর্মা

হাতের তালুতে বেতের বাড়ি! খুব সুখের অভিজ্ঞতা মোটেও নয়! অথচ তা নিতেই প্রাক্তনীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সম্প্রতি ফালাকাটার পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে এই দৃশ্য দেখে অনেকেই চমকে গিয়েছিলেন।

২২ মার্চ শুরু হয়ে সোমবার এই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান শেষ হল। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল। প্রাক্তনীরাই ওইদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। নিজে হাতে আবেদনপত্র লিখে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিয়েছিলেন। সেইমতো রবিবার নির্দিষ্ট সময়েই মূল মঞ্চে প্রাক্তনীদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে প্রাক্তনীরা শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেন। পরে প্রাক্তন শিক্ষক থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষকদের সবাইকে হতবাক করে তাঁদের হাতে 'বেত' তুলে দেওয়া হয়। এর পরে, তাঁরা শিক্ষকদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেতে 'বেত্রাঘাত' করার আবেদন করেন। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা প্রাক্তনীদের এমন দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। শিক্ষকরা প্রাক্তনীদের নিরাশ করেননি। আলতো ছোঁয়ায় সন্তানসম প্রাক্তনীদের হাতে বেত ছুঁইয়ে দেন। মঞ্চে তখন নস্টালজিক যেন ফুটছিল টগবগ।

প্রাক্তনীদের পক্ষে সংগীতশিল্পী প্রগতি সাহার কথায়, 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। আগে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্রয়, ভালোবাসা ও অনুশাসন ছিল। আজ সেই বিষয়টি যেন অনেকটাই উধাও। আজ জীবনে যতটা যা পেরেছি তাতে শিক্ষকদের ভালোবাসার বেত্রাঘাতের জন্যই হয়েছে। এদিন তাই পুনর্মিলন উৎসবেও পুরোনো স্মৃতি ফিরে আনতেই বেত্রাঘাতের অনুরোধ শিক্ষকদের কাছে করেছি।' স্কুলের আরেক প্রাক্তনী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক সন্দীপ বিশ্বাসের কথায়, 'বেতের আঘাত তো দূরের কথা, এখন থানা-পুলিশের ভয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের শাসন করতেই ভয় পান। অথচ জীবনে এই বেতের বাড়ির কিন্তু প্রচণ্ডই প্রয়োজন।' একথাকে সমর্থন করে স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীবাস সরকারের মন্তব্য, 'ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভয় ও অনুশাসনের সম্পর্ক না ফিরলে, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অবক্ষয় রোখা যাবে না।'

২০০০ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকার শিক্ষানুরাগীরা এগিয়ে এসেছিলেন। গত বছর স্কুলটি ২৫ বছরে পা রাখে। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গত এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভারত-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি চেতন গেলটশেন ও কেজং জিগমে উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের সমাপনী অনুষ্ঠানের সূচনায় ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের মডেলগুলি দর্শকদের মন কাড়ে। স্কুলের পাশের মাঠে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সন্ধ্যা থেকে সেখানেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীদের পাশাপাশি বাংলা ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'প্রাক্তনীদের পাশাপাশি বর্তমান পড়ুয়া, স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ফালাকাটার সর্বস্তরের মানুষের চেষ্টাতেই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুল ফালাকাটার অন্যতম নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এলাকার তো বটেই, দূরদূরান্ত থেকেও পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এখনও এই স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব আছে। শ্রেণিকক্ষ সহ উন্নত মানের ডিজিটাল রুম, বই, ল্যাবের সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। আগামীর কথা মাথায় রেখে একটি গার্লস হস্টেলের দাবিও জোরালো হয়েছে। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মিলন সাহাচৌধুরীর কথায়, 'আমাদের স্কুলে কলা, বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়াও আইটি বিভাগও আছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমরা বিভিন্ন কর্মমুখী কোর্স চালু করতে চাই। এমনটা করা গেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে জীবন নিয়ে পড়ুয়াদের সেভাবে চিন্তা করতে হবে না। আমরা এনিয়ে উদ্যোগ নিতে চলেছি।'

ক্যাম্পাস-কথা

বৈরাতি নৃত্য, কবি সম্মেলন

গৌতম দাস

{রজত জয়ন্তী বর্ষ}

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন, কবি সম্মেলনে উদযাপিত হল বালাকুঠি উচ্চবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী। ছিল পড়ুয়াদের বৈরাতি নৃত্য পরিবেশন, গণেশ বন্দনাও।

২০০০ সালে ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুঠি উচ্চবিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। এবছর সেই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ। ২২ এবং ২৩ মার্চ সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। সেদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'আমার উত্তরবঙ্গ'। তিনটি বিভাগে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। উত্তরবঙ্গের কত জানা-অজানা দিক ফুটে উঠেছে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির আরিফা পারভিন, দিয়া ধর, রুদ্রজিৎ দে, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির সৌম্যদীপ সান্যাল, বৃষ্টি পাল, আশিস সরকার, নবম-দশম শ্রেণির দেবাশিস বর্মন, সাগর সরকারদের রংতুলিতে।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুরুতে 'গণেশ বন্দনা'য় নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে সুস্মিতা বর্মন। বৈরাতি নৃত্য পরিবেশন করে কৃষ্ণা বর্মন, তানিয়া বর্মন, ঝিলিক বর্মনরা। সুস্মিতা সরকার এবং বর্ণালি সূত্রধরের আবৃত্তি সবাইকে মুগ্ধ করে। 'উত্তরবাংলায় আসিয়া যান' গানটির সঙ্গে নেচে হাততালি কুড়োয় টুম্পা বর্মন। এরপর 'নীল দিগন্তে' গানের তালে মঞ্চ মাতায় সংগীতা দে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচির প্রথমেই ছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। প্রাক্তনীদের মধ্যে সন্তোষ যাদব পুলিশে কর্মরত, পুষ্প সরকার রয়েছেন বিএসএফে। সন্তোষের কথায়, 'এতদিন পর স্কুলে ফিরে আসতে পেরে আমরা সকলেই উচ্ছ্বসিত।'

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২২ জন কবিকে নিয়ে আয়োজিত হয় 'কবি সম্মেলন'। বাংলা এবং রাজবংশী ভাষায় কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিলেন। কাশিয়াবাড়ির যতীন বর্মা পাঠ করলেন 'আয়, আমরা ঠ্যাং বাড়াই' কবিতাটি। এসেছিলেন শালবাড়ির পীযূষ সরকার। তিনি বাংলা ভাষায় 'পাখিজন্ম' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এছাড়া, রাজবংশী ভাষায় 'নিশা' কবিতাটি দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। কবি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের অম্বরীশ ঘোষ, কোচবিহারের মাধবী ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত, বর্ণজিৎ রায়, শুভজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষে বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক অজিত অধিকারী বলেন, 'গুটিগুটি পায়ে বিদ্যালয়টি ২৫ বছরে পা দিল। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক থেকে এলাকাবাসী, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।' তিনি জানান, স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি জয়ন্তকুমার বর্মন এবং সদস্য পরিতোষ পাল অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানে ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

আলোচনায় উত্তরের সমাজ ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'উত্তরবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, স্থান ও জীবিকানির্বাহের সুযোগ : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনার বহুমুখী আলোচনা এবং সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন হয়ে উঠল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও পড়ুয়ারা অংশ নেন সেখানে।

স্বাগত ভাষণ দেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডঃ জয়দীপ রায়। এরপর ডঃ রাজীব ভৌমিক সেমিনারের মূল বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর ওপর আলোকপাত করা সেমিনারের উদ্দেশ্য।'

সেখানে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মতে, 'উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতি বহুমুখী এবং সমৃদ্ধ। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, সীমান্ত সমস্যা ও কর্মসংস্থানের সংকট এই অঞ্চলের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।'

প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়কে। নিজের বক্তব্যে তিনি দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, 'উত্তরবঙ্গের পর্যটন, চা শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিকাশ ঘটিয়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।'

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, 'সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবিকার উন্নয়নে সঠিক গবেষণা, নীতি-পরিকল্পনা এবং শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।'

শেষে আইকিউএসি-র পরিচালক ডঃ রঞ্জিতকুমার ঘোষ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরবর্তী অংশ শুরু হয় বিকেল পাঁচটা থেকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরের বিভিন্ন জনজাতি ও সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। চমক ছিল ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে বোড়ো জনজাতির পড়ুয়াদের ফ্যাশন শো। এরপর লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। তাছাড়া স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সাগ্নিকা দেবনাথ ও রুচিরা চৌধুরীর পরিবেশিত ভরতনাট্যম মুগ্ধ করে দর্শকদের।

অনুষ্ঠানের সমন্বায়ক প্রফেসর সুজয় দেবনাথ ও জয়লাল দাসের ব্যাখ্যায়, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পঞ্চাশটিরও বেশি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনায় উঠে এসেছে উত্তরের সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবিকার সমস্যা, সম্ভাবনা। গবেষকদের মতে, সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের সুপারিশগুলো মাথায় রাখলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ইতিবাচক বদল আসবে।

আলোচনায় উঠে আসে কৃষি, চা শিল্প, পর্যটন এবং ক্ষুদ্র শিল্প এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। তবে শিল্পের অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। উত্তরবঙ্গের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে আগের তুলনায়, তবে কিছু এলাকায় এখনও পরিকাঠামোর অভাব ভীষণরকম। সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বক্তারা আরও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি

ভার্মাকে কাজ থেকে সরানোর আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বদলির আদেশ স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি লিখলেন গুজরাট, কেরল, কর্ণাটক, লখনউ, এলাহাবাদ সহ ছয়টি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানরা।

যশবন্ত ভার্মার দিল্লির ৩০, তুঘলক ক্রিসেন্টের সরকারি বাসভবনে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা পাওয়ার পর তাঁকে বদলি করা হয়। এই ঘটনায় বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি স্বচ্ছ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিচারপতির জবাবদিহি চাওয়ার দাবি জানিয়েছে। বার প্রধানদের অনুরোধের পর প্রধান বিচারপতি খান্না তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন।

বার প্রধানদের চিঠিতে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিচারপতি ভার্মার বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং সমস্ত প্রশাসনিক কাজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। একইসঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও জানানো হয়েছে, বিচারপতি ভার্মার বদলির আদেশ বাতিল না করা হলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংহতি জানাতে এলাহাবাদে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবেন ছয়টি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানরা।

অন্যদিকে চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির। তবে তার আগেই নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ অগ্নিহোত্রী, মেনকা গুরুস্বামী, অরুন্ধতী কাটজু ও তারা নরুলার সঙ্গে কথা বলে আইনি পরামর্শ নিয়েছেন বিচারপতি ভার্মা।

বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৪ মার্চ তাঁর বাসভবনে আগুন লাগার পর সেখান থেকে ‘চার-পাঁচটি বস্তায় ভরা আধ-পোড়া ভারতীয় টাকা’ উদ্ধার করা হয়। তবে তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ এই অর্থের বিষয়ে কিছু জানেন না। এখন দেখার, তদন্তের পর বিচারপতি ভার্মার ভবিষ্যৎ কোন দিকে বাঁক নেয়।

ভূতুড়ে ভোটার বিতর্কের জবাবে বাংলায় অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান শা-র

‘রাজ্যের জন্যই কাঁটাতারহীন সীমান্ত’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : আগামী বছর বিধানসভা ভোটে এপিক বিতর্ক যে তৃণমূলের অন্যতম তুরুপের তাস হতে চলেছে সেটা ইতিমধ্যে স্পষ্ট। এর জবাবে রাজ্যের শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ও তোষণের পুরোনো অভিযোগে ফের শান দিয়েছে বিজেপি। একইসঙ্গে নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার বসানো যাচ্ছে না শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল, ২০২৫ নিয়ে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শা তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে। তিনি বলেন, ‘সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতার বসানোর কাজ বাকি রয়েছে। আমরা ১০টি রিমাইন্ডার পাঠিয়েছি। কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাতবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না।’

লোকসভায় আক্রমণাত্মক মেজাজে অমিত শা। বৃহস্পতিবার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কথা শুনে তৃণমূল সাংসদরা হইচই শুরু করেন। তাঁদের চিৎকারে পাত্তা না দিয়ে শা-র তোপ, ‘যখনই আমরা কাঁটাতার বসাতে যাই তখন শাসকদলের কর্মীরা এসে গুন্ডাগিরি করে। ধর্মীয় স্লোগান দেয়। আমি সাফ বলে দিতে চাই, শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের কৃপাদৃষ্টির কারণেই ৪৫০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ আটকে রয়েছে।’ বাংলাদেশে পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে বিএসএফ-বিজিবি বারবার গোলমালে জড়িয়েছে। একাধিক বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু কাঁটাতার বসাতে না পারার জন্য শা এদিন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আক্রমণ করেছেন তা বঙ্গ রাজনীতির পারদ আরও চরমে তুলে দিয়েছে।

> সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতার বসানোর কাজ বাকি রয়েছে। আমরা ১০টি রিমাইন্ডার পাঠিয়েছি। কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাতবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না।
>
> **অমিত শা**

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী কিংবা রোহিঙ্গা যারাই হোক, কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন অসম দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করত। এখন তারা পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। কারণ সেখানে তৃণমূল ক্ষমতায় আছে।’ তিনি বলেন, ‘কারা ওদের আধার কার্ড, নাগরিকত্ব দিচ্ছে? যে সমস্ত বাংলাদেশি ধরা পড়েছে তাদের সকলের কাছে ২৪ পরগনার আধার কার্ড রয়েছে। তৃণমূল ওদের আধার কার্ড দিয়েছে। ওরা ভোটার কার্ড নিয়ে দিল্লিতে এসেছে।’ এরপরই শা-র হুংকার, ‘২০২৬ সালে বিজেপি যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে তখন আমরা এসব বন্ধ করে দেব।’

শা-র আক্রমণের জবাবে তৃণমূল সামাজিক মাধ্যমে বাংলায় বিএসএফের এক্তিয়ারবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। জোড়াফুল শিবিরের বক্তব্য, ‘এ কেমন বিচার? বাংলায় বিএসএফের এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। অন্যদিকে গুজরাটে ৮০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে।’ তৃণমূলের তোপ, ‘বিএসএফ বাংলার সীমানায় নিজের কাজ করতে ব্যর্থ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দোষারোপ করা হয়। নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার বদলে কেবল অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোই কি এখন কেন্দ্রের কাজ?’ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের খোঁচা, ‘বিএসএফ যদি চায় তাহলে যে-কোনো অনুপ্রবেশকারীকে একদিনের মধ্যে ফেরত পাঠানো যায়। কিন্তু অমিত শা তা চান না। কারণ সেটা হলে বাংলায় ওঁদের নোংরা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা চলবে কীভাবে?’

এদিন এপিক ইস্যুতে সংসদে ট্রেজারি বেঞ্চের ওপর চাপ বাড়ানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই বিষয়ে আলোচনার দাবিতে তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ। কিন্তু সেগুলি খারিজ করে দেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর।

বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এপিক নিয়ে বলতে গেলে তাঁর বক্তব্য মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি সভা থেকে ওয়াকআউট করে।

ভারতে আসছেন পুতিন

মস্কো, ২৭ মার্চ : আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই কথা জানিয়েছেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই হবে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বৃহস্পতিবার মস্কোয় আয়োজিত ‘রাশিয়া ও ভারত : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নয়া পর্ব’ শীর্ষক এক আলোচনায় লাভরভ জানান, তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে প্রথম গন্তব্য হিসাবে রাশিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তারপর গত অক্টোবরে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ফের রাশিয়ায় এসেছিলেন। সেই সম্মেলনের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। ওই সময় পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান মোদি। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

লাভরভ বলেন, ‘গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর রাশিয়ায় প্রথম বিদেশ সফরে এসেছিলেন। এবার আমাদের পালা। আমাদের প্রেসিডেন্ট ভারত সফরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। সফরের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি তিনি ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবেন।’ যদিও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁর সফরসূচি নিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রক বা ক্রেমলিনের তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

পুতিনের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জেলেনস্কি

কিভ, ২৭ মার্চ : ট্রাম্প সরকারের মধ্যস্থতার চেষ্টার মধ্যেই নিজস্ব গতিতে চলছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে রাশিয়ার পাল্লা ভারী। নানা ভাবে সেকথা বোঝানোর চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। এমন সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

বর্তমানে ফ্রান্স সফরে রয়েছেন তিনি। সেখানে এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, গুরুতর অসুস্থ পুতিন। তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। তবে রুশ শীর্ষনেতার অসুস্থতার কারণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলেনস্কি। তাঁর কথায়, ‘এটা সত্যি যে উনি খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবেন।’ বেশ কিছুদিন ধরে পুতিনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে জল্পনা চলছে। পুতিনের টিউমার বা ক্যানসার হয়েছে বলে নানা সময়ে দাবি করা হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। কখনও আবার দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যায় ভুগছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। পুতিন পার্কিনসন্সে আক্রান্ত এমন কথাও শোনা গিয়েছে। যাবতীয় দাবিকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রেমলিন।

যোগীকে কটাক্ষে ভরালেন স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : ভাষা বিতর্কে এবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তীব্র ভাষায় নিশানা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে যোগী অভিযোগ করেছিলেন, নিজের ভোটব্যাংক বিপন্ন বলেই অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন স্ট্যালিন। এর জবাবে আগেও একাধিকবার সংসদের ভিতরে ও বাইরে ত্রিভাষা নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে ডিএমকে। ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশের একাধিক বিরোধীশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন স্ট্যালিন। কিন্তু তাঁর ওই নীতি যে বিজেপি মানতে নারাজ, সেটা যোগীর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুক বলে কটাক্ষ করেছেন স্ট্যালিন। ডিএমকে সভাপতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমাদের দল মোটেই কোনও ভাষার বিরোধী নয়। শুধুমাত্র ভাষাগত আগ্রাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটা মোটেই ভোট রাজনীতির জন্য হিংসা নয়। বরং এটা মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের লড়াই।’ তাঁদের প্রতিবাদ যে দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে, সেই দাবি জানিয়ে স্ট্যালিন বলেন, ‘আমাদের দুই ভাষা নীতির পক্ষে এবং ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে আমাদের অবিচল অবস্থান দেশে সাড়া ফেলায় বিজেপি দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়েছে। আর যোগী আদিত্যনাথ আমাদের হিংসা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন? আমাদের দয়া করুন। এটা শুধু নিছক উপহাস নয়, তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুকও বটে।’

> যোগী আদিত্যনাথ আমাদের হিংসা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন? আমাদের দয়া করুন। এটা শুধু নিছক উপহাস নয়, তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুকও বটে।
>
> **এমকে স্ট্যালিন**

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এর বলেছেন, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে ওঁরা ভাষা এবং অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করছেন। এই ধরনের রাজনীতি দেশকে দুর্বল করে। যোগী বলেন, ‘তামিল ভারতের সবথেকে পুরোনো ভাষাগুলির মধ্যে একটি। তার ইতিহাস সংস্কৃতর মতোই প্রাচীন। সমস্ত ভারতীয় তামিল ভাষাকে সম্মান করেন। ডিএমকে যে অবস্থান নিয়ে চলছে তা সংকীর্ণ মানসিকতা।’

দাম বাড়ছে সুগার-ক্যানসার ওষুধের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ফের কপালে ভাঁজ সাধারণ মানুষের। কারণ, আবার দাম বাড়ছে ক্যানসার থেকে শুরু করে ডায়াবিটিস ও হার্টের অসুখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বহু ওষুধের দাম বাড়ানো হবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, এই ওষুধগুলির দাম ১.৭ শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই দাম বাড়ার বিষয়ে অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (এআইওসিডি)-র সাধারণ সম্পাদক রাজীব সিংঘল বলেন, এই পদক্ষেপ ওষুধ শিল্পে স্বস্তি নিয়ে আসবে। কারণ, কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য খরচ প্রচুর বেড়েছে। তাঁর কথায়, ‘বাজারে নতুন দামের ওষুধ দেখতে আরও দুই-তিন মাস লাগবে। কারণ, বাজারে সব সময় প্রায় ৯০ দিনের বিক্রয়যোগ্য ওষুধ থাকে।’ সংসদের রাসায়নিক ও সার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফার্মা কোম্পানিগুলি বারবার ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের নিয়মভঙ্গ করছে। তারা অনুমোদিত দামবৃদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এআই ড্রোনের সফল পরীক্ষা

পিয়ংইয়ং, ২৭ মার্চ : সামরিক শক্তি বাড়াতে কৃত্রিম মেধাযুক্ত আত্মঘাতী ড্রোনের সফল পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া। বৃহস্পতিবার এদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গুপ্তচর ড্রোনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন দেশের সর্বাধিনায়ক কিম। তিনি ড্রোনে ব্যবহৃত উন্নত ইলেক্ট্রনিক জ্যামিং ব্যবস্থাও পরখ করেছেন। নিজেদের অস্ত্রাগার সম্প্রসারিত করছে। পরীক্ষা চলছে উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের। অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলি পরিদর্শন করেন কিম।

কারা এরা? চিতার বাচ্চা। বয়স মাত্র দু’মাস। কুনো ন্যাশনাল পার্কে। -পিটিআই

চিন সফরে জনসংযোগে জোর ইউনূসের

‘চাপে’ মুখ ঢাকল মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল

ঢাকা, ২৭ মার্চ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে লঘু করে ২০২৪-এর জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জামাত ই ইসলামির মতো দল। ২৬ মার্চ দেশের নানা জায়গায় সেই চেষ্টা টের পাওয়া গিয়েছে। তালিকায় নবতম সংযোজন লালমণিরহাটে বিডিআর রোডের ধারে মুক্তিযুদ্ধের একটি ম্যুরাল ঢেকে ফেলা। বুধবার স্থানীয় প্রশাসন নীল-সাদা কাপড় দিয়ে ম্যুরালটি ঢেকে দেয়। কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ছাত্র-জনতার দাবি মেনে ম্যুরালটি ঢেকে রাখা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ম্যুরালে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার গঠন, ’৭১-এর গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উৎসব, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ, ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে

> ম্যুরালে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উৎসব, ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষের নানা খণ্ডদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষের নানা খণ্ডদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এমন একটি ম্যুরাল কীভাবে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে খাটো করেছে সমাজমাধ্যমে অনেকেই সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে মুক্তিযুদ্ধ ও ২৬ মার্চের গৌরব বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। বুধবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, ‘আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।’ দেশে মুক্তিযুদ্ধকে যখন বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে তখন চিন সফরে ব্যস্ত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সফরের প্রথম দু’দিনে চিনের সঙ্গে কোনও চুক্তি বা মউ স্বাক্ষর করেননি তিনি। তাঁর সফরসূচি জুড়ে রয়েছে চিন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়া। বৃহস্পতিবার চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিং জুয়েশিয়াংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের কথা রয়েছে।

রেল মানচিত্রে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৭ মার্চ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতীয় রেলের মানচিত্রে জুড়ল কাশ্মীর উপত্যকার নাম। ১৯ এপ্রিল কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রথম ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম ট্রেন হিসেবে ছুটতে পারে বন্দে ভারত। একইসঙ্গে ওইদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু চন্দ্রভাগা সেতুরও দ্বারোদ্ঘাটন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের। জানা গিয়েছে, গোড়ায় কাটরা থেকে চললেও অগাস্টে জম্মু থেকে শ্রীনগর/বারামুলা পর্যন্ত চলবে ট্রেন। তবে দিল্লি-শ্রীনগর রুটে এখনও পর্যন্ত কোনও ট্রেন চালু হয়নি।

কুণাল বনাম টি সিরিজ

মুম্বই, ২৭ মার্চ : স্ট্যান্ড আপ কমিডি শো ‘নয়া ভারত’-এর এক হিন্দি গানের প্যারোডিতে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে গদ্দার বলে কটাক্ষ করেছিলেন কৌতুক অভিনেতা কুণাল কামরা। সেই প্যারোডি ভিডিওয় ‘কপিরাইট স্ট্রাইক’ পাঠিয়েছে মিউজিক কোম্পানি টি সিরিজ। বৃহস্পতিবার সেই টি সিরিজকে নিশানা করেন কুণাল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘হ্যালো টি সিরিজ, দালাল হওয়া বন্ধ করো। প্যারোডি এবং স্যাটায়ার আইনত ন্যায্য ব্যবহারের আওতায় আসে। আমি গানের কথা বা মূল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিনি। আপনি যদি এই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলেন তাহলে তো প্রতিটি গান বা নৃত্যের ভিডিও সরিয়ে ফেলতে হবে। নির্মাতারা দয়া করে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।’ ‘ভারতের প্রতিটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান মাফিয়াদের থেকে কম নয়’ বলেও পোস্টে মন্তব্য করেন তিনি।

২৩ মার্চ ৪৫ মিনিটের বিতর্কিত ভিডিওটি আপলোড করেছিলেন কুণাল। টি সিরিজের কপিরাইট স্ট্রাইকের কারণে সেটি ব্লক করা হয়েছে। ফলে ভিডিও-র ভিউ ও লাইক বাবদ তাঁর অর্থপ্রাপ্তির পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে পুলিশের কাছেহাজিরার দেওয়ার সময় চাওয়া হলে খারিজ করে দিয়েছে মুম্বই পুলিশ।

ওলা-উবরের বিকল্প এবার ‘সহকার ট্যাক্সি’

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ওলা-উবরের সঙ্গে টক্কর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘যাত্রী সাথী’ প্রকল্প ইতিমধ্যে কেবল জনপ্রিয়ই নয়, বেশ সাফল্যও পেয়েছে। গত দেড় বছরে এই অ্যাপের মাধ্যমে বলার মতো লাভ হয়েছে সরকারের। এবার তারই অনুসরণে কেন্দ্রীয় সরকারও একটি পরিবহণ পরিষেবা চালু করতে চলেছে। কেন্দ্রের এই পরিষেবা ছড়িয়ে পড়লে ওলা-উবরের ব্যবসা ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে জানিয়েছেন, ‘সহকার ট্যাক্সি’ নামে একটি নতুন যাত্রী পরিবহণ পরিষেবা খুব শীঘ্রই চালু করতে যাচ্ছে কেন্দ্র। ওই অ্যাপ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গাড়ি, ট্যাক্সি বা অন্যান্য যানবাহন বুক করতে পারবেন যাত্রীরা। এটি একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থা, যা চালকদের সরাসরি লাভের সুযোগ দেবে। ওলা ও উবরের মতো অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবার আদলে তৈরি এই উদ্যোগে তুলনামূলক কম

খরচে দুই চাকা, ট্যাক্সি, রিকশা এবং চার চাকার গাড়ি বুক করে কাছে-দূরে যেতে পারবেন যাত্রীরা। এই পরিষেবায় কোনও ‘তৃতীয় পক্ষ’ লাভের ভাগ নিতে পারবে না।

লোকসভায় শা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘সহকার সে সমৃদ্ধি’ (সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতি) নীতি রূপায়ণের কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ‘এটি নিছক একটি স্লোগান নয়। গত সাড়ে তিন বছর ধরে সমবায় মন্ত্রক একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যেই একটি বড় সমবায় ভিত্তিক ট্যাক্সি পরিষেবা চালু হবে, যা চালকদের সরাসরি লাভের অংশীদার করবে।’

গাড়ি আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক

ট্রাম্পের ঘোষণায় ‘সিঁদুরে মেঘ’ আমেরিকার পরিবহণশিল্পে

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ : ভারত, চিন, কানাডা, মেক্সিকো...। সামনের সারির বাণিজ্য সহযোগীদের মধ্যে প্রায় সবার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলি আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে চড়া হারে শুল্ক বসায়। আর আমেরিকার কম আমদানি শুল্কের সুযোগ নিয়ে সেখানে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করে লাভবান হয়। বৃহস্পতিবার সেই ট্রাম্পই একতরফাভাবে আমেরিকায় আমদানি করা সব ধরনের গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন। শুধু গাড়ি নয়, বিদেশ থেকে গাড়ির যেসব যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়, তার ওপরও এই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে।

বিশ্বের অন্যতম বড় গাড়ির বাজার আমেরিকা। মার্কিন সংস্থাগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গাড়ি রপ্তানি করা হয়। আবার আমেরিকার গাড়ি উৎপাদকরা বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি করে। ফলে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রভাব দেশি-বিদেশি সব গাড়ি উৎপাদকের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন সেই আশঙ্কা প্রবলতর হয়েছে প্রায় সবকটি মার্কিন গাড়ি উৎপাদকের শেয়ারদর পড়ে যাওয়ায়। জেনারেল মোটরসের শেয়ারের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে। জিপ এবং ক্রিসলারের মালিক স্টেলান্টিসের শেয়ারদর পড়েছে ৩.৬ শতাংশ। তবে সামান্য বেড়েছে ফোর্ডের শেয়ার।

ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা কার্যকরভাবে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। এর ফলে রাজস্ব খাতে সরকারের আয় বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার বাড়বে। এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার আর্থিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।’ শুল্ক বাড়ায় আমেরিকায় গাড়ির বাজার কি ধাক্কা খাবে? উৎপাদন কমাতে বাধ্য হবে দেশীয় সংস্থাগুলি?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, শুল্কের চাপে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি কমবে। আমেরিকার বাজারে দেশীয় সংস্থাগুলির অংশীদারি বাড়বে। ভবিষ্যতে আমেরিকায় কারখানা তৈরি করতে বাধ্য হবে বিদেশি গাড়ি প্রস্তুতকারকরা।

আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া গাড়ির বড় অংশ যায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডা থেকে। ট্রাম্পের ঘোষণার পরেই মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে। আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির জবাব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। একই ইঙ্গিত দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তারপরেই দু’পক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প।

সফল প্রজননে ৯ শাবকের জন্ম বেঙ্গল সাফারিতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পর এবার সিংহের সফল প্রজনন। নতুন নজির গড়ল শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। কয়েকমাস আগে সাফারি পার্কে সিংহ শাবকের জন্ম হয় বলে জানা গিয়েছে বন দপ্তর সূত্রে।

কর্তৃপক্ষের দাবি, শাবক দুটি সিংহ দম্পতি সুরজ ও তনয়ার। তবে একটি জন্মের পর থেকে অসুস্থ ছিল। কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় ওই শাবকের। আরেকটিকে সাফারির চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রাখা হয়। আপাতত সুস্থ সে। বনমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদার কথায়, 'সাফারি পার্কে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পর সিংহের সফল প্রজনন আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। সম্প্রতি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের জন্ম হয়েছে। বিশেষ যত্নে রাখা হচ্ছে শাবকদের।'

সিংহ শাবকের জন্ম নিয়ে গর্ব করলেও বিতর্কে জড়িয়েছে বন দপ্তর। প্রথমে তনয়ার গর্ভাবস্থাকে ফলস প্রেগন্যান্সি বলে প্রচার চালিয়েছিল। কেন সেটা করা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি শেষপর্যন্ত দুটি শাবকের মৃত্যু হলে, ফলস প্রেগন্যান্সি বলেই চালিয়ে দেওয়া হত? এই ইস্যুতে মুখ খুলতে নারাজ বনকর্তারা।

বৃহস্পতিবার বীরবাহা শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী সহ অন্য বনকর্তারা। সেখানে হলং বনবাংলো সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সেই দিকটি দেখছেন। তিনি যেমনভাবে বলবেন, সেভাবে কাজ হবে।'

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয় একজোড়া সিংহ। শিলিগুড়িতে আনার পরেই তাদের নাম নিয়ে বিতর্ক বাধে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত রাজ্য সিংহ জুটির নাম বদলে সুরজ ও তনয়া রাখে। এবারও বেঙ্গল সাফারি পার্কে দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তনয়া। মাসপাঁচেক আগে দুই শাবকের জন্ম দেয় সে। জন্মের পর থেকে দুই সদ্যোজাতের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নজরদারিতে ছিল ওরা। যাবতীয় সতর্কতার পরেও এক শাবকের মৃত্যু হয়। অপরটি বর্তমানে সুস্থ। পুরুষ শাবকটি এখন এনক্লোজারে মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দে খেলাধুলো আর খাওয়াদাওয়া করছে।

সিংহের জলপান। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে।

রয়েল বেঙ্গলের পর এবার সিংহ

গত কয়েকমাসে সাফারি পার্কে একটি এশিয়াটিক হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, তিনটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চারটি সাংহাই হরিণের জন্ম হয়েছে। অন্য চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে আটটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল সাফারিতে এই মুহূর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ১১। গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি বছর পার্ক রেকর্ড সংখ্যক আয় করেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এখনও পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি টাকা। গত আর্থিক বর্ষে আয় ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় জলহস্তী এবং আরও চশমা মুখো বাঁদর, সাংহাই হরিণ আনার পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে উত্তপ্ত মোথাবাড়ি

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৭ মার্চ : গোষ্ঠী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। আর তার জেরে পথ অবরোধের ঘিরে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকা। পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ। দফায় দফায় উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে ওঠে। মোথাবাড়ি সদরের চার প্রান্তে রাজ্য সড়কের উপর ক্ষিপ্ত জনতা ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দেয়। এমনই অভিযোগ উঠেছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মালদা সদর থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী পাঠানো হয়। নামানো হয় র‍্যাফ। কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালায় পুলিশ। পরে কাঁদানে গ্যাস ছাড়ায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। জনতার ছোড়া ইট পাটকেলে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে জেলা পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

এদিন রাতেও গোটা মোথাবাড়ি এলাকা থমথমে। দুটি রাজ্য সড়কের চার প্রান্তে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন ঘটনার পরেই এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুনসান ছিল গোটা মোথাবাড়ি চত্বর। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। গোটা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৫ তারিখ ঘটনার সূত্রপাত। সেই রাতে একদল তরুণ ডিজে ও পটকা সহ চৌরঙ্গি মোড়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। পটকা ফাটানো নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার না করায় এদিন অপরপক্ষ চৌরঙ্গি মোড়ে জমায়েত শুরু করে। মোথাবাড়ি থানার দুই প্রান্তে কয়েকশো মিটার দূরে ধীরে ধীরে জমায়েত বাড়তে থাকে। তারপরেই পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। অভিযোগ, সেইসময় পুলিশের উপর চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতির অবনতি হয়। সেইসময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করার পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুলিশের উপর আক্রমণ চালায় কিছু লোকজন। ইটবৃষ্টি হতে থাকে পুলিশের গাড়ির উপর। কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে থাকলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়। ঘটনায় কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্য সায়েম শেখ জানিয়েছেন, 'ভোটের আগে তৃণমূলের চোর গুন্ডারা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তৃণমূলের কিছু উঁচু ধরনের নেতার ইন্ধন রয়েছে।'

বিজেপির দক্ষিণ মালদা জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে থানার কোনও অস্তিত্ব নেই! সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করছে তৃণমূল। অপরাধ দমন করতে গেলেই পুলিশকে অপরাধীদের হাতে মার খেতে হচ্ছে।' স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, কিছু যুবক কোনও উসকানিতে পড়ে জমায়েত করে গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল। প্রশাসন সেটা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছে।'

শাশুড়ি খুনে গ্রেপ্তার বৌমা

তুফানগঞ্জ, ২৭ মার্চ : সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পুত্রবধূ ও নাতির বিরুদ্ধে এক প্রৌঢ়াকে মারধর করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। নীলা বিশ্বাস (৬২) নামে ওই প্রৌঢ়া বৃহস্পতিবার ভোরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে মারা যান। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা বড়ইতলার ঘটনা। তাঁর মায়ের উপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হত বলে মৃতার মেয়ের অভিযোগ। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে মৃতার পুত্রবধূ মালা বিশ্বাস ও নাতি রাজদীপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

ফিরল নাবালিকা

বীরপাড়া, ২৭ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ বছর বারোর এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে ডিমডিমার সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে দিয়ে যায়। পরে জানা যায়, মেয়েটির বাড়ি ফালাকাটার ময়রাডাঙ্গায়। পুলিশের অনুমতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সাজু মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দেন। তিনি জানান, মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন। বাবা মারা গিয়েছেন। মা-ও মানসিক ভারসাম্যহীন। বাড়িতে দুই অবিবাহিতা দিদি রয়েছেন। তাঁরা জানান, ওই নাবালিকা কিছুতেই বাড়িতে থাকতে চায় না। মাঝেমধ্যেই পালিয়ে যায়। মেয়েটির চিকিৎসায় পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন সাজু।

জমিজটে থমকে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দুই এলাকাতেই বাধা এসেছে বলে জানিয়েছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার।

এদিনের বৈঠকে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়, শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা, বিজেপি পরিচালিত পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাব-স্টেশনের পক্ষে সবাই একমত। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও বিজেপির উপপ্রধান দুজনেই একসুরে বলেন, 'সাব-স্টেশন হলে লো ভোল্টেজ, লোডশেডিংয়ের সমস্যা দূর হবে। তাই প্রকল্পের অর্থ যাতে ফেরত না যায় সেজন্য জমি পেতে আমরা সহযোগিতা করব।'

এখনও জলদাপাড়া, শালকুমারহাট, পলাশবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছোয় ফালাকাটার সাব-স্টেশন থেকে। ফালাকাটা থেকে জলদাপাড়ার দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি। দূরত্ব বেশি হওয়ায় লো ভোল্টেজের সমস্যাও দীর্ঘদিনের। তাছাড়া ঝড়, বৃষ্টির দিনে এইসব এলাকার গাছ বা ডালপালা ভাঙলে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। এজন্য গত বছর সোনাপুর সাব-স্টেশন থেকে শালকুমার মোড় পর্যন্ত ১১ কেভির সংযোগ দেওয়া হয়। যেহেতু ফালাকাটা থেকে এত দূরে পরিষেবা আসে, তাই ঘোকসাডাঙ্গা থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৩৩ কেভির নতুন লাইন বসানো হয়। তা সত্ত্বেও জলদাপাড়া, পলাশবাড়ি এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা মেটেনি। এজন্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পলাশবাড়ির বন্যাত্রাণ শিবিরের পাশে থাকা খাসজমিতে ১০ কোটি টাকার সাব-স্টেশন তৈরির করার উদ্যোগ নেয় বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। কিন্তু তখন সেখানে স্থানীয়দের একাংশ বাধা দেয়। সম্প্রতি মেজবিলে একটি খাসজমিও দেখেন দপ্তরের কর্তারা। সেখানেও বাধা আসে। এদিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রস্তাবিত দুই জায়গার মধ্যে যে কোনও একটিতে যাতে সাব-স্টেশন করা যায় সেজন্য তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতা, জনপ্রতিনিধিরা শীঘ্রই সর্বদলীয় বৈঠক করে জনমত গড়ে তুলবেন।

সৌরভের স্কুল নিয়ে বিতর্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে অসমাপ্ত সেই ভবন। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : যাঁর আমলে জমি নেওয়া হয়েছিল সেই অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে তিনি আর স্কুল তৈরিতে আগ্রহী নন। এসজেডিএ-র শেষ বোর্ডের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, ওই স্কুলের জন্য নেওয়া জমির লিজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামেই রয়েছে। এসজেডিএ-র দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কথায় মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের স্কুল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। প্রশ্ন উঠছে, ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে শিল্পপতি হয়ে ওঠা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্কুলের জমি নিয়ে এসজেডিএ-র বর্তমান অবস্থান কী? এসজেডিএ-র কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়েকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের তরফেও এর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা তৈরির কথা ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে তা নিয়ে কম চর্চা হয়নি। কবে সেই কারখানা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে ঢাকঢোল পিটিয়ে যে স্কুল করার কথা সৌরভ বলেছিলেন, সেই প্রকল্প বর্তমানে বিশবাঁও জলে। ছয় বছরের বেশি সময় ধরে স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গোটা এলাকা আগাছায় ভরেছে।

বাম আমলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য হিমাঞ্চল বিহারে সৌরভকে স্কুল করার জন্য জায়গাটি পাইয়ে দিয়েছিলেন। ৩ একরের কিছু বেশি ওই জমিতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কাজও শুরু হয়। বেশ কয়েকবার সৌরভ এসে স্কুলের কাজ দেখে গিয়েছিলেন বলেও খবর। কিন্তু ২০১৯ সালে হঠাৎ করে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের চারতলার ঢালাই হয়ে রয়েছে। ইটের গাঁথনি অনেকটা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যত পরিত্যক্ত থাকা ওই জায়গা এখন নেশার আসরে পরিণত হয়ে রয়েছে। অশোকের কথায়, 'স্কুলের কাজ শুরু হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সৌরভের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু স্কুল সে করবে না বলে সেই সময় জানিয়েছিল। পরে কী হয়েছে তা নিয়ে আর কথা হয়নি।'

২০১৯ সালে স্কুল তৈরির প্রকল্পে রাতপাহারাদারের কাজ করতেন পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথর কলোনির বাসিন্দা মণি বর্মন। কিন্তু প্রায় এক বছর দেখভালের কাজ করেও টাকা পাননি বলে মণির অভিযোগ। তাঁর কথায়, 'ঠিকদার সংস্থা কাজ বন্ধ করে পরবর্তীতে গেট তালা দিয়ে চলে যায়। কাজের টাকা চেয়েও আর পাইনি।'

প্রকল্প না করায় রাজ্য সরকার অনেক জমি এর আগে শিল্পপতিদের কাছ থেকে ফেরত নিয়েছে। সেখানে সৌরভের থেকে কি জমিটি ফেরত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এসজেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, 'খোঁজ নিয়ে জেনেছি এখনও পর্যন্ত জমিটি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে লিজে রয়েছে। তবে স্কুল নিয়ে তাঁর কী পরিকল্পনা রয়েছে তা জানা নেই।'

সৌরভের প্রকল্প নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির বিধানসভায় পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সৌরভের স্কুল বা কারখানা কিছুই বাস্তবে দেখা যায়নি। এবিষয়ে সৌরভের নিজের ভাবা দরকার।'

পাথরঘাটার মানুষের মধ্যে তারকা ক্রিকেটারের স্কুল নিয়ে একসময় বাড়তি উন্মাদনা ছিল। পাথরঘাটা এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ বর্মনের বক্তব্য, 'স্কুল ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। জায়গাটি বর্তমানে সমাজবিরোধীদের নেশার জায়গা হয়েছে।'

ছাপ্পা ভোটে জিতেছেন রবি, তোপ ভূষণের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ মার্চ : ছাপ্পা ভোটে জিতে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নয়, খোদ শাসকদলেরই কাউন্সিলার তথা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভূষণ। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। বর্তমান কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে 'চোর' বলে তাঁর পদত্যাগও দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার ভূষণের করা ওই অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হয়েছে জেলার রাজনীতি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য ইতিমধ্যেই এই নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধতে শুরু করেছে। ভূষণের অভিযোগকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, 'কে কী বলেছেন তা আমি জানি না। আমি বলতেও পারব না। এগুলো যিনি বলেছেন, তিনিই এ বিষয়ে বলতে পারবেন।'

দীর্ঘদিন পর বুধবার পুরসভায় বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ওই বোর্ড মিটিংয়ে ১১ জন কাউন্সিলার যাননি। চেয়ারম্যান মাত্র ছয়জন কাউন্সিলারকে নিয়ে বোর্ড মিটিং করেছেন। যা নিয়ে পুরসভার অন্দরে ব্যাপক হইচই হয়। এদিন পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার ভূষণ বলেন, 'চেয়ারম্যান কোনও কাউন্সিলারের কথা শোনেন না। তিনি যেটা মনে করেন সেটাই করেন।' ভূষণের অভিযোগ, বোর্ডের মিটিং ছাড়া, অনুমতি ছাড়া বিভিন্ন ভেটিং করেছেন চেয়ারম্যান। বিল পাশ করিয়েছেন, কোটি কোটি টাকার অনুমোদন করে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তখন বোর্ডের দরকার পড়েনি। কাউন্সিলারের দাবি, 'সদস্যরা ভেবেছেন তখন যখন দরকার পড়েনি। তাহলে এখন গিয়ে কী লাভ!

সেই জন্য দলের অধিকাংশ কাউন্সিলার বোর্ড মিটিংয়ে যাননি।' ভূষণ বলেন, 'আমার শরীর খারাপের জন্য আমি বোর্ড মিটিংয়ে যাইনি। কিন্তু আমি শুনলাম কিছু কাউন্সিলারকে বাড়ি থেকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাউন্সিলারদের বাড়ি থেকে এভাবে যখন তুলে নিয়ে গিয়ে চেয়ারম্যানকে পুরসভার বোর্ড মিটিং করতে হয়, সেক্ষেত্রে ওঁর পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে কী লাভ? ওঁর উচিত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসা।'

গত পুরসভার ভোট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন ভূষণ। তিনি বলেন, 'গত পুরসভা নির্বাচনে যে ভোট হয়েছে, কোচবিহারে তা নজিরবিহীন। হাজার হাজার ভোট ছাপ্পা মারাতে অল্প কিছু ভোটে তিনি জিতেছেন। ওয়ার্ডের লোক ওঁকে ভোট দেয় না। অথচ আজকে চেয়ারম্যান।' ভূষণের দাবি, চেয়ারম্যানের এতটাই দাম্ভিকতা যে দলের জেলা সভাপতিকে মানবেন না, দলকে মানবেন না, বোর্ড চালাবেন নিজে। এটা তো হতে পারে না। যাঁরা গিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন, চোরের সঙ্গে সহযোগিতা করলে সেও চোর হয়।'

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলায় যথেষ্ট অস্বস্তি বেড়েছে দলের। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ওগুলো ভূষণের ব্যক্তিগত মতামত। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।' দলের কোর কমিটির সদস্য তথা প্রবীণ নেতা আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'কারও যদি কিছু বলার থাকে তা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু দলের মধ্যে থেকে বাইরে কারও এসব কথা বলা ঠিক নয়।'

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'আমরা বরাবরই বলে আসছি তৃণমূল ছাপ্পা ভোট করে নির্বাচনে জেতে। আমাদের সেই দাবি যে পুরোপুরি সত্য তা এখন তৃণমূলের কাউন্সিলারের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।'

চকোলেট উপকরণের বীজবপন মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : ম্যাচের শেষ বল। জয়ের জন্য লাগবে ছয় রান। ব্যাটসম্যানের শট বাউন্ডারি রোপ পেরিয়ে মাটিতে পড়তেই গ্যালারিতে উদ্বেল প্রেমিকা। নিরাপত্তারক্ষীদের এড়িয়ে মাঠে ঢুকে সে সোজা প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না। প্রেমিকার হাতে ডেয়ারি মিল্ক চকোলেট। প্রখ্যাত বহুজাতিক সংস্থার এই বিজ্ঞাপন অনেকেরই জানা। তাঁরা জানেন না, আগামীদিনে এমন অনেক প্রেমিকার হাতে থাকা মিল্ক চকোলেটের কোকোর বীজবপন হবে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের ফার্মে।

বহুজাতিক এই কোম্পানির চকোলেট উৎপাদন হবে গুয়াহাটিতে। আর তার জন্য কোকোর জোগান পেতে ইতিমধ্যেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের দাদন দিয়েছে ওই কোম্পানি। ওই কোকো চাষের জন্য কলমের চারা যাচ্ছে মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণাকেন্দ্র থেকে। সেন্ট্রাল ক্রপ প্ল্যান্টেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ভারতে তাদের চকোলেট উৎপাদনে মোহিতনগরে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে ক্যাডবেরির অধিগ্রহণকারী সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল। কেন্দ্রীয় কাজু ও কোকো উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করার পর চকোলেট তৈরিতে গুয়াহাটিতে কারখানা তৈরি করছে এই বহুজাতিক কোম্পানি। আর সেই চুক্তির সুবাদেই মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় গবেষণাকেন্দ্রে বরাত এসেছে কোকো চারা তৈরির।

গবেষণাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী জুন মাসে ৩০০০ কোকো ড্রাফটেড অর্থাৎ কলম চারা পাঠানো হচ্ছে মেঘালয়ে। দ্বিতীয় দফায় আরও ৫০০০ চারার বরাতও পাবে জলপাইগুড়ির এই কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর ৫০ হাজার কোকো চারার কলম উত্তর-পূর্ব ভারতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানি।

ইনস্টিটিউটের প্রধান বিজ্ঞানী অরুণ শীট বলেন, 'বাজারে পাকা কোকো ফলের বীজের দাম কেজি প্রতি ৫০০ টাকা। এখানে যেভাবে কোকো চারার কলম করা হয়েছে সেগুলি 'মাল্টি লোকেশন ওয়েদারে' বড় হয়ে উঠতে পারবে। উন্নত প্রজাতির কোকোর ফলন আগামী তিন বছর পর থেকেই পাওয়া যাবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আবহাওয়ায় এর ফলন খুবই ভালো হবে।'

মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল তাদের কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে কোকোর সরবরাহে যেন ঘাটতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় চাষিদের মধ্যে প্রচার করে কোকো চাষের প্রসার ঘটাতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কারখানা চালু হলে ওই রাজ্যগুলির চাষিদের থেকেই কোকো কিনে তৈরি হবে ডেয়ারি মিল্ক, ফ্রুট অ্যান্ড নাট বা ডার্ক চকোলেটের মতো নানা ভ্যারাইটি।

দক্ষিণ ভারতেও উন্নতমানের কোকো চাষ হয়। একটি চকোলেট প্রস্তুতকারী সংস্থা তাদের উৎপাদনের জন্য কোকো চারা নিয়ে থাকে সেখানকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের টেক্কা দিয়ে কোকো চারার বরাত নিয়ে এসেছে মোহিতনগরের গবেষণাকেন্দ্র। এবার দেশে সেই উপহার পৌঁছে দেওয়ার কারিগর হবে উত্তরবঙ্গের এক গবেষণাকেন্দ্র।

ভুয়ো সিম বিক্রি, ধৃত ৩

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : ভুয়ো সিম বিক্রির ঘটনায় আলিপুরদুয়ার শহর থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশ হেপাজতে পাঠান। আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'ভুয়ো সিম বিক্রির ঘটনায় কারা যুক্ত রয়েছে তারা কীভাবে কাজ করে এ সব জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

ভুয়ো সিম বিক্রির চক্র আলিপুরদুয়ার জেলায় ক্রমেই জাঁকিয়ে বসছে। ভুয়ো সিম ব্যবহার করে বহু অসামাজিক কাজকর্ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নামে। এর আগে শামুকতলা, জয়গাঁর মতো জায়গাতেও ভুয়ো সিম ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এবারে আলিপুরদুয়ার শহরে তিনজন ধরা পড়ায় এই চক্রের অনেকটাই গভীরে পৌঁছানো যাবে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

চাপা যন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

শিশুটি মনে এতটাই আঘাত পেয়েছে যে তার বাবার সম্পর্কে সেগুলি লিখে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। আমি চাই ও যেন পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়। ইতিমধ্যেই ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। বাবার সঙ্গেও কথা বলব।'

কোচবিহারের এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাও। পারিবারিক অশান্তির জেরে শৈশব যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিরঞ্জীব রায়ের পরামর্শ, 'একটি শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কতটা হবে তা নির্ভর করে তার পরিবারের উপর। শিশুর সামনেই যদি পারিবারিক অশান্তি, মারধর এসব চলতে থাকে তাহলে শিশুর মনে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। অভিভাবকদের এবিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত। শিশুদের স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলতে হবে। তাঁদের অনেক বেশি ভালোবাসা প্রয়োজন।'

বাবাকে নিয়ে লেখা ওই ছাত্রের কথাগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন শিক্ষক। সেখানে কমেন্টও জমা পড়েছে অনেক। প্রত্যেকেই চাইছেন অতীত দূরে সরিয়ে পিতৃস্নেহে বড় হয়ে উঠুক ওই ছাত্র।

তদন্তের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

মানুষকে জানান দেবে বন দপ্তর। বীরবাহার বক্তব্য, 'উত্তরের জঙ্গলে আগুন লাগার বিষয়টি আমি শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। আমরা জঙ্গল লাগোয়া এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নেব। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করব।'

শিলিগুড়ি সংলগ্ন মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে রিসর্ট তৈরি করা হয়েছে। একাধিক এলাকায় জঙ্গলের ভেতরেই তৈরি হয়েছে রিসর্ট। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের সারুগাড়া রেঞ্জ এবং ডাবগ্রাম রেঞ্জ এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু রিসর্ট তৈরি হয়েছে। ফাঁপড়ি, নেপালিবস্তি এলাকায় ওই রিসর্টগুলির ছড়াছড়ি। জঙ্গলের পরিবেশের আনন্দ নিন বলে এই রিসর্টগুলি আবার ঘটা করে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে। সরকারি আধিকারিক থেকে পুলিশ আধিকারিক ওই রিসর্টগুলিতে গিয়ে ফুর্তি করেন বলে অভিযোগ। বড় বড় নেতারাও গিয়ে ফুর্তি করছেন ওই রিসর্টগুলিতে। অভিযোগ, হাতি সহ বিভিন্ন জন্তুর করিডরে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। হাতি এবং অন্যান্য প্রাণী এসে ওই আবর্জনাগুলি খাচ্ছে। হাতির হানা আটকাতে কোথাও কোথাও আবার কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দিয়ে দিয়েছেন রিসর্ট মালিকেরা। দেখা গিয়েছে, ওই রিসর্টগুলি যে এলাকায় তৈরি করা হয়েছে সেই এলাকার জমির চরিত্র পর্যন্ত বদল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে একবার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে তদন্ত হয়েছিল কিন্তু সেসময় দেখা গিয়েছিল সরকারি কাগজ-কলমে এখনও কিছু জমি জঙ্গলমহল মৌজায় রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপর আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে শুধু বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলই নয়, লাটাগুড়িতে জঙ্গলের গা ঘেঁষেই একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে। জঙ্গল থেকে কোনও জন্তু যাতে রিসর্টে ঢুকতে না পারে তার জন্য চারপাশ দিয়ে বড় গর্ত করে দেওয়া হচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় যে জঙ্গলের গাছ কেটে তবেই রিসর্টগুলি তৈরি করা হয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে কিছু রিসর্ট তো আবার জঙ্গলের কোর এলাকায় ইকো সেনসেটিভ জোনের মধ্যে রয়েছে। রিসর্টের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চারদিকে শুধু বড় বড় গাছই নজরে আসবে। আলিরপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পেও কোথাও বনের জমিতে গাড়ির শোরুম তৈরি হয়েছে তো কোথাও রিসর্ট। ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভেতরে অবাধে শাল এবং সেগুন গাছও কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই উত্তরের জঙ্গল বাঁচাতে তদন্ত হোক বলে দাবি উঠছিল। তাই উত্তরের সর্বত্র জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় তৈরি হওয়া রিসর্ট এবং গাছ কাটা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গলে আগুন লাগা রুখতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'মন্ত্রীর এই উদ্যোগ খুবই ভালো। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরই তো বিষয়টির ওপর নজর দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।'

ইতিহাসের সম্মান প্রাপ্য

প্রথম পাতার পর

দার্জিলিং মেল ঢুকলেও বিস্ময়বোধ ঘিরে ধরবে আপনাকে। প্রথমত, দার্জিলিং মেলকে সব সময় এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয় না। তারপর বহু কামরার চেহারা দেখে সঙ্গী হবে মন খারাপ।

দার্জিলিং মেলের যাত্রা ১৪৭ বছর আগে। ১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারি। সেটা কি এনজেপিতে বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে না? পায় না। অথচ ভারতের সবচেয়ে পুরোনো মেল ট্রেনের তালিকায় চোখ বোলানো যাক। মুম্বই-পুনা মেল (১৮৬৩), হাওড়া-দিল্লি কালকা মেল (১৮৬৬)-এর পরেই দার্জিলিং মেল। তাকে কি আমরা অমরত্ব ও আভিজাত্যের মোড়কে অন্য চেহারা দেওয়ার কথা ভেবেছি?

এনজেপি প্ল্যাটফর্মে সমস্যায় পড়লে রেলের অফিসারদের পাওয়া দায়। বাঙালি রেলকর্তা তো এমনিতেই আরও কম। রেল কলোনি একদা বঙ্গসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। এখন বাংলার অধিকাংশ বড় স্টেশন, অধিকাংশ রেল কলোনিতে বাঙালি সংখ্যালঘু। কে বোঝাবে দার্জিলিং মেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব?

বন্দে ভারত-শতাব্দী এক্সপ্রেসের দৌলতে আড়ালেই দার্জিলিং মেল। বন্দে-শতাব্দীই আজ এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর অধিকারী। তিন বছর পরে দার্জিলিং মেলের দেড়শো বছর পূর্তি। মনে রেখেছে কে?

সেদিন দেখলাম, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান বাসে যাচ্ছেন পরিস্থিতি দেখতে। অনেক দেরি করে ফেলেছেন স্যর। সরকারি বাসের জায়গাটা নিয়ে ফেলেছে বেসরকারি বাস। মেক মাই ট্রিপের মতো ওয়েবসাইটেও বাসের টিকিট মেলে আজকাল। সেখানে কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটের বাসের সংখ্যা দেখছিলাম। সিটিসির তিনটে বাস দেখলাম, এনবিএসটিসির চারটি, সাউথ বেঙ্গলের একটি। সেখানে বেসরকারি বাসের সংখ্যা গোটা পঞ্চাশ। ভাড়া ভালোই। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইলে রকেট বাসের আরও আধুনিকীকরণ দরকার।

একসময় দিনে ৭-৮টা রকেট চলত শিলিগুড়ি টু কলকাতা। গতি বেশি বলেই রকেট। নামকরণ কার, বলতে পারে না কেউ। এখন সংখ্যাটা নেমেছে একে। একটা এসি রকেট চালু হল সবে। কতদিন চলবে, কেউ জানে না। এনবিএসটিসির আর্থিক দশা ভয়ংকর খারাপ। ভেঙে পড়বে যে কোনওদিন।

এবং সরকারি বাসে কনডাক্টরদের অসাধুতা চলছেই। ভাড়া হয়তো ১০০ টাকা। টিকিট না কেটে কুড়ি টাকা হাতে গুঁজে দিতে কিছু যাত্রী অভ্যস্ত। কলকাতার ভলভো এসিতেও রোগ এক। যাত্রী যত বাড়ুক, লাভ আর তাই হয় না। পরিবহণমন্ত্রী ও দপ্তরের অফিসারদের মাথাব্যথা নেই চোর ধরার।

যখন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তা-তোর্ষা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস চালু হল, সেদিন থেকে আরও কপাল পুড়ল রকেট বাসের, এনবিএসটিসির। বেসরকারি বাসের সুযোগসুবিধে তো ওখানে নেই। রকেট মাহাত্ম্য প্রচারেও ব্যর্থ কর্তারা।

গুগল, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপের এআই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দেয় মুহূর্তে। অথচ রকেট বাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নিরুত্তর। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির বহু মানুষের মনে গেঁথে রকেট বাসের মাথায় নীল আলো, আরামদায়ক পুশব্যাক চেয়ার। এক এক জায়গায় ডাকাতের ভয় বলে বাস পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত পুলিশের গাড়ি। স্টপেজ বলতে মাঝে শুধু মালদা, বহরমপুর। তখনকার দিনে সেটাই রেলের ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার মতো ব্যাপার। শুরুটা সম্ভবত আশির দশকের প্রথমদিকে।

এই বছরটা বাসযাত্রার বিচারে উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক। শহর শিলিগুড়িতে প্রথম বাস চলার একশো বছর হল এবারই। ১৯২৫ সালে শিলিগুড়িতে হুজুর সিং নামে একজন প্রথম বাস চালান। ইসলামপুর, তেঁতুলিয়া হয়ে কিশনগঞ্জে যেত সে বাস। একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরসভা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করতে পারে না?

ছোট্ট তারা

লেবুবাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অনন্যা সাহা পড়াশোনার পাশাপাশি গান, নৃত্য ও অঙ্কনে পারদর্শী। নাচ ও আঁকায় বেশ কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর।

পশ্চিম ফালাকাটায় ভস্মীভূত ঘর

ফালাকাটা, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি শোয়ার ঘর। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে গবাদিপশু। সকালে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম ফালাকাটার এসএসবি ক্যাম্পের মোড় এলাকায়।

পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুশীল বিশ্বাসের বাড়িতে এদিন সকালে আচমকা দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন প্রতিবেশীরা। ছুটে আসেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। পরে ফালাকাটা দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাড়ির মালিক সুশীল বিশ্বাস বলেন, 'সকালে জমিতে কাজে যাই। স্ত্রী তখন রান্নাঘরে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শুনি শোয়ার ঘরে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে দেখি সব শেষ। চোখের সামনে ঘরটি ছাই হয়ে গেল। নগদ সহ সবকিছু মিলে ৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।'

এলাকার কাউন্সিলার তাপস গুহ বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে প্রাথমিকভাবে আমরা ত্রিপল, চাদর দিয়ে সাহায্য করেছি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে আরও কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা দেখছি।' সকাল ৯টা নাগাদ সুশীলের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শোয়ার ঘরের ভেতরে থাকা আসবাব, বাসনপত্র, একটি সাইকেল, মোটর সহ নগদ প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পুড়ে যায়। স্থানীয়রা আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে দমকল এসে আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলে। আগুন লাগার বিষয়ে বাড়ির মালিক তেমন কিছু জানাতে না পারলেও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই এই কাণ্ড ঘটতে পারে।

হাসপাতালে কলের পাশেই আবর্জনা

জল ভরতে বমি হওয়ার জোগাড়

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : সুস্থ হওয়ার আশায় রোজ বহু মানুষ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভিড় করেন। সকাল থেকেই রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের ব্যস্ততা বাড়ে। ফলে গরমের দিনে হাসপাতালের জলের কলের সামনে ভিড় জমবে তাতে আশ্চর্য কী! তবুও কলের সামনে পৌঁছে আশ্চর্য হতেই হল। সরকারি হাসপাতালের পানীয় জলের কলের পাশেই ছড়িয়ে আছে পচা ভাত, মাছের কাঁটা, বাসি তরকারি ও প্লাস্টিক। ঠিক তার পাশেই রয়েছে খোলা বড় নর্দমা। সেখানের নোংরা জল থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতেই হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের জন্য রোজ পানীয় জল সংগ্রহ করছেন তাঁদের পরিজনেরা। এমনকি নিজেরাও সেই জলই খাচ্ছেন। ফলে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের জল খেয়ে সুস্থ হওয়ার বদলে রোগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন না তো? সেই প্রশ্ন উঠছে।

সলসলাবাড়ির বাসিন্দা সুজাতা সাহার স্বামী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বোতলে জল ভরতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে সুজাতা বললেন, 'এখানে এসে দাঁড়ালেই বমি পেয়ে যায়। অথচ হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর জন্য জল নিতে হলে আমাদের এখানেই আসতে হবে। আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তাই বাধ্য হয়ে এভাবেই জল নিতে হচ্ছে।'

সমস্যা নিয়ে ওয়াকিবহাল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরাও। হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'পানীয় জল যদিও পরিস্রুত, কিন্তু আশপাশের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে সহজেই জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেকে নিজের বোতল ধুয়ে জল ভরেন না। ফলে বোতলের মুখ থেকেও সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে।' অভিযোগ, পানীয় জলের কলের সামনে বাসনও ধুলে সেই জল গড়িয়ে নর্দমায় পড়ে। তার সঙ্গে উচ্ছিষ্টাংশ চারপাশে ছড়িয়ে যায়।

তবে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে যে এই সমস্যার সমাধান হবে না, সেকথাই উঠে এসেছে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে সুপারের কথায়। একজন সিনিয়ার নার্স বলেন, 'আমরা বহুবার রোগীর পরিজনদের এখানে থালা-বাসন ধুতে বারণ করেছি। আশপাশ পরিষ্কার রাখতে অনুরোধ করি। কিন্তু কেউ কথা শোনেন না।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করছে না। ফলে পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে।

এবিষয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'হাসপাতালের ভিতরে আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সেগুলি ব্যবহার করেন না। প্রতিদিনই জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়, তবুও একই অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণ মানুষ নিজেরা সচেতন না হলে সমস্যার সমাধান হবে না।'

এই অসচেতনতার ফল ভুগতে হচ্ছে কালচিনি থেকে আসা রমেশ ওরাওঁদের মতো লোকদের। রমেশ হতাশ স্বরে বলেন, 'জল হয়তো পরিষ্কার রয়েছে কিন্তু জায়গাটা অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু আমাদের তো আর কিছু করার নেই। হাসপাতালের অন্য কোথাও জল পাওয়া যায় না। রোগীকে জল কিনে খাওয়ানোর সামর্থ্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে এখান থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়।' একই মত সুমিত্রা বর্মন নামে আরেক রোগীর আত্মীয়রও। তাঁর প্রশ্ন, 'হাসপাতালের কলের আশপাশে এমন অবস্থা থাকা কি উচিত? যেখান থেকে জল নিচ্ছি, সেখানে পচা ভাত আর আবর্জনা পড়ে রয়েছে।'

জেলা হাসপাতালে জলপান করতে এই কলই ভরসা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	৫
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	৩
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মশালা হয়। এদিন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার শহরের বলাই মোড় এলাকায় অবস্থিত শ্রমিক কৃষক ভবনে এই কর্মশালাটি হয়। নতুন পদ্ধতিতে অনলাইন বা অফলাইন মূল্যায়ন ঠিক কীভাবে করা হবে, মূল্যায়নের পরে হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ড কীভাবে তৈরি হবে সেই সমস্ত বিষয়ে জেলার ১২টি সার্কেলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বিপিন রায়, আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় সহ অন্যরা। প্রসেনজিৎ জানান, ১২টি সার্কেল থেকে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ইদ উপলক্ষ্যে রসনায় সম্প্রীতির স্বাদ

সেমাই কিনছেন সাবিত্রী, দীপকরাও

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৭ মার্চ : দোরগোড়ায় ইদ। বীরপাড়ায় সেমাইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। বৃহস্পতিবার রাঙ্গালিবাজনার আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে বীরপাড়ায় সেমাই কিনতে দেখা গেল ডিমডিমার সাবিত্রী বড়াইক, দীপককুমার ঘোষদের। সাবিত্রী বললেন, 'আমি সেমাই খেতে ভালোবাসি। প্রতি বছর ইদের বাজার থেকে সেমাই কিনি। এবছরও কিনলাম।' আর বীরপাড়ার দীপকের কথায়, 'বছরভর বড় দোকানে ব্র্যান্ডেড সেমাই মিললেও ইদের বাজারেই ভিন্ন স্বাদের সেমাই পাওয়া যায়। আমি দু'তিনদিন ধরে আলাদা আলাদা স্বাদের সেমাই অল্প অল্প করে কিনছি।'

এই সেমাইয়ের মূল উপাদান ময়দা। দুধে সেদ্ধ করে নিতে হয় সেমাই। মেশানো যেতে পারে কিশমিশ, বাদাম, খেজুর, চেরি। একসময় হস্তচালিত মেশিনে বাড়িতেই সেমাই তৈরি করতেন মহিলারা। তবে এখন বাজার দখল করেছে রেডিমেড সেমাই। মহম্মদ হায়দর, আমিরুল মিয়াঁরা ফল বিক্রেতা। ইদের বাজারে আমিরুল ফলের পাশাপাশি সেমাই বিক্রি করছেন। আর হায়দার তো ফল বিক্রি বন্ধ করে কেবল সেমাই বিক্রি করছেন। বীরপাড়ার বাজারে এখন নানা স্বাদের, নানা দামের সেমাইয়ের ছড়াছড়ি। কলকাতা, শিলিগুড়ি ছাড়াও বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকেও আনা হয়েছে আলাদা আলাদা স্বাদের সেমাই।

আমিরুল বলেন, 'সেমাই বিক্রি শুরু হয়েছে দু'তিনদিন আগেই। তবে বীরপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গের সেমাইয়ের চেয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশের সেমাইয়ের চাহিদা বেশি। এছাড়া ইদের বাজারে নামী কোম্পানির ব্র্যান্ডেড সেমাইয়ের চেয়ে ব্র্যান্ডবিহীন সেমাইয়ের চাহিদাই বেশি। তবে কেউ কেউ ব্র্যান্ডেড সেমাই কেনেন বন্ধুবান্ধবদের ইদে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য।'

বীরপাড়ায় ইদের বাজারে বর্তমানে কুলীনের মর্যাদা পাচ্ছে বেনারসের সেমাই। কেজি প্রতি ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ওই সেমাই। তবে সেটি লাচ্ছা সেমাই। আর বেনারসেরই লাড্ডু সেমাই বিক্রি হচ্ছে ২৬০ টাকা কেজি দরে। লাচ্ছা সেমাই দেখতে মেয়েদের বড়সড়ো খোঁপার মতো। আর লাড্ডু সেমাই কেমন দেখতে, সেটা তো নামেই স্পষ্ট। সেই বেনারসি সেমাইয়ে নাকি হালকা ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া যায়। বলছেন খাদ্যরসিকরা। স্বভাবতই সচ্ছলদের পছন্দ বেনারসের সেমাই।

কলকাতার সাধারণ সেমাই ২০০ টাকা এবং ফেনি সেমাই ২২০ টাকা দরে বিকোচ্ছে। শিলিগুড়িতে তৈরি গেরুয়া রঙের সেমাইয়ের কেজি প্রতি দর ১৫০ টাকা। বিহারের পাটনার সেমাই ২০০ টাকা, রাঁচির ১৫০ টাকা, কিশনগঞ্জের সেমাই ১৪০ টাকা কেজি প্রতি দরে বিকোচ্ছে। যে সেমাইয়ের দাম বেশি, সে সেমাই তত হালকা ও সরু। বেশিক্ষণ ফোটাতে হয় না।

সুরমা ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা, আতর ৫০ টাকা থেকে ১২০ টাকা দরে প্রতিটি বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বাজারে এসেছিলেন রাঙ্গালিবাজনার আনোয়ার হোসেন। বললেন, 'এদিন শুধু সেমাই আর কিছু কাপড়চোপড় কেনা হল। আরও কেনাকাটা বাকি।'

বীরপাড়ায় সেমাই বিকিকিনি। – সংবাদচিত্র

বিক্রিবাট্টা

- বীরপাড়ায় মিলছে বেনারসি সেমাই থেকে শুরু করে বিহারের সেমাইও
- গুণমান ভেদে সেসব সেমাইয়ে দাম আলাদা-আলাদা
- অনেকে ইদ উপলক্ষ্যে পেশা বদলে হয়ে উঠেছেন সেমাই বিক্রেতা
- সেই সঙ্গে সুরমা ও আতরের বিক্রিও ভালোই হচ্ছে

নারায়ণের বিকল্প হওয়া কঠিন : মইন

বাদশার শুভেচ্ছাবার্তা, মুম্বইয়ে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : সুযোগটা এসেছিল আচমকাই। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চমক দেওয়ার পাশে টিম ম্যানেজমেন্টকেও স্বস্তি দিয়েছেন তিনি।

সুনীল নারায়ণ অসুস্থ। গতকাল সকালে কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি জানার পরই দলে থাকা ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলিকে তৈরি হতে বলে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা মইন মানসিকভাবে তৈরিই ছিলেন। বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে নাইটদের ভরসা দিয়েছেন। ব্যাট হাতে বর্ষাপাড়ার কঠিন পিচে বড় রান না পেলেও চেষ্টা করেছিলেন মইন। বরুণের সঙ্গে তাঁর বোলিং পার্টনারশিপ রাজস্থান রয়্যালস ব্যাটিংয়ে যে চাপ তৈরি করেছিল, সঞ্জু স্যামসনরা পরবর্তী সময়ে সেই চাপ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কেকেআর স্পিনারদের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন কুইন্টন ডি কক। অনায়াসে ম্যাচ জিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই গুয়াহাটি থেকে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছেন নাইটরা।

চলতি আইপিএলের প্রথম জয় পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মইনকে নিয়ে আবেগে ভাসছে নাইট শিবির। ব্যাটার ডি কক যেমন ফিল সল্টের অভাব ঢেকে দিয়েছেন। তেমনই আগামীর লক্ষ্যে নারায়ণের বিকল্পও তৈরি বলে মনে করছে কেকেআর। সাফল্যের প্রথম রাতের পরই নাইটদের অন্দরমহলে এসে পৌঁছেছে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের শুভেচ্ছাবার্তা। বাজিগরের শহরেই নাইটদের পরের ম্যাচ ৩১ মার্চ। সেই ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শাহরুখ থাকতে পারেন বলে খবর।

এদিকে, গতকাল রাতে রাজস্থানে রক্তপাত ঘটিয়ে গুয়াহাটির হোটেলে ফেরার পর কেক কেটে সাফল্যের সেলিব্রেশন হয়েছে। সামনে থেকে যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ম্যাচের সেরা কুইন্টন। তিনি তাঁর সতীর্থদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। চলতি আইপিএলের প্রথম জয় পাওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'দল হিসেবে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছি আমরা। আগামী ম্যাচেও এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।' কুইন্টন যেখানে থেমেছেন, সেখান থেকেই গতকাল রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে নাইটদের হয়ে আসরে নেমেছেন মইন। নারায়ণের বিকল্প হওয়াটা যে সহজ নয়, সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মইনের কথায়, 'সুনীলের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রাখতে পারলে সফল হওয়া সম্ভব। সেটাই করেছি আমি।' বরুণের সঙ্গে তাঁর জুটি রাজস্থান ব্যাটিংয়ের উপর তৈরি করেছিল প্রবল চাপ। বরুণের সঙ্গে তাঁর বোলিং প্রসঙ্গে মইন বলছেন, 'বরুণ দুর্দান্ত স্পিনার। শেষ দুই-তিন বছরে প্রচুর উন্নতি করেছে ও। ওর মতো বোলারের সঙ্গে জুটিতে বল করাটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আমি শুধু চেয়েছিলাম, সঠিক লাইনে বল করে বিপক্ষ শিবিরে চাপ তৈরি করতে। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে।'

নারায়ণ সুস্থ হয়ে গেলে ফের মইন সুযোগ পাবেন কি না, কারও জানা নেই। কিন্তু আগামীদিনে ফের সুযোগ এলে

মুম্বইয়ের পথে ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও বরুণ চক্রবর্তী।

চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি মইন। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারের কথায়, 'একজন স্পিনার হিসেবে আমি দুর্দান্ত, এমন নয়। একজন ব্যাটারের মতো করে বল করার সময় ভাবার চেষ্টা করি আমি। বুঝতে চাই, উলটোদিকে থাকা ব্যাটার কী ভাবছেন। এভাবেই এত বছর ক্রিকেট খেলছি আমি। ফের কেকেআরের প্রথম একাদশে সুযোগ এলে আমি তৈরি।'

আর্চারের 'ক্রিকেট স্পিরিট' নিয়ে প্রশ্ন

ক্রাচ নিয়ে দ্রাবিড়ের 'কুর্নিশ' ডি ককে

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ : টানা দুই ম্যাচে হার।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পর বুধবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে একপেশে পরাজয়। জোড়া ধাক্কায় শুরুতেই প্রবল চাপে রাজস্থান রয়্যালস। একঝাঁক প্রশ্নের মুখে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। অনেকে অবাক থিংকট্যাংককে রাহুল দ্রাবিড়, কুমার সাঙ্গাকারার মতো লোক থাকার পরও পরিকল্পনায় এত ফাঁকফোকর থাকে কী করে!

রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পরবর্তী দ্বৈরথের আগে হাজারো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। দ্রুত সবাইকে নিয়ে বসে স্ট্র্যাটেজি, টিম কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে হেডস্যর দ্রাবিড়কে। হুইলচেয়ার নিয়েও হায়দরাবাদ, গুয়াহাটি করছেন দলের সঙ্গে। কিন্তু চাপ আরও বাড়িয়েছে দলের পারফরমেন্স।

দল নিয়ে চিন্তায় থাকলেও প্রতিপক্ষ ওপেনার কুইন্টন ডি ককে কৃতিত্ব দিতে ভুলছেন না। ৬১ বলে ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে ফেরা ডি ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন যশস্বী-রিয়ানদের কোচ। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই পিঠ চাপড়ে দিলেন নাইট ওপেনারের।

কিংবদন্তি দ্রাবিড়ের যে আচরণে মন্ত্রমুগ্ধ ডি ককও। গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আপাতত টি২০ লিগ খেলে বেড়ান। কেরিয়ারে প্রচুর পুরস্কার, প্রশংসা পেয়েছেন। কিন্তু দ্রাবিড় যেভাবে হুইলচেয়ার ছেড়ে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানালেন, অবাক ডি কক।

দ্রাবিড়ের আচরণ যেখানে নজর কেড়েছে, সেখানে প্রশ্নের মুখে জোফ্রা আর্চারের ক্রিকেট স্পিরিট। দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াইড করেছেন ডি ককের শতরান আটকাতে। ১৭ রান দরকার পরিস্থিতিতে প্রথম দুই বলে ১০ রান নেন ডি কক। পরের দুই বল ওয়াইড, কার্যত ওখানেই ইতি পড়ে যায় সেঞ্চুরির সম্ভাবনা। শেষপর্যন্ত উইনিং ছক্কায় ৯৭-তে অপরাজিত থাকেন ডি কক।

রিয়ান পরাগকে নিয়েও হতাশ সমর্থকরা। পুরো ফিট না হওয়া সঞ্জু স্যামসন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হওয়ার ফলে নেতৃত্বে পরাগ। নিজের শহর

ম্যাচ শেষে কুইন্টন ডি ককের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালস কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

টানা দুই হারের সঙ্গে রান না পাওয়া চাপে রাখছে রিয়ান পরাগকে।

গুয়াহাটিতে স্পেশাল কিছু করে দেখানোর ম্যাচ। যদিও ব্যাটিং, বোলিং, নেতৃত্ব- কোনও কিছুতেই ছাপ রাখতে পারেননি। রিয়ানের অবশ্য দাবি, '১৭০ ঠিকঠাক স্কোর ছিল। কিন্তু আমরা ২০ রান কম করেছি। কুইনিকে (ডি কক) যত দ্রুত সম্ভব আউট করা দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি।'

> ১৭০ ঠিকঠাক স্কোর ছিল। কিন্তু আমরা ২০ রান কম করেছি। কুইনিকে (ডি কক) যত দ্রুত সম্ভব আউট করা দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি।
>
> **- রিয়ান পরাগ**

চার নম্বর থেকে তিন নম্বরে নিজের ব্যাটিং পজিশন রদবদল হলেও সুফল মেলেনি। রিয়ানের মতে, চারের বদলে তিন নম্বরে খেলতে অসুবিধা নেই। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে মানিয়ে নিতেই হয়। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে চেন্নাই ম্যাচে ঝাঁপাবেন।

অনুশীলনের মাঝেই নুর আহমদকে পরামর্শ মহেন্দ্র সিং ধোনির।

মাহি দুর্গে আজ বিরাটদের হানা

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

আইপিএলের উত্তাপ বাড়িয়ে শুক্রবার চেন্নাইয়ে দক্ষিণের ডার্বি। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মুখোমুখি দুই 'বন্ধু' মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি। গত হোম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছে চেন্নাই। বিরাটের আরসিবি সেখানে গঙ্গাপাড়ের ইডেন গার্ডেন্সে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। শুরুর যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তামিল-রাজধানীতে বিরাট-ধোনি দ্বৈরথ।

মুম্বই ম্যাচে মাত্র দুই বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মাহি। রান করার প্রয়োজন পড়েনি। বিরাট সেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিন ব্রিগেডকে ভোঁতা করে দিয়ে ফেরেন। ফর্ম, ছন্দের নিরিখে বিরাটকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে। কিন্তু মাহির উপস্থিতি, তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ, মগজাস্ত্রের ব্যবহার, কেই-বা অবজ্ঞা করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে থাকা রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মুখে বিরাট-কথা। সুপার কিংস অধিনায়কের মতে, প্রতিপক্ষ দলে বিরাট থাকা মানে আলাদা চ্যালেঞ্জ। বাড়তি আকর্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে আরসিবি এবং দেশের জার্সিতে ব্যাট হাতে দাপট দেখাচ্ছে বিরাট। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। মুম্বই-দ্বৈরথের পর যে টক্করের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁরাও।

মুখিয়ে রয়েছেন 'বন্ধু' রজত পাতিদারের সঙ্গে টস করতে নামার জন্য। রুতুরাজের কথায়, 'রজতের নাম অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হওয়ার পরই শুভেচ্ছা জানিয়েছি, মেসেজ করেছি। আমরা দুজনেই পরস্পরকে খুব ভালোভাবে জানি।' আগামীকাল বন্ধুত্ব বাইরে রেখে মাঠের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

ধোনি বনাম বিরাট, পাতিদার বনাম রুতুরাজ, দক্ষিণের ডার্বিকে শুধুমাত্র এই ব্র্যাকেটে আটকে রাখা মুশকিল। দুই শিবিরে তারকা, ম্যাচ উইনারের ভিড়। এক্স ফ্যাক্টর চিপক স্টেডিয়ামের বাইশ গজের চরিত্রও। মুম্বই যে গোলকধাঁধায় খেই হারিয়েছে। স্পিন ত্রয়ী নুর আহমদ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে চিপকের পিচে সামলানো বিরাটদের জন্য মূল পরীক্ষা। দেখার ক্রুণাল পান্ডিয়া, লিয়াম লিভিংস্টোন, সুযশ শর্মা সমৃদ্ধ আরসিবি-র স্পিন ব্রিগেড পালটা জবাব দিতে পারে কি না।

মুম্বই ম্যাচে ওপেনিং স্পেলে পেসার খলিল আহমেদ সফল। তরুণ আফগান স্পিনার নুর চার উইকেট নেন। দুই রবির-ছটা (অশ্বীন, জাদেজা) কাটিয়ে উঠতে ভরসা সেই বিরাট-ফিল সল্টের ওপেনিং জুটি। ইডেনে সল্টের বিস্ফোরক শুরুটা নাইটদের গেমপ্ল্যান তালগোল পাকিয়ে দেয়। সঙ্গে বিরাটের নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। যা থামাতে সুপার কিংস থিংকট্যাংকের স্ট্র্যাটেজি কী হয় চোখ থাকবে।

আরসিবি-র নজরে তেমনই রাচীন রবীন্দ্র। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ থেকে স্বপ্নের ফর্মে কিউয়ি ওপেনার। রুতুরাজও ধারাবাহিক। তবে মিডল অর্ডার দুই দলেরই সমস্যার জায়গা। টপ অর্ডার ব্যর্থ হলে কী দাঁড়াবে বলা মুশকিল। সিএসকে-র ভরসা বলতে দীপক হুডা, শিবম দুবে, স্যাম কুরান। সঙ্গে তেতাল্লিশের 'চির যুবক' মাহি।

বিরাটদের ভিড়ে ফ্যাক্টর আরসিবি-র অজি পেসার জোশ হ্যাজেলউড। পাওয়ার প্লে হোক বা ডেথ ওভার- নিয়ন্ত্রিত সুইং বোলিংয়ে ব্যাটারদের হুঁশ উড়িয়ে দিতে ওস্তাদ। ইডেনে নাইট-ম্যাচে যার ট্রেলার দেখিয়েছেন। রুতুরাজ-রাচীনদের বিরুদ্ধেও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? আগামীকাল ভুবনেশ্বর কুমার কি সঙ্গী হবেন জোশের?

এমনই একাধিক সমীকরণ, অঙ্ক মেলানোর টক্কর। 'থালা' যদি মূল আকর্ষণ হয়, পিছিয়ে নেই 'কিং কোহলি'ও। এখন দেখার সিংহের গুহায় ঢুকে আরসিবি সিংহ শিকার করতে পারে, নাকি নিজেরাই শিকার হয়।

আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের ব্যাটে শান বিরাট কোহলির।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দীপক চাহারের সঙ্গে আড্ডায় মেতে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে।

হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘূর্ণি পিচের ভাবনা নন্দনকাননে

ইডেন ছেড়ে চলে যাক নাইটরা, বলছেন ডুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিতর্কটা নতুন নয়। প্রতিবারই হয়। এবারও শুরু হয়েছে। আর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ বিতর্ক বেড়েই চলেছে।

২২ মার্চ ক্রিকেটের নন্দনকাননে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে বিরাট কোহলিদের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল কেকেআর। খেলার শেষ মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ইডেনে স্পিন সহায়ক পিচের দাবি তোলেন। তখন থেকেই শুরু হয় বিতর্ক। গতরাতে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে রাজস্থান রয়্যালসকে নাইটরা হারিয়ে দেওয়ার পর ইডেন পিচ বিতর্ক আরও বেড়েছে। আসরে নেমেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সাইমন ডুল ও ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলেরা। ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরোধ না শুনলে নাইটদের ইডেন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, অন্য কোনও শহরে তাদের হোম করা উচিত, এমন আপত্তিকর মন্তব্যও করেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডুল।

বাইরের দুনিয়ায় কে কী বলছেন, সেসব বিষয়কে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটর

> কেকেআরের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কোনও অনুরোধ পাইনি। আর কেন হঠাৎ বদলাতে হবে পিচ? শেষ মরশুমে যখন কেকেআর ইডেনে ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতছিল, তখনও এমনই পিচ ছিল। সেই সময় কোনও অভিযোগ আসেনি।
>
> **-সুজন মুখোপাধ্যায়**
> *ইডেন গার্ডেনসের পিচ কিউরেটার*

সুজন মুখোপাধ্যায়। বিকেলের দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'কেকেআরের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কোনও অনুরোধ পাইনি। আর কেন হঠাৎ বদলাতে হবে পিচ? শেষ মরশুমে যখন কেকেআর ইডেনে ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতছিল, তখনও এমনই পিচ ছিল। সেই সময় কোনও অভিযোগ আসেনি। আর এবার প্রথম ম্যাচের পরই ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে পিচকে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার মানে হয় না। স্পষ্ট বলছি, আচমকা বললেই পিচের চরিত্র বদল হয় না। আর কেনই বা বদলাতে হবে?' রাতের দিকের খবর, ৩ এপ্রিল ইডেনে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য ঘূর্ণি পিচ তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়েছে সিএবি-র অন্দরে। যদিও এব্যাপারে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গুয়াহাটি থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আজিঙ্কা রাহানেরা মুম্বই পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে সোমবার হার্দিক পান্ডিয়াদের বিরুদ্ধে নাইটদের ম্যাচ রয়েছে। তার আগে ঘরের মাঠের পিচ বিতর্ক কোন পথে মোড় নেয়, সেটাই দেখার।

১৯-এর ইলার খেলায় মুগ্ধ নাদাল

ফ্লোরিডা, ২৭ মার্চ : বিশ্বের দুই নম্বর মহিলা টেনিস তারকাকে হারিয়ে মায়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে র‍্যাংকিংয়ের ১৪০ নম্বরে থাকা আলেকজান্দ্রা ইলা। কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপিন্সের ১৯ বছরের তরুণী ইগা সোয়াতেককে হারিয়েছেন স্ট্রেট সেটে। তারপরই ইলাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর খেলার প্রতি মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন রাফায়েল নাদাল।

ইলাই ফিলিপিন্সের প্রথম টেনিস খেলোয়াড় যিনি প্রথম দশে থাকা কাউকে হারালেন। শুক্রবার শেষ চারের ম্যাচে জেসিকা পেগুলার মুখোমুখি হবেন তিনি। জিততে পারলে আরও বড় ইতিহাস রচনা করবেন ফিলিপিন্সের এই টেনিস খেলোয়াড়। এদিকে ইলাকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নাদাল লিখেছেন, 'আমরা তোমার জন্য গর্বিত। কী অবিশ্বাস্য খেলা দেখছি তোমার থেকে! আরও এগিয়ে চলো। স্বপ্ন দেখতে থাকো।' পোলিশ সোয়াতেককে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট আদায়ের পর আবেগে ভেসে ইলা বলেছেন, 'আমি জানি না কী বলব। এটা আমার কাছেও অবিশ্বাস্য। শুধু জানি, এই মুহূর্তটা চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে।'

অর্শদীপকে কৃতিত্ব ব্যাশকের

শ্রেয়সের ৯৭-এ এখনও মজে প্রীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : জয় দিয়ে শুরু।

১ এপ্রিল দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস। যে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে পাঞ্জাব কিংস শিবির রীতিমতো ফুরফুরে মেজাজে। অক্সিজেন হয়ে হাজির নয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ধামাকাদার শুরু। ৪২ বলে অপরাজিত ৯৭-শ্রেয়স স্পেশালের মুগ্ধতার রেশ এখনও কাটেনি ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার প্রীতি জিন্টার।

প্রীতি জিন্টা দাবি করেছেন, অনেক শতরানের চেয়েও দামি শ্রেয়সের ৯৭। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'কিছু ৯৭ সেঞ্চুরির চেয়েও অনেক ভালো। আগ্রাসন, নেতৃত্ব, ব্যাটিং বিক্রম, নিজের ক্লাস দেখিয়ে দিল শ্রেয়স আইয়ার।' প্রশংসায় ভরিয়েছেন গুজরাট টাইটান্স-বধের অন্যতম নায়ক শশাঙ্ক সিং, ব্যাশক বিজয়কুমারদেরও।

এদিকে আইপিএল সতীর্থ অর্শদীপ সিংকে সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে গুজরাট ম্যাচে নেমে প্রশংসা কুড়োনো ব্যাশক। দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্শদীপের সফরসঙ্গী হলেও খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি। এবার পাঞ্জাব কিংসের সাজঘর ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ। যা কাজেও লাগাচ্ছেন কর্ণাটকের পেসার।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ১৫তম ওভারে প্রথম বোলিংয়ের সুযোগ। তিন ওভারের স্পেল। নিখুঁত ইয়র্কারে জস বাটলার-শেরফানে রাদারফোর্ডের বিগ হিটে ব্রেক লাগিয়ে ম্যাচের রং বদলে দেন। প্রশংসায় ব্যাশককে

পাঞ্জাব কিংসের সাফল্যে মেতে রয়েছেন প্রীতি জিন্টা।

অনেকে নতুন 'ইয়র্কার কিং' আখ্যা দিয়েছেন। এর জন্য অর্শদীপকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ব্যাশক।

বলেছেন, 'নেটে অর্শদীপের সঙ্গে ইয়র্কার নিয়ে খাটছি। অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এখন। টি২০ ভারতীয় দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলাম। অর্শদীপের সঙ্গে আলাপ। তবে বোলিং নিয়ে খুব বেশি কথা হয়নি সেইসময়। ইচ্ছে থাকলেও ইয়র্কার সহ আরও কিছু বিষয়ে আলোচনার সুযোগ মেলেনি। এখন যা পাচ্ছি তা কাজে লাগছে।'

সিএসকে-র ফ্যানের ইচ্ছেপূরণ বিরাটের

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : শুক্রবারের সন্ধেয় চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মেগা দ্বৈরথ। যে হার্ডল পেরোতে দল তাঁর দিকে তাকিয়ে। যদিও চাপ নয়, বিরাট রয়েছেন বিন্দাস মেজাজে। চিপকে শেষমুহূর্তে প্রস্তুতির ফাঁকে প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংসের খুদে সমর্থকের আবদারও মেটালেন।

'বিরাট বিরাট' আওয়াজ শুনে নিজেই এগিয়ে যান। খুদের শার্টে অটোগ্রাফ দেন। সঙ্গে সেলফি। হাতের কাছে বিরাটকে পেয়ে সুযোগ হাতছাড়ায় রাজি ছিলেন না কাছাকাছি থাকা অন্যান্য চেন্নাই সমর্থকও। তাঁদের কেউ কেউ ব্যাট, কেউ বা ডায়েরি এগিয়ে দেন অটোগ্রাফের জন্য। প্রস্তুতির ব্যস্ততার মাঝেই সবার আবদার মেটান। ছিল সবার সঙ্গে ছবি তোলাও। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পোস্ট করা যে ভিডিও প্রত্যাশিতভাবেই ভাইরাল। বিরাটের আচরণ জিতে নিয়েছে সবার মন।

শুধু চেন্নাই বা ভারতের অন্যান্য শহর নয়, বিরাট-ম্যানিয়া নাকি তুরস্কতেও! সেখানকার টিভি সিরিয়ালে নাকি ঝড় তুলেছেন কিং কোহলি! তবে আসল বিরাট নন, কোহলির মতো হুবহু দেখতে তুরস্কের অভিনেতা কাভিট সেটিন গানার। সেখানকার ড্রামা সিরিজ 'ড্রিলিস : এর্তুগুল'-এর নায়ককে দেখতে একেবারে বিরাটের মতো। হঠাৎ করে দেখলে কোহলি বলে ভুল হবে। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো মশকরা- ক্রিকেট ছেড়ে এবার কি তাহলে স্ত্রী অনুষ্কার পথে কোহলিও!

তুরস্ক মাতাচ্ছেন কোহলি!

ড্রিলিস : এর্তুগুল ড্রামা সিরিজের নায়ক কাভিট সেটিন গানার।

এদিকে, কোহলির রেস্তোরাঁর নতুন শাখা এবার খুলল গুরগাঁওয়ে। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন শহরে রয়েছে 'ওয়ান৮ কমিউন'। এবার তা পৌঁছে গেল গুরগাঁওয়ে। নিজের রেস্তোরাঁর নতুন শাখা নিয়ে খুশি বিরাট লিখেছেন, 'গুরগাঁওয়ের গলফ কোর্স রোডে নতুন শাখা খোলা আমাদের কাছে গর্বের, আনন্দের। গুরগাঁওয়ের লাইফ অত্যন্ত আধুনিক ও গতিময়। যার সঙ্গে তাল মেলাতে বদ্ধপরিকর।'

চেন্নাইয়ে প্রস্তুতির মাঝে সতীর্থের সঙ্গে আড্ডায় বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

পিছিয়ে পড়ল ইন্টার কাশী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ফিরিয়ে নেওয়া হল ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্ট। আই লিগে কাশীর দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচে অযোগ্য ফুটবলার মাঠে নামিয়েছিল নামধারী এফসি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের

আই লিগ

পয়েন্ট কেটে ইন্টার কাশীকে ওই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট দেওয়া হয়। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছিল নামধারী। বৃহস্পতিবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ওই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে এআইএফএফ-এর আপিল কমিটি। একইসঙ্গে ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্ট ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপিল কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এর ফলে আই লিগের খেতাবি দৌড়ে চার্চিল ব্রাদার্সের থেকে পিছিয়ে পড়ল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কাল ● রোহিতের বিলেত সফর নিয়ে ধোঁয়াশা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : চলছে আইপিএল। তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চোরাস্রোত বইছে!

সঙ্গে রয়েছে আগামীর লক্ষ্যে বিস্তর ভাবনা, জল্পনা ও পরিকল্পনাও। আর সেই ভাবনা ও পরিকল্পনার ফল কী হতে চলেছে, হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে শনিবার। সেদিন গুয়াহাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের হালফিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার নেতৃত্বে। এমন এক বৈঠক, যাকে বলা হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের আগামীর মাইলস্টোন বৈঠক। সেই বৈঠক শেষে হয়তো শুরু হবে নানা বিতর্কও।

স্ত্রীর সঙ্গে ফ্রান্সে সময় কাটাচ্ছেন জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকা দিন কয়েক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের ক্রিকেটের মূল চুক্তির তালিকা কবে প্রকাশ করা হবে? জবাব আপাতত নেই। শনিবারের বৈঠকে তার দিশা মিলতে পারে। ভারত অধিনায়ক হিসেবে আইপিএলের পরই টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের বিলেত সফরে কি যাবেন রোহিত শর্মা? যদি তিনি না যেতে পারেন, তাহলে লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে? রোহিত ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টে না গেলে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন কে? দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্বই বা কে পাবেন? পুরুষদের ক্রিকেটে বোর্ডের মূল চুক্তিতে শ্রেয়স আইয়ারের ফেরা নিশ্চিত। কিন্তু ঈশান কিষানের কী হবে? 'বাধ্য' ছেলের মতো শ্রেয়স-ঈশান দুজনই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার সংসারে ফিরে এসেছেন। কিন্তু ঈশান ফিরতে পারেননি এখনও।

এখানেই শেষ নয়। শনিবারের মহা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা হিসেবে আরও একটি বিষয় রয়েছে। সৌজন্যে ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি সঠিক হলে, টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফের তালিকায় কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর কোচ গৌতম গম্ভীর নয়া লাইফলাইন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সহকারী হিসেবে বোলিং কোচ মরনি মরকেলও থাকছেন। সমস্যা তৈরি হয়েছে অভিষেক নায়ার ও সীতাংশু কোটাককে নিয়ে। দুজনের ভূমিকাই প্রায় এক। তাই কোনও একজনের চাকরি যেতে পারে বলে খবর। পাশাপাশি দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকে নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট খুব একটা সন্তুষ্ট নয় বলেই খবর। দিলীপেরও চাকরি যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক প্রভাবশালী কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'শনিবার গুয়াহাটির বৈঠকে একঝাঁক সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেটে সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে।'

প্রশ্নের ডালি

- লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ কী হবে ?
- রোহিত ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজে না গেলে দলের অধিনায়ক হবেন কে?
- সহ অধিনায়কের দায়িত্বই বা কে পাবেন?
- 'বাধ্য' ছেলের মতো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পর ঈশান কিষানের ভবিষ্যৎ কী হবে?
- জাতীয় দলে সীতাংশু কোটাক ও অভিষেক নায়ারের ভূমিকা এক হওয়ায় কারও কি চাকরি যাবে?
- ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপেরও কি চাকরি যেতে পারে?

দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত। তিনি ২০ জুন থেকে ইংল্যান্ডের লিডসে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বোর্ডের একটি সূত্রের খবর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার হিটম্যানের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। রোহিত এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি। হিটম্যান এখনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও বিরাট কোহলি নিশ্চিতভাবেই ইংল্যান্ড যাচ্ছেন। জুন-জুলাইয়ে নির্ধারিত থাকা ভারতের ইংল্যান্ড সফর কোহলির শেষ বিলেত সফর হতে চলেছে। কিন্তু সেই সফরে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলানোর সময় রোহিতকে বিরাট পাশে পাবেন কিনা, সেটাই দেখার।

গুজরাট টাইটান্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে হার্দিক পান্ডিয়া। এবারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম ম্যাচে নির্বাসিত থাকায় খেলা হয়নি তাঁর।

ধোনির মন্ত্রেই সফল গুকেশ

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : 'পরিস্থিতি যখন খুব কঠিন, তখন ঠান্ডা মাথায়, খুব সহজভাবে ভাবুন।' কোনও এক সাংবাদিক বৈঠকে কথাগুলো বলেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলানোর সময় ক্যাপ্টেন কুলের এই মন্ত্রটাই মাথায় রাখেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

> ধোনি সত্যিই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগান। আমি কোনও কিছুতেই খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাই না। বেশ ভালোই চাপ সামাল দিতে পারি। যা ধোনিকে দেখেই শেখা।
>
> **-ডোম্মারাজু গুকেশ**

একজন প্রকৃত অর্থেই ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক। আরেকজন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু। ধোনি ও গুকেশ, চেন্নাই নামটা জুড়ে রয়েছে দুজনের সঙ্গেই। একজন জন্মসূত্রে চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। অন্যজন চেন্নাই সুপার কিংসের সফলতম অধিনায়ক। সেই অর্থে দুজনেই চেন্নাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে দুজনের মধ্যে আরও একটা যোগসূত্র রয়েছে। তারকা দাবাড়ু নিজের আদর্শ মনে করেন ধোনিকে।

কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়, চাপের মুখেও কীভাবে শান্ত থাকা যায়, কেমন করে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ বের করতে হয়, এসব ধোনির থেকে কে আর ভালো জানেন। তাই অনেকের মতো গুকেশও এগুলো শেখেন মাহির থেকেই। তারকা দাবাড়ু জানিয়েছেন, এমএসডি তাঁর আদর্শ, তাঁর অনুপ্রেরণা। মাহির মন্ত্রেই সফল তিনি। তারকা দাবাড়ু বলছিলেন, 'ধোনি সত্যিই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগান। আমি কোনও কিছুতেই খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাই না। বেশ ভালোই চাপ সামাল দিতে পারি। যা ধোনিকে দেখেই শেখা।' তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের ক্ষেত্রেও কীভাবে ধোনির অবদান রয়েছে তা জানিয়েছেন গুকেশ। চিপকে সাংবাদিকদের সামনে বসে গুকেশ বলছিলেন, 'যখনই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, ভেবেছি ধোনি হলে এই পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতেন। যেটা আমাকে সত্যিই খুব সাহায্য করেছে।'

স্বামী সমকামী, অভিযোগ সুইটির

চণ্ডীগড়, ২৭ মার্চ : কয়েকদিন আগে ভারতীয় বক্সার সুইটি বোরা তাঁর স্বামী কাবাডি খেলোয়াড় দীপক হুডার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন। এবার নিজের স্বামীকে সমকামী বলে দাবি করেছেন এই ভারতীয় বক্সার। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে সুইটি বলেছেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার স্বামীর পুরুষদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে অন্য পুরুষদের ভিডিও দেখে নিজেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সুইটি বোরা

দীপক হুডা

আমি আদালতে এই বিষয়ে সমস্ত প্রমাণ জমা দেব।' তিনি আরও বলেছেন, 'এখন বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রতবোধ করলেও শেষপর্যন্ত নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি।'

তবে একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সুইটি বোরা তাঁর স্বামী দীপককে আক্রমণ করেছেন। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে পুলিশের সামনে কথা বলছিলেন দুই পক্ষ। সেইসময় আচমকা সুইটি তাঁর স্বামী দীপকের গলা চেপে ধরেন। অবশ্য পরিবারের বাকি সদস্যরা দুজনকে আলাদা করেন।

আপুইয়ার চোট গুরুতর নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : আপুইয়াকে নিয়ে কিছুটা স্বস্তির বাতাস বাগান শিবিরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। কলকাতায় ফেরার পর তাঁকে পরীক্ষা করেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল টিম। জানা গিয়েছে, আপুইয়ার চোট গুরুতর নয়। তাঁকে আইএসএলের প্রথম লেগে খেলানোর চেষ্টা করছে মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিন অনুশীলন শুরুর আগে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

বৃহস্পতিবার জাতীয় দলে থাকা ফুটবলাররা মোহনবাগান অনুশীলনে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে বিশাল ছাড়া বাকিরা কেউ মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। তাঁদেরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। মনবীর সিং, জেমি ম্যাকলারেন ও আলবার্তো রডরিগেজ প্রথমে দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও পরের দিকে সাইডলাইনে ফিজিকাল ট্রেনিং করলেন। তবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস।

টানা দ্বিতীয় জয় বাগানের

মুম্বই, ২৭ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগের জাতীয় পর্যায়ে টানা দ্বিতীয় জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। বৃহস্পতিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুথুট ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ২-১ গোলে হারাল দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

এদিন ২০ মিনিটের মাথায় গোল করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন ভিয়ান মুর্গদ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই অবশ্য পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরায় মুথুট এফএ। উলটোদিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে শিবাজিৎ সিংয়ের করা গোলে জয় নিশ্চিত করে মোহনবাগান।

২৬ বলে ৭০ রান। লখনউয়ের রাস্তা সহজ করে দিলেন নিকোলাস পুরান।

শার্দূলের দাপটে ফিকে কমলা রং

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৯০/৯
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৯৩/৫
(১৬.১ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ২৭ মার্চ : ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ আগের দৃশ্য। প্র্যাকটিস জার্সিতে কিপিং গ্লাভস হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। এই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লখনউ সুপার জায়েন্টসের ক্যাপশন, 'আজ যেন সব আশা পূরণ হয়ে যায়।' লখনউয়ের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন। বৃহস্পতিবার রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে তারা ৫ উইকেটে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে চলতি আইপিএলে প্রথম জয় পেল।

চার উইকেট নিয়ে সানরাইজার্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন শার্দুল ঠাকুর।

শার্দূল ঠাকুর, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ফিকে দেখায় কমলা রং। সানরাইজার্সের পাওয়ারহাউস ব্যাটিং থামে ১৯০/৯ স্কোরে। 'হায়দরাবাদ প্রথমে ব্যাটিং পেলে বিপক্ষ শিবিরের ওদের বলে দেওয়া উচিত, তোমাদের ব্যাটিং করার দরকার নেই। আমাদের টার্গেট ২৫০।', 'ইয়ে টিম নাহি, তাবাহি হ্যায়'-হায়দরাবাদকে নিয়ে এমন মিম সামাজিক মাধ্যমে চলছে। গত ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২৮৬ তুলেছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড। এদিন ঋষভ টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যম 'থ্রি হানড্রেড ইজ লোডিং ফর হায়দারবাদ'-মার্কা পোস্টে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন 'লর্ড' শার্দূল (৩৪/৪)। এদিন নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম দুই বলে অভিষেক শর্মা (৬) ও গত ম্যাচে শতরান করা ঈশান কিষানকে (০) ফিরিয়ে হায়দারবাদের তিনশোর পরিকল্পনায় প্রথম আঘাত শার্দূলেরই।

১৫/২ হয়ে গেলেও ট্রাভিস হেড-কাঁটা তখনও লখনউ শিবিরে খচখচ করছিল। বিষ্ণোইয়ের (৪২/১) প্রথম ওভারে তিনবার জীবন পেয়ে হেডও 'হেডেক' হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু অষ্টম ওভারে হেডকে (২৮ বলে ৪৭) বোল্ড করে লখনউকে স্বস্তি দেন দিল্লির ২৩ বছরের পেসার প্রিন্স যাদব (২৯/১)। হেডের আউট হায়দারবাদ ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। হেনরিচ ক্লাসেনও (২৬) এদিন সুবিধা করতে পারেননি। অনিকেত ভার্মা (১৩ বলে ৩৬) রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেও স্কোরবোর্ডে আড়াইশো তোলা অভ্যাসে পরিণত করা হায়দরাবাদ দুইশোর কমে আটকে যায়।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ধাক্কা খেলেও মসৃণ গতিতে এগিয়েছে লখনউ। মহম্মদ সামির বলে দ্বিতীয় ওভারে আইডেন মার্করাম (১) ফিরে গেলেও তার রেশ পড়েনি তাদের ব্যাটিংয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের ছন্দেই ব্যাট ঘুরিয়ে যান নিকোলাস পুরান (২৬ বলে ৭০) ও মিচেল মার্শ (৩১ বলে ৫২)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ৪৩ বলে ১১৬ রান তুলে ম্যাচের ভাগ্য একরকম গড়ে দেন। তবে এদিনও বড় রান আসেনি ঋষভের (১৫) ব্যাটে। ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে স্টান্স নেওয়া ঋষভ ঠকে যান হর্ষল প্যাটেলের ফুলটসে। তবে অঘটন ঘটতে দেননি আব্দুল সামাদ (৮ বলে অপরাজিত ২২) ও ডেভিড মিলার (৭ বলে অপরাজিত ১৩)। তাঁরা ১৬.১ ওভারে ৫ উইকেটে লখনউকে ১৯৩ রানে পৌঁছে দেন।

ফাইনালে টিআরডি, মেডিকেল

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন আলিপুরদুয়ার জংশনের রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ আন্তঃ বিভাগীয় নৈশ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল টিআরডি ও মেডিকেল। বুধবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে টিআরডি ৩ রানে অ্যাকাউন্টসকে হারিয়েছে। ডিআরএসসি মাঠে টিআরডি টসে জিতে ১০ ওভারে ৬৬ রানে অল আউট হয়। পিন্টু ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিবেক কুমার ১৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে অ্যাকাউন্টস ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৬৩ রানে থামে। উৎপল রায় ২৯ রান করেন। কিষান চৌধুরী ২৬ রানে ২ নেন উইকেট।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মেডিকেল ৮ উইকেটে মেকানিকালের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেকানিকাল টসে জিতে ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯২ রান তোলে। স্বাধীন দেব ৪৭ রান করেন। গোদাম শ্রীনু ১৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে মেডিকেল ৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শ্রীনু ৪৩ রান করেন।

বড় জয় আলিপুরদুয়ারের

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : সিউড়িতে এনসিসি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা দল ১০৩ রানে দার্জিলিং জেলা দলকে হারিয়েছে। আলিপুরদুয়ার টসে জিতে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯১ রান তোলে। হিমাংশু সিং ৬২ রান করেন। জবাবে দার্জিলিং ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা দেবীপ্রসাদ রায় ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সত্যজিৎ রায়ও (১০/২)।

ম্যাচের সেরা দেবীপ্রসাদ রায়।

রাজদীপের ৫৬

ফালাকাটা, ২৭ মার্চ : সুভাষ কলোনি স্পোর্টিং ক্লাব ও ফালাকাটা ডুয়ার্স অ্যাকাডেমির ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার শিবশংকর অ্যাকাডেমি ৬১ রানে শিলিগুড়ির জাগরণী সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। শিবশংকর ২০ ওভারে ১১৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজদীপ দাস ৫৬ রান করেন। জবাবে জাগরণী ২০ ওভারে ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। আশিস রায় ২৩ রান করেন।

অন্য ম্যাচে ফালাকাটা ডুয়ার্স ৮ উইকেটে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে জয় পায়। মাথাভাঙ্গা ২০ ওভারে ১১৪ রান তোলে। সুমন রায় ৪৩ রান করেন। জবাবে ফালাকাটা ডুয়ার্স ১৬.১ ওভারে ২ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা পাপন বর্মন ৩ উইকেট পেয়েছেন। শুক্রবার সুভাষ কলোনি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে খেলবে শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার-ফালাকাটা ডুয়ার্স ও আলিপুরদুয়ার রেইনবো-জলপাইগুড়ির আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার।

উশুতে ২৭

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট উশু সল্টলেকের সাইয়ে শুক্রবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জেলার ২৭ জন অংশ নেবে। দল কলকাতা রওনা হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কমিটির আলিপুরদুয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হবে। প্যারেড গ্রাউন্ডে আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ইটখোলা আলিপুরদুয়ার ও সুপার কিংস জংশন। পরে নামবে শিবকাটা ও এনএন একাদশ আলিপুরদুয়ার।

কিডস ক্রিকেট

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডুয়ার্স কিডস ক্রিকেট চ্যালেঞ্জার ট্রফি শুক্রবার শুরু হবে। টাউন ক্লাবের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ডিমা একাদশ ও কালজানি একাদশ। পরে রায়ডাক একাদশ মুখোমুখি হবে তোর্ষা একাদশের।

জয়ী ২০১১ ব্যাচ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০২৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২৩ প্রথমে ১৫ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। বাবলু দাস ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। ২০১১ ব্যাচ ৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বাবলু ৪১ রান করেন।

৪ উইকেট হৃদয়মের

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রেলওয়ে হাইস্কুল সুপার ওভারে হারিয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে। অরবিন্দনগর মাঠে টসে হেরে রেলওয়ে ১৫.১ ওভারে ৯১ রানে অল আউট হয়। অর্ক সরকার ১৩ রান করে। ম্যাচের সেরা হৃদয়ম পাল ২১ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে টেকনো ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯১ রানে থামে। অভিষেক ভারতী ৩৮ রান করে। অরিজিৎ চক্রবর্তী ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। পরে সুপার ওভারে বাজিমাত করে রেলওয়ে।

ম্যাচের সেরা হৃদয়ম পাল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অন্য ম্যাচে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ৭২ রানে ফালাকাটা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ম্যাক উইলিয়াম ১৯.৪ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। দেবজ্যোতি দাস ৪১ রান করে। জ্যোতির্ময় ঘোষ ৩১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে ফালাকাটা ১৩.৫ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। জ্যোতির্ময় ঘোষ ১৫ রান করে। ম্যাচের সেরা প্রান্তিক ভট্টাচার্য ৩ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট।

মনোজের ৬৭

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কালচিনি বিএমওএইচ অফিস ৪ উইকেটে আলিপুরদুয়ার সিএমওএইচ অফিসকে হারিয়েছে। প্রথমে সিএমওএইচ ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে। জবাবে বিএমওএইচ ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মনোজ ভগত ৬৭ রান করেন।

অন্য ম্যাচে বিএমওএইচ ৭ উইকেটে জেলা হাসপাতাল টিমের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জেলা হাসপাতাল ১০ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। সৌরভ ৫ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে বিএমওএইচ ৬.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান তুলে নেয়। সৌরভ ৪১ রান করেন।